উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শিলিগুড়ি ৬ শ্রাবণ ১৪৩১ সোমবার ৪.০০ টাকা 22 July 2024 Monday 12 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 65

মার্কিন নির্বাচন থেকে সরলেন জো বাইডেন

দশের পাতায়

রিচার তাণ্ডবে বড় জয় ভারতের

বারোর পাতায়

তিন মাসেই কড়া ব্যবস্থা

খোঁজাখুঁজি

বাঙালির অস্মিতা এবার অস্ত্র মমতার

রন্তিদেব সেনগুপ্ত

একুশে জুলাইয়ের সভামঞ্চ থেকে তৃণমূল কংগ্রেস সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের আগে কোন তাসটিকে তাঁর শাড়ির আঁচল থেকে বের করতে চান- সে নিয়ে একটা জল্পনা ছিলই। ফি বছরই তৃণমূল নেত্রী এই একুশে জুলাইয়ের মঞ্চটিকে বেছে নেন আগামী দিনগুলিতে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মপন্থা ঘোষণা করার জন্য। সেই কর্মপন্থাগুলির দিকে নজর রাখলেই বোঝা যায়, মমতা তাঁর হাতের কোন তাসটি এবার ফেলবেন। এবারও একুশে জুলাই তার ব্যত্যয় ঘটেনি। একুশে জুলাইয়ের সভামঞ্চ থেকে রবিবার তাঁর ভাষণেই মমতা বুঝিয়ে দিয়েছেন, ’২৬ -এর বিধানসভা নির্বাচনে কোন ঘুঁটি তিনি সাজাবেন ভেবে রেখেছেন।

একুশে জুলাইয়ের এই সভামঞ্চ থেকে মমতা তাঁর দলের নেতা এবং কর্মীদের কী বার্তা দেন, তা জানতে সব মহলই উদগ্রীব ছিল। বিশেষ করে দলীয় নেতৃত্ব এবং কর্মীরা। এবারের একুশে জুলাইয়ের গুরুত্বও অতীতের থেকে একটু আলাদাই ছিল তৃণমূল নেতৃত্বের কাছে। এবার লোকসভা নির্বাচন এবং তারপর চারটি বিধানসভা উপনির্বাচনের পর এই একুশে জুলাইয়ের সমাবেশ। স্বাভাবিক, এই একুশে জুলাইকে কেন্দ্র করে তৃণমূল কর্মীদের উদ্দীপনাও ছিল প্রভূত।

এবার লোকসভা নির্বাচনের পর থেকেই তৃণমূল নেত্রী তাঁর দলীয় নেতা এবং কর্মীদের একটি সতর্কবার্তা দিচ্ছিলেন। সতর্ক করার কারণও আছে অবশ্য। লোকসভার ফল থেকেই দলনেত্রী বুঝতে পেরেছিলেন, তৃণমূল স্তরে দলের নেতা-কর্মীদের রাশ না পরালে ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে দলকে খেসারত দিতে হবে। বিশেষ করে শহরাঞ্চলে, পুর এলাকাগুলিতে দলের ফল এবার উৎকণ্ঠিত হওয়ার মতোই।

একুশে জুলাইয়ের মঞ্চ থেকেও যে মমতা তাঁর দলীয় নেতা-কর্মীদের উদ্দেশে সতর্কবার্তা উচ্চারণ করবেন, এটা সবার ধারণার ভিতরেই ছিল। সেই সতর্কবার্তা মমতা উচ্চারণ করেছেনও। স্পষ্ট ভাষায় দলের নেতা-কর্মীদের জানিয়ে দিয়েছেন, কোনও রকম অনাচার বরদাস্ত তিনি করবেন না। করবেন যে না, সেটা লোকসভা নির্বাচনের পর বিভিন্ন পদক্ষেপ করে বুঝিয়েও দিচ্ছেন মমতা।

তৃণমূল স্তরে রাশ টানতে দলের সর্বোচ্চ নেতৃত্ব যে সিরিয়াস, তা দলের দু’নম্বর অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও বুঝিয়ে দিয়েছেন। অভিষেকের বক্তব্যেও এই রাশ টানার কথাই উঠে এসেছে। *এরপর দশের পাতায়*

নিয়ম ভেঙে চিকিৎসা মেডিকেল পড়ুয়াদের

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২১ জুলাই : মেডিকেল কলেজ পড়ুয়া। অথচ দিব্যি নার্সিংহোমে গিয়ে চিকিৎসা করছেন। প্রাইভেট প্র্যাকটিস করছেন। উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের ডাক্তারি পড়ুয়াদের একাংশের বিরুদ্ধে এমনই অভিযোগ উঠছে। শিলিগুড়ির বিভিন্ন বেসরকারি হাসপাতাল, বিশেষ করে মেডিকেলের চারপাশে গজিয়ে ওঠা নার্সিংহোমগুলি অভিজ্ঞ চিকিৎসকের বদলে এই পড়ুয়া চিকিৎসকদের কম খরচে নিয়োগ করছে।

আইন বলছে, চিকিৎসক পড়ুয়ারা কোনওভাবেই পেশাদার চিকিৎসক হিসাবে কাজ করতে পারেন না। তাহলে উত্তরবঙ্গ মেডিকেলের পড়ুয়া চিকিৎসকদের একাংশ কীভাবে প্রাইভেট প্র্যাকটিস করছেন? মেডিকেলের স্টুডেন্টস অ্যাফেয়ার্স বিভাগের ডিন ডাঃ সন্দীপ সেনগুপ্ত বলেছেন, ‘পোস্ট গ্রাজুয়েশন ট্রেনি (পিজিটি) হিসাবে থাকাকালীন কেউ প্রাইভেট প্র্যাকটিস এবং নার্সিংহোমের সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারে না। যদি কেউ এটা করে থাকে তাহলে অন্যায়। আমরা বিস্তারিত খোঁজখবর নিচ্ছি।’ উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ অধ্যক্ষ ডাঃ ইন্দ্রজিৎ সাহা বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন।

গত কয়েক বছরে মেডিকেল সংলগ্ন কাওয়াখালি, সুশ্রুতনগর এলাকায় প্রচুর ছোট-বড় নার্সিংহোম তৈরি হয়েছে। এই নার্সিংহোমগুলির সঙ্গে মেডিকেলের সিংহভাগ চিকিৎসকই যুক্ত রয়েছেন। এরই মধ্যে চিকিৎসক পড়ুয়াদেরও নিয়োগ করেছে নার্সিংহোমগুলি। অভিযোগ, একজন অভিজ্ঞ চিকিৎসককে রাখার জন্য বছরে অন্তত ২০-২৫ লক্ষ টাকা দিতে হয়। সেখানে ডাক্তারি পড়ুয়াদের কম খরচে চুক্তি করে অনেকটাই কাজ করিয়ে নেওয়া হচ্ছে।

অথচ নিয়ম অনুযায়ী, এরাজ্যের চিকিৎসা ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত থাকতে হলে সংশ্লিষ্ট চিকিৎসককে ওয়েস্ট বেঙ্গল মেডিকেল কাউন্সিলের রেজিস্ট্রেশন নেওয়া বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। *এরপর দশের পাতায়*

ভরসা কোথায়

- মেডিকেলের ৩০-৩৫ জন ডাক্তারি পড়ুয়া বিভিন্ন নার্সিংহোমের সঙ্গে যুক্ত
- নার্সিংহোমগুলি খরচ বাঁচাতে এই চিকিৎসক পড়ুয়াদের নিয়োগ করেছে
- মেডিকেলের আশপাশে তাঁরা চেম্বারে বসে রোগীও দেখছেন
- আইন বলছে, পড়ুয়ারা চিকিৎসক হিসাবে কাজ করতে পারেন না

‘বিত্তবানের দরকার নেই, বিবেকবান দরকার’

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ২১ জুলাই : থরহরিকম্প তৃণমূলে। অনৈতিক কাজে যুক্ত দলীয় কর্মীদের উদ্দেশে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কড়া বার্তা প্রত্যাশিতই ছিল। কিন্তু অভিষেকের কথায় মিলল ব্যাপক রদবদলের বার্তা। একেবারে পঞ্চায়েত ও পুরসভা স্তরে পদাধিকারী পরিবর্তনের স্পষ্ট আভাস দিলেন তৃণমূলের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড। এই পরিবর্তনের জন্য হাতে সময় মাত্র তিন মাস।

তৃণমূল নেত্রীর চেয়েও ২১ জুলাইয়ের মঞ্চে রবিবার কড়া বার্তা ছিল অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখে। তিনি বলেন, ‘পঞ্চায়েতে আপনি টিকিট পাবেন, পুরসভায় টিকিট পাবেন, আপনি জিতবেন। আর বিধানসভা বা লোকসভা ভোটে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে গিয়ে প্রার্থীকে জেতাতে হবে, এটা চলবে না।’ এর পরেই তাঁর চরম হুঁশিয়ারি, ‘খারাপ ফল হলে দল আপনার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে। তা তিনি যত বড় নেতা হোন না কেন, যাঁর ছত্রছায়াতেই থাকুন না কেন। তিন মাসের মধ্যে ফল পাবেন।’

তাঁর কথায়, ‘আমাকে গত দেড় মাস আপনারা দলের কর্মসূচিতে দেখেননি। এই সময় আমরা যে জায়গায় হেরেছি, সেখানে হারের কারণ খতিয়ে দেখেছি।’

অভিষেক রবিবার দলীয় মুখপত্র জাগো বাংলায় লিখেছেন, লোকসভার নির্বাচনের ফল উপভোগ্য, কিন্তু আত্মসন্তুষ্টির জায়গা নেই। ভাষণে তৃণমূল নেত্রী বলেন, ‘আমরা মানুষের পাহারাদার। যত জিতব আমাদের দায়িত্ব তত বেশি হবে। আরও বেশি মানুষের কাজ করতে হবে। আরও বিনয়ী ও শৃঙ্খলাপরায়ণ হতে হবে।’

মমতা বলেন, ‘দুর্নীতির সঙ্গে কোনও আপস নয়। মানুষকে যাঁরা পরিষেবা দেবেন না, তাঁদের সঙ্গে আমাদের কোনও সম্পর্ক নেই।’ সাংসদ, বিধায়ক, পুরসভা ও পঞ্চায়েতের সমস্ত দলীয় সদস্যের উদ্দেশে তাঁর বক্তব্য, ‘কারও বিরুদ্ধে যেন কোনও অভিযোগ না ওঠে। যদি অভিযোগ আসে ও প্রমাণ হয়, তাহলে কড়া পদক্ষেপ করব।’

তাঁর ভাষায়, ‘তৃণমূলে বিত্তবানের দরকার নেই, বিবেকবানের দরকার। লোভী হতে যাবেন না কেউ। গাড়ি না চড়ে সাইকেলে বা হেঁটে ঘুরে মানুষের সঙ্গে কথা বলুন। যাঁরা আমাদের ভোট দেননি, তাঁদের কাছেও যান। কেন তাঁরা আমাদের ভোট দিলেন না, জানার চেষ্টা করুন। যা ঘরে আছে, তাই খেয়ে বেঁচে থাকুন।’

মমতা, অভিষেকের এই শুদ্ধিকরণের কোপ যে উত্তরবঙ্গেই বেশি পড়বে, তাও তাঁদের কথায় স্পষ্ট। তৃণমূল নেত্রী বলেন, ‘উত্তরবঙ্গে আমরা ভালো ফল করতে পারিনি। কোচবিহার জিতলেও বাকি আসনগুলিতে হেরে গিয়েছি। মালদায় আমরা একটিও আসন জিততে পারিনি। একটি আসন বিজেপি ও একটি কংগ্রেস পেয়েছে। ওরা কোনওদিন কিছু করেছে আপনাদের জন্য?’

দলের কিছু নেতার আচরণ নিয়ে তাঁর বিরক্তি ভাষণে সামনে এসেছে। তিনি মনে করিয়ে দেন, প্রয়োজনে তিনি তৃণমূলের লোককেও গ্রেপ্তার করিয়ে দিতে পারেন। শিলিগুড়িতে দুজন দাপুটে নেতা গ্রেপ্তার হয়েছেন। আগামীদিনে অন্য কারও বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠলে তাঁকেও রেয়াত না করার বার্তা ছিল মমতার মুখে।

২১ জুলাইয়ের মঞ্চ থেকে দলীয় নেতা-কর্মীদের বার্তা দিচ্ছেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রবিবার কলকাতার ধর্মতলায়।

> লোভ করবেন না। তৃণমূলে বিত্তবানের দরকার নেই, বিবেকবান দরকার। দুর্নীতির সঙ্গে কোনও আপস নয়। মানুষকে যাঁরা পরিষেবা দেবেন না, তাঁদের সঙ্গে আমাদের কোনও সম্পর্ক নেই। কারও বিরুদ্ধে যেন কোনও অভিযোগ না ওঠে। যদি অভিযোগ আসে ও প্রমাণ হয়, তাহলে কড়া পদক্ষেপ করব।
>
> **মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়**

> পঞ্চায়েতে আপনি টিকিট পাবেন, পুরসভায় টিকিট পাবেন, আপনি জিতবেন। আর বিধানসভা বা লোকসভা ভোটে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে গিয়ে প্রার্থীকে জেতাতে হবে, এটা চলবে না। খারাপ ফল হলে দল আপনার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে। তা তিনি যত বড় নেতা হোন না কেন, যাঁর ছত্রছায়াতেই থাকুন না কেন। তিন মাসের মধ্যে ফল পাবেন।
>
> **অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়**

জোটে ভিন্ন রসায়ন একুশের মঞ্চে

পুলকেশ ঘোষ

কলকাতা, ২১ জুলাই : ‘ইয়ে সরকার গিরনেওয়ালা হ্যায়!’ চার শব্দে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে যেন মেলবন্ধন পোক্ত করে ফেললেন অখিলেশ যাদব। প্রথম থেকেই তৃতীয় এনডিএ সরকারের স্থায়িত্ব নিয়ে সন্দিহান ছিলেন তৃণমূল নেত্রী। সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকলেও ‘ইন্ডিয়া’ জোটের সরকার গঠনে উদ্যোগী হওয়ার পক্ষে ছিলেন তিনি। জোট সেই সিদ্ধান্ত না নেওয়ায় উষ্মাও প্রকাশ করেছিলেন।

মমতার সেই মনোভাবের প্রতিধ্বনি শুনল রবিবারের কলকাতা। ধর্মতলায় তৃণমূলের ২১ জুলাইয়ের মঞ্চ হয়ে উঠল এই কেন্দ্রীয় সরকারকে ‘এক ধাক্কা অউর দো’ মনোভাবের যুগলবন্দি। এক সুরে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ও সমাজবাদী পার্টির সভাপতির ভাষণে ‘ইন্ডিয়া’ জোটের মধ্যে ভিন্ন রসায়নের ইঙ্গিত বহন করল। অখিলেশের কথায়, ‘দিল্লিতে যাঁরা ক্ষমতায় রয়েছেন, তাঁরা আসলে কিছুদিনের অতিথি। এই সরকার পড়ে যাবে।’

পরে মমতাও বললেন, ‘এই সরকারের স্থায়িত্ব নেই। এরা এজেন্সি, নির্বাচন কমিশন ও আদালতকে কাজে লাগিয়েও বেশিদিন টিকতে পারবে না। উত্তরপ্রদেশে অখিলেশরা দারুণ খেলা খেলেছেন। এই হারের পর বিজেপির পদত্যাগ করা উচিত ছিল। কিন্তু ওদের লজ্জাশরম কম।’ বিরোধী জোটে এখন অখিলেশকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে তৃণমূল। তাঁর সঙ্গে আলাদা সম্পর্ক তৈরি করে ফেলেছে জোটের মধ্যে।

এরপর দশের পাতায়

উত্তরবঙ্গের কিছু নির্বাচিত খবরের ভিডিও দেখতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন

সিম কার্ড প্রতারণায় আন্তঃরাজ্য চক্র

সায়নদীপ ভট্টাচার্য

বক্সিরহাট, ২১ জুলাই : ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা উধাও। ঠিক কীভাবে এই প্রতারণার ঘটনা ঘটছে তা তদন্তকারীদের বেশ ভাবাচ্ছিল। এবারে সিম কার্ড প্রতারণায় আন্তঃরাজ্য চক্রের হদিস মেলায় ঘটনার অনেকটাই সুরাহা হল। বায়োমেট্রিক প্রতারণার অভিযোগে বক্সিরহাট থানার পুলিশ রবিবার অসমের বাসিন্দা সাহিবুল খন্দকার সহ বক্সিরহাটের সিম কার্ড বিক্রেতা রাহুল রবিদাস ও দেবাংশু পালকে গ্রেপ্তার করে। ধৃতদের কাছ থেকে বায়োমেট্রিক যন্ত্র, কিছু ফিঙ্গারপ্রিন্ট, বেশ কিছু আধার কার্ডের নম্বর ও দুটি মোবাইল ফোন বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ধৃতদের এদিন তুফানগঞ্জ মহকুমা দায়রা আদালতে তোলা হয়। বিচারক ধৃত সাহিবুলকে আটদিনের জন্য পুলিশ হেপাজত ও বাকিদের ১৪ দিনের জন্য বিচার বিভাগীয় হেপাজতে পাঠান।

তুফানগঞ্জের এসডিপিও বৈভব বাঙ্গার বলেন, ‘বিনামূল্যে সিম কার্ড দেওয়ার নামে সহজে ফিঙ্গারপ্রিন্ট সংগ্রহ করে একই ব্যক্তির নামে একাধিক সিম কার্ড তৈরি করে সেগুলি বহু টাকায় দেশ ও দেশের বাইরে সাইবার অপরাধীদের কাছে বিক্রি করা হয়েছে। এছাড়াও ওই ফিঙ্গারপ্রিন্ট দিয়ে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা হাতানোর মত প্রতারণার ঘটনা ঘটানো হয়েছে।’

সম্প্রতি এক বেসরকারি টেলিকম সংস্থা বক্সিরহাট থানায় সন্দেহজনক নম্বরের তালিকা পাঠায়। তাতে বক্সিরহাটের বাসিন্দা ৫০ জনেরও বেশি মানুষের নাম ছিল। প্রত্যেকের নামে চার-পাঁচটি করে সিম কার্ড ইস্যু করা হয়েছিল। পুলিশ ওই ব্যক্তিদের জিজ্ঞাসাবাদ চালায়। এই সূত্রে ভ্রাম্যমাণ সিম কার্ড ব্যবসা চক্রের হদিস মেলে। চক্রটি ফ্রিতে সিম কার্ড বিলি করছে। শুধুমাত্র আধার নম্বর দিলেই পোর্ট করিয়ে দেওয়ার নামে বিনামূল্যে নতুন সিম কার্ড দেওয়া হচ্ছে। তাতে কখনও এক মাস আবার কখনও তিন মাসের জন্য ফ্রি রিচার্জের ঘোষণা থাকছে। অনেকেই এই ফাঁদে পা দিচ্ছেন। তাঁরা জালিয়াতদের হাতে আধার সংক্রান্ত তথ্য ও ফিঙ্গারপ্রিন্ট তুলে দিচ্ছেন। আর বড়সড়ো বিপদ ডেকে আনছেন।

অভিযুক্তদের আদালতে নিয়ে যাচ্ছে পুলিশ। রবিবার।

রবিবার নিরাপত্তা উপদেষ্টা, তিন বাহিনীর প্রধান, মন্ত্রী পরিষদের সচিব ও সশস্ত্রবাহিনীর প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসারের সঙ্গে দেশের পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনায় শেখ হাসিনা।

নদীর চরে তৃণমূল নেতার রেস্তোরাঁ চলছে

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২১ জুলাই : সরকারি জমি দখলের ঘটনায় মিলন মোড় থেকে গুলমা পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকাও এখন আলোচনার বিষয়বস্তু। এই এলাকাতেও সরকারি জমি সকলের নজর এড়িয়ে মাফিয়ারা গ্রাস করতে ব্যস্ত। জমি রক্ষায় সরকারের তরফে বোর্ড লাগিয়েও কাজ হচ্ছে না। ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের তরফে বারকয়েক অভিযান হলেও জমির কারবারিদের রোখা যাচ্ছে না। সরকারি বোর্ডের পাশেই সীমানা প্রাচীর দিয়ে খাসজমি দখল হচ্ছে। বন দপ্তরের জমি দখল হয়ে একের পর এক রেস্তোরাঁও গড়ে উঠছে।

মিলন মোড় থেকে গুলমার দিকে মহানন্দা নদীর চর ধরে এগোলে দেখা যাবে সরকারি জমি দখলের কারবার কাকে বলে। বিভিন্ন জায়গায় নিজেদের জমি বলে ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের তরফে বোর্ড লাগানো হয়েছে। তারপরও নদীর চর প্লট করে বিক্রি হচ্ছে। মিলন মোড় পার করে গুলমা যাওয়ার পথে প্রথম ডান হাতে যে রাস্তাটি চলে যায়, সেটি ধরলে একেবার কড়াইবাড়িতে মহানন্দা নদীর চরে পৌঁছে যাওয়া যায়। সেই রাস্তা ধরে কড়াইবাড়ির দিকে এগোতেই দেখা গেল নদীর বাঁধের মাঝখানের অংশ কেটে রাস্তা তৈরি করে ফেলা হয়েছে। চর আর চর নেই। চর দখল করে তাতে সীমানা প্রাচীর বানিয়ে ঘরবাড়ি তৈরি হয়েছে।

রবিবার দুপুরে সেখানেই কয়েকজন একটি জমির সীমানা প্রাচীর তৈরির কাজ তদারকি করছিলেন। নদীর চরে জমির দর কত? প্রশ্ন করতেই একজন এগিয়ে এসে পালটা দুটি প্রশ্ন করে বসলেন। বাড়ি কোথায়? কতটা জমি দরকার? কথা একটু এগোতেই তাদের মধ্যে থেকে সুমিত সার্কি নামে এক ব্যক্তি বলে উঠলেন, ‘নদীর চরের জমি মিলবে, তবে প্রতি কাঠার জন্য দেড় লক্ষ টাকা করে দিতে হবে। আমার ফোন নম্বর রাখুন। জমি নিতে হলে সরাসরি আমাকে ফোন করবেন। অন্য কারও কাছে যাওয়ার দরকার নেই।’ বোঝা গেল, এলাকাজুড়ে খাসজমি দখল করে বিক্রির কারবারে আরও অনেকেই যুক্ত রয়েছেন।

এরপর দশের পাতায়

সাক্ষী নোটিশ বোর্ড

- কড়াইবাড়িতে মহানন্দা চরের জমি এখন দেড় লক্ষ টাকা কাঠা দরে বিক্রি হচ্ছে
- যদিও এখানে ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের বোর্ড ঝোলানো রয়েছে
- এখানে সুইমিং পুলওয়ালা রেস্তোরাঁ তৈরি করেছেন পাহাড়ের এক তৃণমূল নেতা

সংরক্ষণ কমে ৭%

কার্ফিউ বহাল, মৃত বেড়ে ১৬১

এএইচ ঋদ্ধিমান

ঢাকা, ২১ জুলাই : চাকরিতে সংরক্ষণ বিরোধী আন্দোলনের গোড়ায় কিছুটা জল ঢালল বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্ট। বিপুল সংরক্ষণ ব্যবস্থাটাই উঠে গেল দেশের সর্বোচ্চ আদালতের রায়ে। সংরক্ষণ ব্যবস্থার আমূল সংস্কারের পক্ষে রায় হওয়া সত্ত্বেও হিংসা পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আসেনি। বাংলাদেশে রবিবার পর্যন্ত পুলিশ ও বিক্ষোভকারীদের সংঘর্ষে নিহতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৬১। দেশের বিভিন্ন রাস্তায় রবিবারও টহল চলছে সাঁজোয়া গাড়ি ও নিরাপত্তাবাহিনীর।

দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান অবশ্য জানিয়েছেন, পরিস্থিতির উন্নতি না হওয়া পর্যন্ত কার্ফিউ জারি থাকবে। অশান্তির জন্য তিনি বিরোধী দল বিএনপি ও জামাতকে কাঠগড়ায় তুলেছেন। সুপ্রিম কোর্টের রায়ে বিক্ষোভকারীদের মূল দাবির অনেকটা নিষ্পত্তি ঘটেছে। সংরক্ষণ নিয়ে হাইকোর্টের রায়কে এই রায়ে ‘বেআইনি’ ঘোষণা করা হয়েছে। বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আদালতের এই নির্দেশে সরকারি চাকরিতে এখন অধিকাংশ নিয়োগ হবে মেধার ভিত্তিতে।

৫৬ শতাংশের বদলে সংরক্ষণ কমে হল মাত্র ৭ শতাংশ। ৯৩ শতাংশ নিয়োগের সুযোগ তৈরি হল মেধা বিচার করে। নতুন নিয়ম জানাতে বাংলাদেশ সরকারকেই বিজ্ঞপ্তি দিতে বলেছে সুপ্রিম কোর্ট। বিক্ষোভকারী পড়ুয়াদের বৈষম্যবিরোধী মঞ্চ রায়টিকে স্বাগত জানালেও ঘোষণা করেছে, সরকার সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ না করা পর্যন্ত আন্দোলন চলতে থাকবে। আইনমন্ত্রী আনিসুল হক অবশ্য জানিয়ে দিয়েছেন, মঙ্গলবারের মধ্যে ওই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হতে পারে।

মুক্তিযোদ্ধাদের পরিবারের ৩০ শতাংশ সংরক্ষণের বিরোধী ছিলেন আন্দোলনকারীরা। সুপ্রিম কোর্ট মুক্তিযোদ্ধাদের পরিবারে সংরক্ষণ একেবারে উঠিয়ে না দিলেও কমিয়ে মাত্র ৫ শতাংশ করে দিয়েছে। বাকি ২ শতাংশের মধ্যে ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য ১ শতাংশ, প্রতিবন্ধী ও তৃতীয় লিঙ্গের জন্য আরও ১ শতাংশ থাকবে। সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পর পুলিশ, র‌্যাব, সেনা, বিজিবি প্রধানদের সঙ্গে বৈঠকে বসেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

সুপ্রিম কোর্ট রবিবারের নির্দেশে আন্দোলনকারী পড়ুয়াদের যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ফিরে যেতে বলেছে। হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে বাংলাদেশ সরকারের আবেদনের শুনানি নির্ধারিত ছিল ৭ অগাস্ট। কিন্তু পড়ুয়াদের আন্দোলনে পরিস্থিতি হিংসাত্মক হয়ে ওঠায় সরকারের আবেদনে শুনানি এগিয়ে রবিবার করা হয়। সেই অনুযায়ী রবিবার প্রধান বিচারপতি ওবায়দুল হাসানের বেঞ্চে শুনানি হয়।

স্ববিরোধিতা রয়েছে জানিয়ে হাইকোর্টের রায়টি বাতিলের আবেদন জানান দেশের অ্যাটর্নি জেনারেল এই আমিনউদ্দিন। কোটার মতো সরকারের নীতিগত সিদ্ধান্তে আদালত হস্তক্ষেপ করতে পারে না

এরপর দশের পাতায়

বাংলাদেশ

জেসিআই বন্ধ, সংকটে পাটচাষিরা

জ্যোতি সরকার

জলপাইগুড়ি, ২১ জুলাই : উত্তরবঙ্গ পাটচাষি সংগ্রাম কমিটি পাট বিপণন নিয়ে ব্যাপকভাবে উদ্বিগ্ন। উত্তরের সবক'টি জেলাতে উৎপন্ন পাট ইতিমধ্যেই বাজারে বিক্রি হতে শুরু করেছে। কিন্তু পাট কেনার জন্য ভারত সরকারের দায়িত্বপ্রাপ্ত পাট ক্রয় সংস্থা বা জুট কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া (জেসিআই) বর্তমানে বন্ধ। ফলে পাটচাষিরা পড়েছেন মহাফাঁপরে। তারমধ্যেই একশ্রেণির অসাধু ফড়ে এবং দালালরা প্রায় জলের দরেই পাট কিনছেন। জেসিআই এ বিষয়ে পদক্ষেপ না করলে উত্তরবঙ্গের পাটচাষিরা গভীর সংকটে পড়বেন বলে মনে করছে এই কমিটি। সংগঠনের পক্ষ থেকে ডিভিশনাল কমিশনারকে এনিয়ে লিখিত আবেদন জানানো হয়েছে।

উত্তরবঙ্গ পাটচাষি সংগ্রাম কমিটির নেতা রহুল আমিন বলেন, 'প্রকৃত উৎপাদন খরচ অনুযায়ী পাটের ন্যূনতম দাম কুইন্টাল প্রতি ১৩ হাজার টাকা করতে হবে। জেসিআইকে উত্তরের সমস্ত প্রশাসনিক ব্লক অধীনস্থ হাটগুলিতে কৃষকের থেকে সরাসরি পাট কিনতে হবে।' রহুল আরও বলেন, 'অসাধু ফড়ে এবং দালালদের শনাক্ত করে অবিলম্বে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা জরুরি। ব্লকগুলিতে সরকারিভাবে পাট পচানোর পুকুর কাটতে হবে। পাটচাষিদের সরকারি অনুদান এবং সস্তায় বীজ ও রাসায়নিক সার দেওয়াও প্রয়োজন। পশ্চিমবঙ্গে রাজ্য পাট নিগম গঠন করতে হবে। শিলিগুড়ি সংলগ্ন মহানন্দা নদীর তীরবর্তী এলাকায় চটকল নির্মাণ এবং বেকার তরুণদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে সরকারকেই।'

সারা ভারত কৃষকসভার জলপাইগুড়ি জেলার নেতা অধ্যাপক জিতেন দাসের কথায়, 'প্রতি বছর পাট বিক্রি নিয়ে সমস্যা পোহাতে হয় চাষিদের। পাট বিক্রি করে চাষিরা মূলত রবি চাষের জন্য মূলধন জোগাড় করেন এবং কিছুটা দিয়ে পুজোর সামান্য কেনাকাটা করেন। এদিকে পশ্চিমবঙ্গ দেশের মধ্যে সবচেয়ে বেশি পাট উৎপাদনকারী রাজ্য। অথচ এই রাজ্যেই পাট কেনার কোনও ব্যবস্থা নেই। জেসিআইয়ের দপ্তরগুলি তালাবন্ধ। পাটের ন্যায্যমূল্য না পেয়ে পাটচাষিরা ব্যাপক হতাশার শিকার।

ব্যাপক সমস্যা

- জেসিআইয়ের সব দপ্তরগুলি তালাবন্ধ
- চাষিরা পাট বিক্রি করতে ব্যাপক সমস্যা পোহাচ্ছেন
- একদল ফোড়ে ও দালালরা জলের দরে পাট কিনছেন
- পাটের ন্যায্যমূলের দাবিতে সরব উত্তরবঙ্গ পাটচাষি সংগ্রাম কমিটি

সংযুক্ত কিষান সভার নেতা প্রকাশ রায় মন্তব্য করলেন, 'জলপাইগুড়ি জেলার বেলাকোবার পাট ভারতসেরা। পাটের প্রত্যাশিত দাম না পেয়ে পাটচাষিরা আন্দোলনে নামার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আমরা প্রতিটি হাটে পাটের ন্যায্যমূল্যের দাবিতে প্রতিবাদ সভা এবং মিছিল করব। চাষিদের কাছ থেকে পাট কেনা জেসিআইয়ের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। কেন্দ্রীয় সরকার সংস্থার কর্মীদের বসিয়ে বসিয়ে বেতন দিচ্ছে।'

বাংলাদেশ ইস্যুতে সাংবাদিক সম্মেলনে পালটা সুর সিপিএমের

মমতার বক্তব্যে কটাক্ষ সেলিমের

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ২১ জুলাই : বাংলাদেশের অশান্তি ইস্যুতে সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্যের তীব্র বিরোধিতা করলেন। রবিবার ধর্মতলায় ২১ জুলাইয়ের সভামঞ্চে বাংলাদেশ প্রসঙ্গে মমতা বলেছেন, 'অসহায় মানুষ যদি বাংলায় দরজা খটখটানি করে আমরা তাদের আশ্রয় নিশ্চয়ই দেব। তার কারণ, এ নিয়ে রাষ্ট্রসংঘের নির্দেশ রয়েছে। শরণার্থীদের পার্শ্ববর্তী এলাকা সম্মান জানাবে।'

এর বিরোধিতা করে কোচবিহারে সাংবাদিক সম্মেলন করে সেলিম বলেছেন, 'ওখানকার (বাংলাদেশের) মানুষ, ওখানকার সমস্যা, ওখানে সমাধান করবে। আমাদের দেশের মানুষের সমস্যা আমাদের সমস্যা, আমরা সমাধান করব। অন্য দেশের কেউ যদি খটখটানিও করে আমাদের দেশ থেকে কেউ যাতে উসকানি না দেয়।'

কোচবিহারে সিপিএমের জেলা কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে মহম্মদ সেলিম। ছবি ঃ জয়দেব দাস

সেলিম রবিবার সিপিএমের জেলা কার্যালয়ে দলের বৈঠকে অংশ নেন। এরপর তিনি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন। সেখানে তৃণমূলের ২১ জুলাইয়ের কর্মসূচিকে ঘিরে একের পর এক কটাক্ষ করেন। তৃণমূল কংগ্রেসের সমাবেশে অখিলেশ যাদবের উপস্থিত থাকা ও মমতার ভূয়সী প্রশংসা করা নিয়ে সেলিম বলেন, 'ইন্ডিয়া জোটের মধ্যে বামপন্থী ও কংগ্রেসকে বাদ দিয়ে বিজেপি বিরোধী শক্তিদের নিয়ে তৃণমূল বিভাজন করতে চাইছে। তারা শিবসেনা, এনসিপি, সমাজবাদী পার্টিদের নিয়ে ঘরের মধ্যে ঘর তৈরি করতে চাইছে। যাতে বিজেপি বিরোধী বৃহৎ ঐক্য গড়ে না ওঠে। এটা আসলে আরএসএসের পরিকল্পনা।' দুর্নীতিগ্রস্তদের রেয়াত করা হবে না বলে এদিনের ভাষণে মমতা কড়া হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। তার পালটা দিয়ে সেলিমের বক্তব্য, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দুর্নীতিগ্রস্তদের বাঁচানোর জন্য লড়াই করেন। রাজ্যে যে এত দুর্নীতি হচ্ছে ক'জন মন্ত্রী, অফিসারকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে?'

এদিনের সভায় মমতার মুখে বারবার নমনীয়তার কথা উঠে আসে। কখনও তিনি বলেছেন, 'যত জিতব ততই নরম হতে হবে।' আবার কখনও বলেছেন, 'গাড়ির বদলে স্কুটার, সাইকেলে মানুষের সঙ্গে মিশতে হবে।'

মমতার এই মন্তব্যের বিরোধিতা করে মহম্মদ সেলিম অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিদেশ সফরের প্রসঙ্গ তুলে আনেন। তিনি বলেন, 'ওদিকে বাবু (নাম না করে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে খোঁচা দিয়ে) লাক্সারি চার্টার্ড বিমানে বিদেশ ঘুরে বেড়ান। চার্টার্ড বিমানে কলকাতা থেকে শিলিগুড়িতে আসেন। আর মমতা তাঁর দলের কর্মীদের বলছেন, গাড়ি ব্যবহার করবেন না সাইকেল ব্যবহার করুন। আসলে তিনি নিজে যা বলেন তার বিপরীতটা করেন।' ১০ লক্ষ চাকরি তৈরি রয়েছে বলে মমতার বক্তব্যের প্রসঙ্গে সেলিম বলেন, 'শুধু ফাঁকা আওয়াজ দিয়ে তো লাভ হবে না। কোন দপ্তরে কোন পদে কত নিয়োগের জন্য চাকরি তৈরি করেছেন তা স্পষ্ট করে বলা হোক।'

ছেলের চিকিৎসায় সাহায্যের আর্জি

রহিদুল ইসলাম

চালসা, ২১ জুলাই : ছেলের চিকিৎসার খরচ বহন করতে পারছে না পরিবার। তেরো বছরের ছেলেকে বাঁচাতে তাই সাহায্যের আবেদন জানাল পরিবার। ঘটনাটি মেটেলি ব্লকের বিধাননগর গ্রাম পঞ্চায়েতের নেওড়া মাঝিয়ালি এলাকার।

এলাকার নাজির হোসেনের ছেলে সাজেদ আলি। সে ছোট থেকেই স্নায়ুর রোগে আক্রান্ত। চিকিৎসকরা তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য বেঙ্গালুরুতে নিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। নাজির হোসেন দিনমজুরি করেন। ছেলের চিকিৎসার এত টাকা কোথায় পাবেন। তাই ছেলেকে বাঁচাতে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের কাছে সাহায্যের আবেদন জানিয়েছে সাজেদের পরিবার। সাজেদের হাত ও পা একপ্রকার অচল।

গত দেড় মাস আগে তাকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। কিন্তু চিকিৎসা চলার পরও তার কোনও উন্নতি হয়নি। চিকিৎসার জন্য তাকে বেঙ্গালুরুতে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে পরিবার। তাই সাহায্যের আবেদন জানিয়েছে তারা। এ বিষয়ে নাজির বলেন, 'দিনমজুরি করে খাই। সংসারে নুন আনতে পান্তা ফুরোয় অবস্থা। ছেলের চিকিৎসার জন্য অত টাকা পাব কোথায়?' ছেলেকে বাঁচাতে সকলের কাছে সাহায্যের আবেদন জানিয়েছেন তিনি।

ভাড়া

ঘোগোমালি সবিতা ভবনের নিকট ৩ রুমযুক্ত (নীচতলা) বাড়ি ভাড়া দেওয়া হবে। ভাড়া 7,500, (M) 9832522074. (C/111654)

বিক্রয়

Domestic Land Sale Near Airport More Market, Bagdogra. Cont. : 9749384330. (C/111542)

কর্মখালি

An educational gaint required teacher, accountant, MKT. officer & abacus trainer Sal- 10K-25K (Exp. Pref.). For details - 9474043664/www.misexam.con (C/111655)

Job Vacancy

দাগাপুর বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ১জন সেলাইয়ে দক্ষ কর্মক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তি সত্বর প্রয়োজন। ন্যূনতম ৩ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। যে কোনও স্বনামধন্য কলেজ থেকে সেলাইয়ের উপর ডিপ্লোমা থাকা প্রয়োজন। বায়োডাটা পাঠান - niswarth123@gmail.com (C/111541)

রিসর্টে হানা দিল হাতি

চালসা, ২১ জুলাই : বেসরকারি রিসর্টে ঢুকে বুনো হাতি বহু গাছ নষ্ট করল। শনিবার রাত প্রায় দেড়টা নাগাদ মেটেলি ব্লকের মঙ্গলবাড়ি সংলগ্ন পানঝোরা জঙ্গল থেকে একটি বুনো হাতি বেরিয়ে ওই রিসর্টে হানাদারি চালায়।

হাতিটিকে দেখে রিসর্টটির কর্মীরা চিৎকার-চ্যাঁচামেচি শুরু করে দেন। তবে পর্যটকরা খুব খুশি হন। তাঁরা ঘর থেকে বারান্দায় বেরিয়ে এসে হাতি দেখে ক্যামেরাবন্দি করতে থাকেন। ভোর ৪টা নাগাদ হাতিটি রিসর্ট থেকে বেরিয়ে পানঝোরা জঙ্গলে চলে যায়। লাগাতার মঙ্গলবাড়ি বস্তি এলাকায় হাতির হানা হচ্ছে। হাতিতে গত কয়েকদিনে বেশ কয়েকটি বাড়ি সহ দোকান ভেঙেছে। হাতির হানা রুখতে বাসিন্দারা এলাকায় লাগাতার টহলদারির দাবি করেছেন।

তপ্ত দুপুরে শরীর জুড়োতে চিলাপাতায় 'জলকেলি'। রবিবার আলিপুরদুয়ারে। ছবি ঃ আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

কাজ বন্ধের হুমকি বাগানে

জলপাইগুড়ি, ২১ জুলাই : টি বোর্ডের ৩০ নভেম্বর কাঁচা চা পাতা উত্তোলনের আদেশনামা কার্যকর হলে ছোট চা বাগানগুলির পরিচালন কর্তৃপক্ষ জানুয়ারি থেকে মার্চ মাস পর্যন্ত কাজ বন্ধ রাখতে বাধ্য হবে। কাজ বন্ধ হলে উত্তরবঙ্গের ৫০ হাজার ক্ষুদ্র চা বাগানের শ্রমিকদের মজুরি পাওয়া অসম্ভব হয়ে পড়বে। জলপাইগুড়ি জেলা ক্ষুদ্র চা চাষি সমিতির সাধারণ সম্পাদক বিজয়গোপাল চক্রবর্তী ক্ষুদ্র চা বাগানের পরিচালন গোষ্ঠীর এই অবস্থানের কথা জানিয়েছেন।

টি বোর্ডের সাম্প্রতিক আদেশনামায় ৩০ নভেম্বর কাঁচা চা পাতার তোলার শেষ দিন হিসাবে ধার্য করবার বিষয়টি ক্ষুদ্র চা চাষিরা ভালোভাবে গ্রহণ করেননি। উত্তর দিনাজপুর স্মল টি গ্রোয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন এবং জলপাইগুড়ি জেলা ক্ষুদ্র চা চাষি সমিতির পক্ষ থেকে পরিসংখ্যান দিয়ে দাবি করা হয়েছে, এই সিদ্ধান্ত চা শিল্পের পক্ষে ক্ষতিকারক। উত্তর দিনাজপুর স্মল টি গ্রোয়ার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক দেবাশিস পাল বলেন, 'এটা ঘটনা যে কয়েকটি চা ফ্যাক্টরি অসম থেকে চায়ের বর্জ্য এনে চা তৈরি করছে। যার গুণগত মান ভালো নয়। টি বোর্ডের নজরদারি থাকা সত্ত্বেও এ ব্যাপারে কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি।'

বিজয়গোপাল বলেন, 'কোনও কোনও মহল থেকে বলা হচ্ছে চায়ের দাম বৃদ্ধি পাবে টি বোর্ডের ঘোষণায়।' বর্তমানে ভরা মরশুমেও চায়ের উৎপাদন কম। কাঁচা চা পাতার দাম হওয়া উচিত ৩৫ টাকা কেজি। বাস্তবে তার থেকে অনেক কম দাম মিলছে। বিজয়গোপালের কথায়, 'এই সিদ্ধান্তে টি বোর্ড অনড় থাকলে আমরাও আমাদের সিদ্ধান্তে অনড়। জানুয়ারি থেকে মার্চ মাস পর্যন্ত কাঁচা চা পাতার উৎপাদন হবে না।'

ক্ষুদ্র চা চাষিদের বক্তব্য, আবহাওয়ার পরিবর্তন হলে ডিসেম্বর মাসের ১৫ তারিখ পর্যন্ত যে চা পাতা পাওয়া যাবে তার গুণগত মান ভালো হবে। এই কাঁচা চা পাতা বিক্রি করে ক্ষুদ্র চা চাষিরা প্রুনিং এবং ক্ষুদ্র সেচের ব্যবস্থা করতে পারবেন।

বার্ষিক সাধারণ সভা

আলিপুরদুয়ার, ২১ জুলাই : রবিবার আলিপুরদুয়ার নীলকান্ত মুখার্জি ওয়েলফেয়ার সোসাইটির উদ্যোগে বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হল।

জানা যায়, এদিন শহরের কলেজ হল্ট এলাকার একটি বেসরকারি ভবনে এই সভার আয়োজন করা হয়। এটি সংগঠনের ষষ্ঠ বার্ষিক সাধারণ সভা।

এদিন সভায় সংগঠনের ২৬ জনের নতুন এগজিকিউটিভ কমিটি তৈরি করা হয়েছে। সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন ডঃ দেবকুমার মুখোপাধ্যায়, সম্পাদক হয়েছেন যথাক্রমে বিপ্লব মজুমদার ও বিমল দত্ত এবং কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হয়েছেন বরুণকান্তি পাল। এদিন সভাতে আগামীদিনে সংগঠনের পক্ষ থেকে কী কী কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে সেইসমস্ত বিষয় নিয়ে আলোচনাও করা হয়।

হাতি তাড়াতে গিয়ে গুলিবিদ্ধ বনকর্মী

রাজু সাহা

শামুকতলা, ২১ জুলাই : হাতি তাড়াতে গিয়ে গুলিতে জখম হলেন এক বনকর্মী। শনিবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের জঙ্গল লাগোয়া শামুকতলা থানার উত্তর পারোকাটা গ্রামে। জখম সেই বনকর্মীর নাম দিলীপ মঙ্গর। আপাতত শিলিগুড়িতে তাঁর চিকিৎসা চলছে। বনকর্তাদের দাবি, দিলীপের নিজের বন্দুক থেকেই গুলি বেরিয়ে জখম হয়েছেন তিনি। ওই বনকর্মীর পায়ে গুলি লেগেছে।

বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের (পূর্ব) উপক্ষেত্র আধিকারিক দেবাশিস শর্মা বলেন, 'ডিউটি চলাকালীন আচমকাই দিলীপের বন্দুক থেকে গুলি বেরিয়ে আসে। সেই গুলি পায়ে লেগে তিনি জখম হয়েছেন। তাঁর চিকিৎসার যাবতীয় ব্যবস্থা করা হয়েছে। বর্তমানে তাঁর শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল রয়েছে। এই ঘটনার পর প্রতিটি রেঞ্জের বনকর্মীদের বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করে ডিউটি করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।'

কী ঘটেছিল শনিবার রাতে? বনকর্মীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, গ্রামে বুনো হাতি ঢুকেছে খবর পেয়ে বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের কামাখ্যাগুড়ি মোবাইল রেঞ্জের বনকর্মীরা হাতি তাড়াতে যান। হাতিকে জঙ্গলমুখো করার সময়ই সেই বনকর্মী পা পিছলে পড়ে যান। সেই সময় হাতে থাকা বন্দুকে চাপ লেগে গুলি বেরিয়ে আসে। তাতেই তিনি জখম হয়েছেন।

জখম সেই বনকর্মীকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য প্রথমে আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। সেখান থেকে পরে তাঁকে শিলিগুড়িতে একটি নার্সিংহোমে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

বন দপ্তরের কর্তারা জানিয়েছেন, বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের জঙ্গল থেকে বেরিয়ে দুটি হাতি শনিবার রাতে ছিপড়া এবং উত্তর পারোকাটা এলাকায় হানা দেয়। খবর পেয়ে কামাখ্যাগুড়ি মোবাইল রেঞ্জ এবং সাউথ রায়ডাক রেঞ্জের অন্তর্গত নারারথলি বিটের বনকর্মীরা ওই এলাকায় ডিউটি করতে পৌঁছান রাতে। ঘণ্টাখানেকের প্রচেষ্টায় প্রথমে বনকর্মীরা হাতিগুলিকে জঙ্গলমুখী করার সময়ই এই দুর্ঘটনাটি ঘটে। বনকর্মীর ব্যবহৃত বন্দুক থেকে এভাবে গুলি বেরিয়ে আসার ঘটনায় উদ্বেগ ছড়িয়েছে বনকর্তাদের মধ্যে। এই ঘটনার পরেই বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের শীর্ষস্থানীয় আধিকারিকরা সবাইকে সাবধানতার সঙ্গে ডিউটি করার পরামর্শ দিয়েছেন।

প্রোফেসর তন্দ্রাশ্রী (Triple স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত)

গ্যারান্টি সহ ভবিষ্যবাণী এবং প্রতিকারে চ্যালেঞ্জিং যে কোনও সমস্যার সমাধানে সিদ্ধহস্ত এবং বাস্তুশাস্ত্রে অভিজ্ঞ।
প্রতি ইং মাসের ২২-৩১ হিলকার্ট রোড
১-৫ সিটি সেন্টার, ৬-৮ মালবাজার
RATNA BHANDAR Jewellers
77193 71978

আজ টিভিতে

ইন্দ্রাণী আরও একবার **কালার্স বাংলার** পর্দায়। সোম থেকে রবি বিকেল ৫টায়।

ধারাবাহিক

জি বাংলা : বিকেল ৪.৩০ রন্ধনে বন্ধন, ৫.০০ দিদি নাম্বার ১, সন্ধ্যা ৬.০০ পুবের ময়না, ৬.৩০ কে প্রথম কাছে এসেছি, ৭.০০ জগদ্ধাত্রী, ৭.৩০ ফুলকি, রাত ৮.০০ নিমফুলের মধু, ৮.৩০ কোন গোপনে মন ভেসেছে, ৯.০০ ডায়মন্ড দিদি জিন্দাবাদ, ৯.৩০ মিঠিঝোরা, ১০.১৫ মালা বদল

স্টার জলসা : বিকেল ৫.৩০ তুমি আশেপাশে থাকলে, সন্ধ্যা ৬.০০ তোমাদের রাণী, ৬.৩০ গীতা এলএলবি, ৭.০০ কথা, ৭.৩০ বঁধুয়া, রাত ৮.০০ উড়ান, ৮.৩০ রোশনাই, ৯.০০ শুভ বিবাহ, ৯.৩০ অনুরাগের ছোঁয়া, ১০.০০ হরগৌরী পাইস হোটেল, ১০.৩০ চিনি

কালার্স বাংলা : বিকেল ৫.০০ ইন্দ্রাণী, সন্ধ্যা ৬.০০ রাম কৃষ্ণা, ৭.০০ সোহাগ চাঁদ, ৭.৩০ ফেরারি মন, ৮.০০ শিবশক্তি, ৯.০০ স্বপ্নডানা

আকাশ আট : সন্ধ্যা ৬.০০ আকাশ বার্তা, ৭.০০ স্বয়ংসিদ্ধা, ৭.৩০ সাহিত্যের সেরা সময়-যার যেথা ঘর, রাত ৮.০০ পুলিশ ফাইলস, রাত ৯.৩০ আকাশে সুপারস্টার

শুরু হচ্ছে **বিধিলিপি** বিকেল ৩টায়।

ভালোবাসার লুকোচুরি বিকেল সাড়ে ৩টায়। দুটো ধারাবাহিকই সোম থেকে শনি দেখা যাবে **জি বাংলায়**।

সান বাংলা : সন্ধ্যা ৬.৩০ মঙ্গলময়ী মা শীতলা, ৭.০০ সাথী, ৭.৩০ আকাশ কুসুম, রাত ৮.০০ দ্বিতীয় বসন্ত, ৮.৩০ কনস্টেবল মঞ্জু

সিনেমা

জি বাংলা সিনেমা : দুপুর ১২.০০ প্রাণের স্বামী, দুপুর ২.৪০ জীবনযুদ্ধ, বিকেল ৪.৫০ চৌধুরী পরিবার, সন্ধ্যা ৭.৪০ বাবা তারকনাথ, রাত ১০.৩০ সুবর্ণলতা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ মান মর্যাদা, দুপুর ১.০০ বিধিলিপি, বিকেল ৪.০০ দুজনে, সন্ধ্যা ৭.০০ দাদাঠাকুর, রাত ১০.০০ মহাগুরু

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.০০ কিরণমালা, দুপুর ১.০০ সন্তান, বিকেল ৩.৪৫ সংঘর্ষ, সন্ধ্যা ৭.১০ হারজিৎ, রাত ১০.০৫ সহজপাঠের গপ্পো

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ সংঘর্ষ

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ নবাবনন্দিনী

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ জোড়াদিঘির চৌধুরী পরিবার

জলসা মুভিজে রাত ১০.০৫ মিনিটে **সহজপাঠের গপ্পো।**

অবহেলায় উইল্ডারনেস ক্যাম্প

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ২১ জুলাই : করোনাকালে বন্ধ হয়ে যাওয়া ডুয়ার্সের চালসার পানঝোরার চাপড়ামারি উইল্ডারনেস ক্যাম্প আজও চালু হয়নি। এটির আওতাধীন চারটি কটেজ। তার ভিতরে থাকা আসবাবপত্র থেকে শুরু করে সোলার ও জেনারেটর ব্যবস্থার সবকিছুই নষ্ট হয়ে গিয়েছে। মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে মোড়া চালসার এই সরকারি ইকো পর্যটনকেন্দ্রটি দ্রুত চালু করার দাবি তুলেছে স্থানীয় যৌথ বন পরিচালন কমিটি। দিনকয়েক আগেই গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগের ডিএফও দ্বিজপ্রতিম সেন ঘটনাস্থলে যান এবং ওই কমিটির সঙ্গে বৈঠক করে কেন্দ্রটি চালু করার ব্যাপারে আশ্বাস দিয়েছেন। তাঁর কথায়, 'আমি সম্প্রতি পানঝোরার এই কেন্দ্রে পরিদর্শন করে এসেছি। কর্মী ও কমিটির সঙ্গে এর সংস্কারকাজ নিয়ে আলোচনা করেছি। রাজ্য বন দপ্তরে ইতিমধ্যেই প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে।'

ডুয়ার্সের পানঝোরার চাপড়ামারি উইল্ডারনেস ক্যাম্পের কটেজ।

একসময় পর্যটকদের অন্যতম আকর্ষণ ছিল চাপড়ামারি উইল্ডারনেস ক্যাম্প। জঙ্গল লাগোয়া হওয়ায় প্রায়শই এখানে হাতি সহ অন্যান্য বন্যপ্রাণের দেখা মিলত। এটি পুনরায় খোলার ব্যাপারে বন দপ্তরের তৎপরতা শুরু হওয়ার খবরে খুশির মহল তৈরি হয়েছে পানঝোরা বনবস্তিজুড়ে। এপ্রসঙ্গে স্থানীয় ইকো ডেভেলপমেন্ট কমিটির সম্পাদক অমৃত ছেত্রী বলেন, '২০০৫ সালে বন বিভাগ এই ক্যাম্পটি তৈরি করে। বহু পর্যটক এখানে আসতেন। তারপর অতিমারি আসায় এটি একেবারেই বন্ধ হয়ে যায়। লকডাউনের পর যখন পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয় ততদিনে পর্যটনকেন্দ্রটির পরিকাঠামো একেবারে নষ্ট হয়ে গিয়েছে।' আজও পর্যটকরা আমাকে ফোন করে জানতে চান এটি কবে চালু হবে? বুকিং কীভাবে করব? ইত্যাদি।

তবে তাঁরা আশার আলো দেখছেন কারণ জেএফএমসি এবং ইডিসি কমিটির তরফে বন দপ্তরে এটি চালুর দাবি জানানোর পর ডিএফও এলাকা পরিদর্শনে এসেছিলেন। পাহাড়ের ঢালে অবহেলায় পড়ে থেকে ক্যাম্পটি যেন ক্ষুধিতপাষাণ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। চাপড়ামারি উইল্ডারনেস ক্যাম্পের এক কর্মী সঞ্জিত রাই বলেন, 'এটি পুনরায় চালু হচ্ছে শুনেছি। আমরা এই পানঝোরা বনবস্তির প্রায় ৫০ জন এখানে কাজ করতাম। এখন কাজ নেই। অনেক কষ্টে সংসার চালাতে হচ্ছে। এটি ফের চালু হলে আমাদের কর্মসংস্থান হবে।'

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষঃ ব্যবসা নিয়ে নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ। মায়ের শরীর নিয়ে চিন্তা কাটবে। **বৃষঃ** আজ মেজাজ গরম করে কোনও কাজ নষ্ট করে ফেলবেন। দাঁতের যন্ত্রণায় ভোগান্তি। **মিথুনঃ** ভাইয়ের সঙ্গে বিবাদ মিটে যাওয়ায় স্বস্তি। উদাসীনতায় হওয়া কাজ হাতছাড়া হবে। **কর্কটঃ** দূরের কোনও প্রিয়জনের সুসংবাদ পেয়ে খুশি। নিজের ভুলকে আজ স্বীকার করুন। **সিংহঃ** মেয়ের পরীক্ষার ফলে আনন্দ। পথে চলতে সতর্ক থাকুন। প্রেমে শুভ। **কন্যাঃ** সাহিত্যিক, সংগীতশিল্পীরা আজ নতুন কোনও সুযোগ পেতে পারেন। কোমর ও পিঠের ব্যথা ভোগাবে। **তুলাঃ** আজ কোনও নতুন ব্যবসা শুরু করার পরিকল্পনা সার্থক হবে। রাজনীতির বিতর্কে গিয়ে সমস্যা। **বৃশ্চিকঃ** কারও সঙ্গে বিতর্কে যাবেন না। প্রিয় বন্ধুর কাছ থেকে উপহারপ্রাপ্তি। **ধনুঃ** বেশি খেয়ে শারীরিক সমস্যা। বিপন্ন কোনও ব্যক্তির পাশে দাঁড়িয়ে মানসিক তৃপ্তি। **মকরঃ** কোনও অসৎ ব্যক্তির জন্যে ঝামেলায় পড়তে পারেন। প্রেমের সঙ্গীকে সময় না দিলে সমস্যা। **কুম্ভঃ** আজ কাজের চাপ হঠাৎ বাড়বে। পরিবারের সঙ্গে দিনের শেষভাগ কাটিয়ে আনন্দলাভ। **মীনঃ** সংসারে পুজোর উদ্যোগ গ্রহণ। নতুন কোনও কাজ হাতে আসবে। আগুন থেকে সাবধান।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে আজ ৬ শ্রাবণ ১৪৩১, ২২ জুলাই ২০২৪, ভাঃ ৩১ আষাঢ়, ৬ শাওন, সংবৎ ১ শ্রাবণ বদি, ১৫ মহরম। সূঃ উঃ ৫।৬, অঃ ৬।২২। সোমবার, প্রতিপদ দিবা ২।৪১। শ্রবণানক্ষত্র রাত্রি ১২।৫৭। প্রীতিযোগ রাত্রি ৯।৫। কৌলবকরণ দিবা ২।৪১ গতে তৈতিলকরণ রাত্রি ১।৪৪ গতে গরকরণ। জন্মে- মকররাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী বৃহস্পতির ও বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা, রাত্রি ১২।৫৭ গতে রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী রাহুর ও বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা। মৃতে-দোষ নাই, দিবা ২।৪১ গতে একপাদদোষ। যোগিনী-পূর্বে, দিবা ২।৪১ গতে উত্তরে। কালবেলাদি ৬।৪৬ গতে ৮।২৫ মধ্যে ও ৩।৩ গতে ৪।৪২ মধ্যে। কালরাত্রি ১০।২৩ গতে ১।৪৪ মধ্যে। যাত্রা-শুভ পূর্বে নিষেধ, দিবা ১১।৫ গতে উত্তরেও নিষেধ, ২।৪১ গতে মাত্র পূর্বে নিষেধ। শুভকর্ম-গাত্রহরিদ্রা অব্যূঢ়ান্ন নামকরণ শান্তিস্বস্ত্যয়ন বাহন ক্রয়বিক্রয় কম্পিউটার নির্মাণ ও চালন, দিবা ২।৪১ গতে হলপ্রবাহ বীজবপন। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)-প্রতিপদের একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন এবং দ্বিতীয়ার সপিণ্ডন। অদ্য হইতে পূর্ণিমা পর্যন্ত শ্রীশ্রীতারকেশ্বরধামে শ্রাবণীমেলা আরম্ভ। অমৃতযোগ-দিবা ৬।৫৮ মধ্যে ও ১০।২৪ গতে ১২।৫৮ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।৫২ গতে ৯।৫ মধ্যে ও ১১।১৯ গতে ২।১৭ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ-দিবা ৩।৩৩ গতে ৫।১৬ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

স্বামী প্রতিবাদ করায় স্ত্রীকে নির্যাতন

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২১ জুলাই : অপরাধ, স্বামী অবৈধ নির্মাণের প্রতিবাদ করেছিলেন। সেজন্য স্ত্রীকে শারীরিক নির্যাতনের শিকার হতে হয়। বাড়ির দেওয়াল ঘেঁষে প্রতিবেশীর নির্মাণকাজ চলছিল। তিনি সেটা দেখতে পেয়ে প্রতিবাদ করেন। এরপরই প্রতিবেশী একরার আহমেদ এবং ইজাজ আহমেদ পুরনিগমের এক কর্মীর বাড়িতে হামলা চালায়। তাঁর স্ত্রীকে শারীরিক নির্যাতন করা হয় বলে অভিযোগ। এখানেই সমস্যা শেষ নয়। রবিবার সকাল থেকে বারবার ঢিল ছোড়া হচ্ছিল বলে অভিযোগ। শনিবার রাতের এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৬ নম্বর ওয়ার্ডের ডাঙ্গিপাড়ায় শোরগোল পড়ে যায়। প্রতিবাদী ব্যক্তি শিলিগুড়ি পুরনিগমের কর্মী।

শনিবার কী ঘটেছিল? ওই ব্যক্তির কথায়, 'রাতে কাজ থেকে বাড়ি ফিরেছিলাম। ফেরার পরে দেখি, আমাদের দেওয়াল ঘেঁষে নির্মাণকাজ চালানো হচ্ছে। আমি দেখেই এর প্রতিবাদ শুরু করি। যদিও ওরা কাজ থামায়নি। এরপর আমি ঘরে চলে আসি।' তাঁর অভিযোগ, এরপর একরার এবং ইজাজ তাঁর বাড়িতে ঢুকে পড়ে। বললেন, 'সেসময় ঘরে আমার ছেলে, মা ছিল। ওদের আটকাতে গেলে আমার স্ত্রীর ওপর ওরা চড়াও হয়। স্ত্রীকে শারীরিক নির্যাতন করে। শরীরে গুরুতর চোট পায় স্ত্রী। এরপর আমি স্ত্রীকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যাই।' এদিকে, পরে অভিযোগ দায়েরের পর পুলিশ এসে ঘুরে গেলেও দুই অভিযুক্তের তাণ্ডব শেষ হয়নি বলে অভিযোগ পুরকর্মীর। তাঁর অভিযোগ, 'বাড়িতে সমানে ওরা ঢিল মেরে যাচ্ছে।'

ওই ব্যক্তি জানান, শনিবার রাতেই থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। এদিকে, বিষয়টা কানে গিয়েছে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড কাউন্সিলার তথা ২ নম্বর বরো চেয়ারম্যান মহম্মদ আলম খানের। আলমের বক্তব্য, 'ওই ব্যক্তি পুরনিগমের কর্মী। মারধরের ঘটনা শুনেছি। উনি থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন। তবে আমি বর্তমানে কলকাতায় রয়েছি, ফিরে গোটা বিষয়টা দেখছি।'

তবে গোটা ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অভিযুক্ত একরার এবং ইজাজের সঙ্গে কোনওভাবে যোগাযোগ করা যায়নি। ফলে তাঁদের কোনও মন্তব্য মেলেনি। পালটা কোনও অভিযোগও দায়ের হয়নি বলে খালপাড়া ফাঁড়ি সূত্রে জানা গিয়েছে।

নেপথ্যে অবৈধ নির্মাণ

- বাড়ি ঘেঁষে নির্মাণকাজ চলছিল বলে অভিযোগ পুরনিগমের কর্মীর
- প্রতিবাদ করায় বাড়িতে ঢুকে স্ত্রীকে শারীরিক নির্যাতনের অভিযোগ ওঠে দুই প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে
- শনিবার রাতেই লিখিত অভিযোগ দায়ের থানায়
- রবিবার সকালে আবার বাড়িতে ঢিল ছোড়া হয়

মার্কিনি ধাঁচে হুপ কারে বাস্কেটবল প্রশিক্ষণ

পারমিতা রায়

শিলিগুড়ি, ২১ জুলাই : প্রতি রবিবার শিলিগুড়ি সংলগ্ন বেশ কয়েকটি গ্রামে পৌঁছে যান গোবিন্দ। শুধু গ্রাম নয়, বিভিন্ন শপিং মলের সামনেও তাঁর দেখা মেলে। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরে বাস্কেটবলের বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছেন গোবিন্দ শর্মা। কয়েকদিন আগে 'ন্যাশনাল ক্রিয়েটর্স অ্যাওয়ার্ড'-এ তাঁর উজ্জ্বল উপস্থিতি লক্ষ করা গিয়েছিল। ইতিমধ্যেই তিনি 'হুপ কার' তৈরি করে বাচ্চাদের বাস্কেটবল শেখানোর জন্য বিভিন্ন জায়গায় প্রশংসিত। শিলিগুড়িতে সম্ভবত তিনিই প্রথম কোচিং সেন্টার খুলে বিনামূল্যে দুঃস্থ শিশুদের বাস্কেটবল শেখাচ্ছেন। উল্লেখ্য, এই ধরনের হুপ কার আমেরিকায় বেশ জনপ্রিয়।

প্রতি রবিবার নিজের হুপ কার নিয়ে বেরিয়ে পড়েন গোবিন্দ। কখনও নকশালবাড়ি, কখনও ফকদইবাড়ি। বিভিন্ন গ্রামে গিয়ে বাস্কেটবল সম্পর্কে বাচ্চাদের জানিয়েছেন তিনি। তাঁরা শেখেন, শেখান। উৎসাহ দেন। তাঁর এই উদ্যোগে শিলিগুড়ি ট্রাফিক পুলিশও সহায়তা করে বলে জানিয়েছেন শিলিগুড়ির খোলাচাঁদ ফাঁপড়ির বাসিন্দা গোবিন্দ।

বাবা কর্মসূত্রে জম্মু ও কাশ্মীর, দিল্লি সহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে থেকেছেন। তাই গোবিন্দর ছোটবেলা থেকে বিভিন্ন জায়গায় থাকার অভিজ্ঞতা রয়েছে। সেই সমস্ত রাজ্যের হয়ে একাধিকবার খেলেছেন তিনি। পেয়েছেন সেরার শিরোপাও। যারা বাস্কেটবল জগতে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করতে চায়, কিন্তু জানে না কীভাবে তা করবে তাদের জন্য এবং দুঃস্থ শিশুদের শেখাতে এগিয়ে এসেছেন তিনি। বর্তমানে তাঁর সংস্থায় বহু ছেলেমেয়ে বিনামূল্যে বাস্কেটবল শিখছে।

ফ্রান্স, কাতার, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর সহ বিভিন্ন দেশে বাস্কেটবল খেলেছেন গোবিন্দ। তাঁর বানানো হুপ কারের ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হতেই ন্যাশনাল ক্রিয়েটর্স অ্যাওয়ার্ডের জন্য আমন্ত্রণ পান তিনি। সেখানে পুরস্কার হাতে না পেলেও তাঁর কাজের জন্য তিনি প্রশংসিত হয়েছেন। চোখের সামনে দেশের প্রধানমন্ত্রী সহ এত খ্যাতনামা ব্যক্তিকে দেখতে পাওয়া তাঁর জীবনের অনবদ্য স্মৃতি বলে জানাচ্ছেন তিনি।

গোবিন্দ বলছেন, 'উত্তরবঙ্গে বাস্কেটবল শেখার জায়গার অভাব রয়েছে। অনেকে খেলতে চায়, শিখতে চায়। তবে কীভাবে খেলবে, কিংবা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবে সেই সম্পর্কে জানা নেই। আমি সেই সমস্ত ইচ্ছুককে একটু উৎসাহ দিতে পারি।' তাঁর ইচ্ছে, 'আর্থিক অনটনের কারণে কিংবা সুযোগের অভাবে যাতে কোনও প্রতিভাবান ছেলেমেয়ে পিছিয়ে না থাকে, সেই ব্যবস্থা করা।'

এখনও পর্যন্ত ৫০০-র বেশি বাচ্চাকে হুপ কারের মাধ্যমে বাস্কেটবল শিখিয়েছেন তিনি। তাঁর কাছে প্রশিক্ষণ নিয়ে হেমন্ত ছাউনাহে ন্যাশনাল খেলেছে। পশ্চিমবঙ্গের হয়ে দু'মাস আগেই অনূর্ধ্ব ১৭ দলে অংশ নিয়েছিল হেমন্ত। হুপ কার নিয়ে আরও ছেলেমেয়েদের কাছে পৌঁছানোই গোবিন্দর স্বপ্ন।

হুপ কারের সঙ্গে গোবিন্দ শর্মা। শিলিগুড়িতে।

এশিয়ান হাইওয়ের বেহাল অবস্থা। রবিবার।

রোজ দুর্ঘটনা, দ্রুত সংস্কার দাবি

এশিয়ান হাইওয়ের গর্তে বিপদের শঙ্কা

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২১ জুলাই : সামান্য বৃষ্টিতেই বেহাল হয়ে পড়েছে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের সামনের এশিয়ান হাইওয়ে। উত্তর-পূর্ব ভারতের অন্যান্য রাজ্যের সঙ্গে সড়ক যোগাযোগের মাধ্যম হিসাবে এই রাস্তার গুরুত্ব অপরিসীম। দিনরাত প্রচুর পণ্যবাহী লরি, যাত্রীবাহী বাস থেকে শুরু করে টোটো, অটো এবং অন্যান্য যানবাহন এই পথ দিয়ে চলাচল করে। অথচ রাস্তাটি বেহাল হয়ে পড়ায় দুর্ঘটনা ঘটছে প্রায়ই। রোগী নিয়ে মেডিকেলে যাতায়াত করতে গিয়ে সমস্যায় পড়ছে অ্যাম্বুল্যান্সও।

সম্প্রতি একটি গর্ত পাশ কাটাতে গিয়ে সেনাবাহিনীর গাড়ি উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের এক চিকিৎসকের গাড়িতে ধাক্কা মারে। চিকিৎসকের চোট তেমন গুরুতর না হলেও গাড়িটির ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। এশিয়ান হাইওয়ে-২'এর এক আধিকারিক বলছেন, 'অনেক জায়গা ভেঙেছে টানা বৃষ্টির জেরে। তবে সংস্কার শুরু হয়েছে। এই সপ্তাহের মধ্যেই ফুলবাড়ি পর্যন্ত রাস্তার ভাঙা অংশ মেরামত করা হবে।'

শিলিগুড়ির ব্যস্ত রাস্তাগুলির অন্যতম এশিয়ান হাইওয়ে-২। নেপাল থেকে খড়িবাড়ি ব্লকের পানিট্যাঙ্কি, নকশালবাড়ির রথখোলা, বাগডোগরা, শিবমন্দির, উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ, নৌকাঘাট হয়ে ফুলবাড়ি মোড় দিয়ে বাংলাদেশ সীমান্তে গিয়েছে রাস্তাটি। অভিযোগ, কদমতলা বিএসএফ ছাউনি থেকে শুরু করে মেডিকেল হয়ে নৌকাঘাট পর্যন্ত রাস্তাটি তৈরির পর থেকে ভাঙতে শুরু করেছে। গত কয়েকবছরে মাঝেমধ্যেই সংস্কার করতে হয়েছে। শিলিগুড়ি থেকে নিয়মিত মেডিকেলে প্রচুর চিকিৎসক যাতায়াত করেন। তাঁদের অনেকেই বলছেন, 'সারাবছর রাস্তায় তাপ্পি মারতে দেখা যায়। একদিকে তৈরি করছে, অন্যদিকে ভাঙছে। এরই মধ্যে আবার গত দু'আড়াই মাস ধরে বড় বড় গর্ত তৈরি হয়েছে। একটু বৃষ্টি হলে সেখানে জল জমে। ফলে যাতায়াতে ভীষণ সমস্যা হয়।'

শোচনীয় দশা

- কদমতলা বিএসএফ ছাউনি থেকে মেডিকেল হয়ে নৌকাঘাট পর্যন্ত রাস্তা ক্ষতিগ্রস্ত
- সারাবছরই নাকি তাপ্পি মারতে দেখা যায়
- গত দু'আড়াই মাস ধরে তৈরি হয়েছে বড় বড় গর্ত
- সামান্য বৃষ্টি হলে জল জমে, যাতায়াতে সমস্যা
- রাতে যানজট বাড়ে, অ্যাম্বুল্যান্স চলাচলে আরও সমস্যা হয়

কাওয়াখালির বাসিন্দা সুবোধ বিশ্বাসের অভিযোগ, 'গর্তে গাড়ির চাকা পড়ে নিয়ন্ত্রণ হারায়। টোটো, অটোগুলোর ক্ষতি হচ্ছে বেশি। অবিলম্বে রাস্তা সংস্কার হওয়া উচিত।' সুবোধের সঙ্গে সহমত অনীতা দাস, রতন পাল সহ অন্যরা। এদিন এলাকায় গিয়ে দেখা গেল, নৌকাঘাট মোড় থেকে শুরু করে মেডিকেল হয়ে কদমতলা পর্যন্ত গোটা রাস্তায় বড় বড় গর্ত। সেগুলো এড়িয়ে খুব ধীরে চলাচল করছে গাড়ি। স্বাভাবিকভাবে যানজট তৈরি হয়।

মেডিকেলের চিকিৎসক ডাঃ উদয়ন মজুমদার গাড়ি নিয়ে শিলিগুড়ি থেকে কর্মস্থলে যান। তাঁর অভিজ্ঞতা, 'আমরা প্রাণ হাতে নিয়ে ডিউটিতে যাই। গাড়িগুলো কখন কোন দিকে উলটে যাবে, বোঝা যায় না। আগে এই রাস্তা মেরামত হতে দেখতাম, এখন সেটাও হচ্ছে না।' রাস্তার বর্তমান পরিস্থিতিতে ভোগান্তি ট্রাফিক পুলিশেরও।

কাওয়াখালিতে কর্মরত এক ট্রাফিক পুলিশ আধিকারিকের বক্তব্য, 'প্রতিদিন যানজট হচ্ছে। মাঝেমধ্যেই ছোট গাড়িগুলি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। রাতের দিকে যানজট আরও বেড়ে যাওয়ায় অ্যাম্বুল্যান্স চলাচলে অসুবিধা হয়।' তাঁর আশঙ্কা, দ্রুত মেরামত না হলে পরিস্থিতি আরও জটিল হবে।

মাটিগাড়ায় ডেঙ্গি আক্রান্ত

বাগডোগরা, ২১ জুলাই : মাটিগাড়া ব্লকে ডেঙ্গি আক্রান্তের সংখ্যা ক্রমাগত বাড়ছে। রবিবারও নতুন করে মোহরগাঁও গুলমার লিম্বু বস্তিতে একজন ডেঙ্গি আক্রান্তের খবর মিলেছে। মাটিগাড়ার বিডিও বিশ্বজিৎ দাস বলেন, একজনের রক্তে ডেঙ্গির সংক্রমণ ধরা পড়ার পরও তাঁর খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না। শেষ অবধি জিএসটি সদস্যরা তাঁর খোঁজ পান। আক্রান্তের বাড়ি মোহরগাঁও গুলমার লিম্বু বস্তিতে। এনিয়ে চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে এখন পর্যন্ত মাটিগাড়া ব্লকে মোট ৪২ জন ডেঙ্গিতে আক্রান্ত হয়েছেন।

ডেঙ্গির প্রকোপ রোধে মাটিগাড়া ব্লক প্রশাসন ব্যাপক সচেতনতামূলক প্রচার কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। তাতে কন্যাশ্রী ছাত্রী ও স্বাস্থ্যকর্মীদের নিয়ে ব্লকের গ্রামগুলিতে প্রচারপত্র বিলি, মাইকিং করে ও বাড়ি বাড়ি গিয়ে জমা জলে মশা বংশবৃদ্ধি করছে কি না তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। প্রয়োজনে সেগুলি নষ্ট করা হচ্ছে।

ঘরে ফিরলেন শাহবাজ

চোপড়া, ২১ জুলাই : বাংলাদেশের বিভিন্ন মেডিকেল কলেজে পাঠরত চোপড়ার পড়ুয়াদের মধ্যে রবিবার বাড়ি ফিরে এলেন দাসপাড়ার শাহবাজ হুসেন। ঘিরনিগাঁওয়ের আরেক ছাত্রী ত্রিপুরা সীমান্ত দিয়ে এদিনই দেশে পৌঁছেছেন। তবে ঢাকার গুলশানে থাকা মেডিকেল পড়ুয়া সোহেল ইজাজের সঙ্গে রবিবার পর্যন্ত তাঁর মা-বাবা যোগাযোগ করতে না পেরে এখনও উদ্বেগে রয়েছেন। সোহেল বর্তমান যে মেডিকেল কলেজে পড়ছেন সেখানেই তিনি চিকিৎসক হিসাবে নিযুক্ত রয়েছেন। ব্লক প্রশাসন থেকে এদিন সোহেলের বাবা-মায়ের সঙ্গে যোগাযোগ করে আশ্বস্ত করা হয়েছে। শাহবাজ শনিবারেই বিমানে কলকাতা পৌঁছান। এদিন সকালে গ্রামে ফিরেও চোখেমুখে আতঙ্কের ছাপ কাটেনি। তিনি জানান, মেডিকেল কলেজের শিক্ষকরা বিদেশি পড়ুয়াদের দেশে পাঠানোর ব্যাপারে ভীষণই সহযোগিতা করেছিলেন। তাঁরাই অ্যাম্বুল্যান্সে বিদেশি পড়ুয়াদের শুক্রবার বিমানবন্দরে পৌঁছে দিয়েছেন।

পুরমন্ত্রীর কুশপুতুল দাহ

বাগডোগরা, ২১ জুলাই : রাজ্যের পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের কুশপুতুল পোড়াল বিজেপি। পদ্মের দাবি, ফিরহাদ 'হিন্দু বিরোধী' মন্তব্য করেছেন। দলের লোয়ার বাগডোগরা-গোঁসাইপুর মণ্ডল এবং আপার বাগডোগরা মণ্ডলের তরফে রবিবার বাগডোগরা বিহার মোড়ে পুরমন্ত্রীর কুশপুতুল পোড়ানো হয়। এদিন দুই মণ্ডলের সভাপতির নেতৃত্বে জমায়েত করে এই কর্মসূচি করে পদ্ম শিবির।

সচেতনতা শিবির

ইসলামপুর, ২১ জুলাই : রবিবার 'পাশে আছি' একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার উদ্যোগে ইসলামপুর পুরসভার আশ্রয় আবাসনে সামাজিক সচেতনতামূলক শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল। এই শিবিরে আবাসনের বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের ডেঙ্গি, ম্যালেরিয়া এবং জল সংরক্ষণ সহ বিভিন্ন বিষয়ে সচেতন করা হয়। সংস্থার কর্তা স্বরূপানন্দ বৈদ্য বলেন, 'দুই মাস ধরে আমরা ইসলামপুরের বিভিন্ন জায়গায় এধরনের শিবিরের আয়োজন করছি। মানুষের সুস্থ জীবনযাপনের লক্ষ্যে আগামীতে অন্যান্য জায়গাতেও শিবির হবে।'

অভিযান

শিলিগুড়ি, ২১ জুলাই : রবিবার ৪২ নম্বর ওয়ার্ডের ফৌজি মাঠে অভিযান চালাল ভক্তিনগর থানার সাদা পোশাকের পুলিশ। দীর্ঘদিন ধরে সেখানে সকাল থেকে নেশার আসর বসা সহ নানা অসামাজিক কার্যকলাপ চলার অভিযোগ উঠছিল। এদিন অভিযান শুরু হতেই ফাঁকা হয়ে যায় মাঠ। নিয়মিত এলাকায় অভিযান চালানো হবে বলে জানিয়েছে ভক্তিনগর থানার পুলিশ।

ঠাকুরনগরে ফ্লাইওভার শীঘ্রই

শিলিগুড়ি, ২১ জুলাই : যানজট সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে চলেছে ঠাকুরনগর। ফ্লাইওভার নির্মাণ সংক্রান্ত জটিলতা কাটিয়ে খুব তাড়াতাড়ি কাজ শুরু করে দেওয়া হবে বলে দাবি জলপাইগুড়ির সাংসদ জয়ন্ত রায়ের। ইতিমধ্যে ফ্লাইওভার তৈরির জন্য রেলের তরফে আনুমানিক ৮৪ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। এ প্রসঙ্গে সাংসদ বলেছেন, 'অনেকদিন আগে কাজ শুরু করা যেত। তবে ফ্লাইওভার তৈরি হোক, রাজনীতির স্বার্থে রাজ্য সরকার সেটা চায়নি।'

জয়ন্তর আশ্বাস

জলপাইগুড়ি জেলা প্রশাসনকে ব্যবহার করে কাজ আটকে রাখার অভিযোগ তুলেছেন জয়ন্ত। তাঁর কথায়, 'এর আগে জেলা প্রশাসন জমি সমীক্ষার ব্যাপারে অনীহা দেখিয়েছে। তবে এখন কর্তারা অনেকটা নমনীয় বলে মনে হচ্ছে।' এপ্রসঙ্গে কথা বলতে জলপাইগুড়ির জেলা শাসক শামা পারভিন এবং অতিরিক্ত জেলা শাসক ধীমান বাড়ুইকে ফোন করা হলে সাড়া না দেওয়ায় তাঁদের বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

শিলিগুড়ি সংলগ্ন গোরা মোড় এবং ঠাকুরনগরের মাঝে লেভেল ক্রসিংয়ে যানজট সমস্যা নতুন নয়। তাই এখানে ফ্লাইওভারের দাবি দীর্ঘদিনের। বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখতে শুরু করেছিল রেল। একাধিকবার জলপাইগুড়ি জেলা শাসকের দপ্তরে চিঠি দেওয়া হয়। রেলের তরফে যুগ্ম সমীক্ষার আবেদনও জানানো হয়েছিল।

এলাকায় ফ্লাইওভার না থাকার কারণে ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির চারটি গ্রাম পঞ্চায়েত, শিলিগুড়ি পুরনিগম সংযোজিত বেশ কয়েকটি ওয়ার্ডের বাসিন্দাদের যাতায়াতে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। এছাড়া রাজগঞ্জ ব্লক এবং শিলিগুড়ি শহরের মানুষকেও যানজটে আটকে দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। ফুলবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দা বিজেপি নেতা রাহুল বর্মনের অভিযোগ, 'এখানে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে উন্নয়নমূলক কাজ হোক, সেটা চাইছে না তৃণমূল। ২০২২ সাল থেকে এখনও পর্যন্ত ফ্লাইওভার নির্মাণ আটকে রাখা হয়েছে ইচ্ছাকৃতভাবে।' রাজগঞ্জের বিধায়ক তথা তৃণমূল কংগ্রেস জলপাইগুড়ি জেলা চেয়ারম্যান খগেশ্বর রায় অবশ্য বিজেপির অভিযোগকে পাত্তা দিতে চাননি। তাঁর সংক্ষিপ্ত প্রতিক্রিয়া, 'সাংসদ ভিত্তিহীন অভিযোগ তুলছেন।'

তৃণমূলের সমাবেশে গিয়ে ডুবে মৃত্যু

শিলিগুড়ি, ২১ জুলাই : কলকাতায় তৃণমূলের শহিদ সমাবেশে যোগ দিতে গিয়ে একজনের অস্বাভাবিক মৃত্যু হল। নিউ জলপাইগুড়ির রায় কলোনির বাসিন্দা মৃতের নাম রণজিৎ মণ্ডল (৫৫)। পরিবার সূত্রে জানানো হয়েছে, রণজিৎ পেশায় টিভি-ফ্রিজ মেকানিক। নিউ জলপাইগুড়িতে তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠন আইএনটিটিইউসি'র সঙ্গে তাঁর ওঠাবসা ছিল। রাজনৈতিক কারণে এলাকায় তাঁর অনেক শত্রু ছিল বলে পরিবারের দাবি। তিনি দু'দিন আগে নিউ জলপাইগুড়ি এলাকার অনেকের সঙ্গে কলকাতায় মিটিংয়ে গিয়েছিলেন। শত্রুতার কারণে কলকাতায় সঙ্গীদের মধ্যেই কেউ তাঁকে খুন করেছে বলে মনে করছে তাঁর পরিবার। রণজিতের মেয়ে কবিতা রায়ের অভিযোগ, 'সঙ্গে থাকা কেউ নিশ্চয়ই বাবাকে খুন করেছে। জানতে পেরেছি, নদীতে স্নান করতে গিয়ে বাবা জলে ডুবে মারা যায়। সেক্ষেত্রে শরীরে স্নানের পোশাক নয় সাধারণ পোশাক থাকল কী করে? দেহের ছবি দেখে মনে হয়েছে কেউ বালিতে মাথা চেপে ধরে খুন করেছে।'

প্রায় একই বক্তব্য পরিবারের অন্য সদস্য সহ বহু প্রতিবেশীর। এ ব্যাপারে পুলিশের কাছে পরিবার থেকে অভিযোগ জানানো হবে বলে জানানো হয়েছে।

ফাঁসিদেওয়ার সুকান্তপল্লিতে গাড়ি আটকে গ্রামবাসী। রবিবার।

বিদ্যুৎ দপ্তরের গাড়ি আটকে বিক্ষোভ

ফাঁসিদেওয়া, ২১ জুলাই : দীর্ঘ কয়েক মাস ধরে ফাঁসিদেওয়া ব্লকের বিধাননগরের সুকান্তপল্লিতে একাধিক বাড়ির বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম বিকল হচ্ছে। এই অভিযোগে রবিবার বিকেলে প্রায় তিন ঘণ্টা বিদ্যুৎ দপ্তরের গাড়ি আটকে বিক্ষোভ দেখালেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

তাঁদের দাবি, ছ'মাস ধরে একাধিক বাড়ির টেলিভিশন, রেফ্রিজারেটার, ফ্যান সহ নানা বৈদ্যুতিক সামগ্রী নষ্ট হচ্ছে। এদিন বিদ্যুৎ দপ্তরের জরুরি পরিষেবায় ব্যবহৃত গাড়িটি স্থানীয়রা আটকে দেন। পরে পরিস্থিতি সামাল দেয় পুলিশ।

সুকান্তপল্লির বাসিন্দা অসিত মণ্ডল জানান, লো-ভোল্টেজের জন্য তাঁর বাড়ির টেলিভিশন নষ্ট হয়ে গিয়েছে। অখিল সরকারের দাবি, বাড়ির সুইচ বোর্ডে আগুন লেগেছিল। নষ্ট হয়েছে টেলিভিশন। স্থানীয় বাসিন্দা শিবেশ ভৌমিকের কথায়, 'কোনও কারণ ছাড়াই ফ্যান নষ্ট হয়ে গিয়েছে।' এলাকার সুজিত বাড়ুইয়ের বাড়িতেও টেলিভিশন, ফ্যান বিকল হয়ে গিয়েছে। স্থানীয় বুড়া বাড়ুই, কৃষ্ণ মণ্ডল, ভজন সরকারের বাড়ির কোনও না কোনও বৈদ্যুতিক সামগ্রী নষ্ট হয়েছে বলে অভিযোগ। সাধন মণ্ডলের কথায়, 'আমাদের ঘরে ফ্যান থেকে গন্ধ বেরোচ্ছে, লাইট জ্বলছে না।' স্থানীয়দের দাবি, এলাকার অন্তত ৫০টির বেশি বাড়িতে ক্ষতি হয়েছে।

এলাকাবাসীর দাবি, বিদ্যুৎ দপ্তরের গাফিলতিতেই বারবার এমন ঘটনা ঘটছে। ঘটনায় বিদ্যুৎ দপ্তরকে গ্রাহকদের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। এদিন বিদ্যুৎ দপ্তরের আধিকারিকদের এলাকায় এসে সমস্যা সমাধানের দাবি তোলা হয়। খবর পেয়ে বিধাননগর বিদ্যুৎ দপ্তরের আধিকারিক সহ বিধাননগর তদন্তকেন্দ্রের পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। তারপরও স্থানীয়রা গাড়িটি ছাড়তে নারাজ। ওই তদন্তকেন্দ্রের ওসি অভিজিৎ বিশ্বাস সোমবার এবিষয়ে বিদ্যুৎ দপ্তরের সঙ্গে কথা বলার আশ্বাস দেন। এরপরই গ্রামবাসীরা আটক গাড়িটি ছেড়ে দেন। শিবেশ ভৌমিক জানান, পুলিশ এ বিষয়ে স্থানীয় বিদ্যুৎ দপ্তরের আধিকারিকের সঙ্গে আলোচনার আশ্বাস দেওয়ার পর গাড়িটি ছেড়ে দেওয়া হয়। লাগাতার এমন ঘটনা ঘটছে।

পানীয় জলসংকটে দুই গ্রাম পঞ্চায়েত

কার্তিক দাস

খড়িবাড়ি, ২১ জুলাই : খড়িবাড়ি, অধিকারী ও বাতাসিতে বাড়ি বাড়ি পানীয় জল সরবরাহ প্রকল্প এখনও বিশবাঁও জলে। নতুন প্রকল্পের গেরোয় পুরোনো প্রকল্পে রাস্তার পাশের স্ট্যান্ডপোস্টগুলি থেকে আর জল মেলে না। চলতি বর্ষায় পরিস্রুত পানীয় জল নিয়ে সাধারণ মানুষের ভোগান্তি চরমে। অভিযোগ, এব্যাপারে জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তর (পিএইচই) ও স্থানীয় প্রশাসন উদাসীন।

খড়িবাড়ি পানিশালি গ্রাম পঞ্চায়েতের কেশরডোবা-১ পাম্পহাউস থেকে বহুদিন ধরে রাস্তার পাশের স্ট্যান্ডপোস্টে দিনের নির্দিষ্ট সময়ে পানীয় জল দেওয়া হত। পিএইচই সম্প্রতি 'হর ঘর জল' প্রকল্পে বাড়ি বাড়ি জল দিতে নলের সংযোগ দিয়েছে। নতুন প্রকল্পে এখনও বহু জায়গায় জলের রিজার্ভার তৈরি হয়নি। তাই পুরোনো পাম্পহাউস থেকেই ভূগর্ভস্থ জল তুলে সরবরাহ করা হচ্ছিল। কিন্তু গত প্রায় এক মাস ধরে মিলছে পানের অযোগ্য ঘোলা জল। স্বভাবতই এলাকাবাসী পরিস্রুত পানীয় জলের সংকটে পড়েছেন। খড়িবাড়ি পানিশালি গ্রাম পঞ্চায়েতের কেশরডোবা, জোড়পাকুড়ি, পাটারামজোত, গৌরীজোত, ভালুকগাড়া, খুনিয়াপুকুর গ্রামের প্রায় ছ'হাজার পরিবার এই জলের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু এক মাস ধরে তারা পরিস্রুত পানীয় জলের অভাবে বাধ্য হয়েই কুয়ো কিংবা নলকূপের জল খেতে বাধ্য হচ্ছেন বলে অভিযোগ খড়িবাড়ি ব্লক তৃণমূলের প্রাক্তন সভাপতি হিরণ্ময় রায়ের। তাঁর কথায়, 'খড়িবাড়ি পানিশালি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান, পিএইচইকে সব জানানো হয়েছে। কিন্তু কারও কোনও হেলদোল নেই।'

করুণ অবস্থা রানিগঞ্জ পানিশালি গ্রাম পঞ্চায়েতের বিস্তীর্ণ এলাকাতেও। বাতাসির শ্যামধনজোত পাম্পহাউস থেকে আগে জামাতুল্লাজোত, গৌড়শাজোত, ছনবাড়ি, শ্যামধনজোত, পশ্চিম বদরাজোত, বাতাসি বাজারে জল দেওয়া হত। নয়া প্রকল্পে বাড়ি বাড়ি কল লাগলেও জল নেই। রাস্তার পাশের স্ট্যান্ডপোস্টগুলিও কার্যত অচল। রানিগঞ্জ পানিশালি গ্রাম পঞ্চায়েতের বহু গ্রামের বাসিন্দারা জলসমস্যায় ভুগছেন। বছর দেড়েক আগে বাতাসির পাম্পহাউস থেকে শ্যামধনজোত, বদরাজোত, জীবনসিংজোত, গৌড়শাজোত, চয়নসিংজোত, বাবুচাঁদজোত, আন্ধারুজোত, বলাইঝোরায় নিয়মিত পরিস্রুত নলবাহিত পানীয় জল দেওয়া হত। গৌড়শাজোতের হরিপদ সিংহের অভিযোগ, জল সরবরাহ বহুদিন ধরে বন্ধ। বাড়িতে কল দিলেও জল নেই। রাস্তার স্ট্যান্ডপোস্টেরও একই হাল। গরিবদের জল কিনে খাওয়া সম্ভব না। বর্ষায় কুয়ো বা কলের অপরিস্রুত জল পান করে পেটের রোগের আশঙ্কায় ভুগছেন গ্রামবাসীরা।

কল আছে, পানীয় জল নেই বাতাসিতে।

দুই গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রায় ১২ হাজার পরিবারে পানীয় জল অমিল। দ্রুত এই পরিষেবা স্বাভাবিক না হলে বিজেপি বৃহত্তর আন্দোলনের হুমকি দিয়েছে। দলের খড়িবাড়ি ব্লক কিষান মোর্চার সভাপতি সঞ্জয় মণ্ডলের অভিযোগ, স্থানীয় প্রশাসন, পিএইচইকে বহুবার বলেও লাভ হয়নি। তারা বারবার 'হর ঘর জল' প্রকল্পের দোহাই দিয়ে মানুষকে বোকা বানাচ্ছে। দ্রুত পরিষেবা স্বাভাবিক না হলে খড়িবাড়ি ব্লকজুড়ে বৃহত্তর আন্দোলন করা হবে। রানিগঞ্জ পানিশালি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সান্ত্বনা সিংহ জানান, নতুন প্রকল্পের জন্য নয়া লাইন তৈরি হচ্ছে। রিজার্ভার তৈরির কাজ চলায় মৃদু সমস্যা হয়েছে। খড়িবাড়ি পানিশালি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান পরিমল সিংহ সমস্যার কথা স্বীকার করে জানান, বিষয়টি পিএইচই-র ভারপ্রাপ্ত বাস্তুকার ও সভাধিপতিকে জানানো হয়েছে। এ ব্যাপারে পিএইচই-র বাস্তুকার মুখ খোলেননি। শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষের কথায়, 'চলতি বছরের মধ্যে সব বাড়িতে প্রতিশ্রুত পানীয় জল পৌঁছে দিতে জোরকদমে কাজ চলছে। সমস্যার কথা দপ্তরের বাস্তুকারকে বলা হয়েছে। আশা করছি, খুব দ্রুত সমস্যা মিটবে।'

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন পুনে-এর এক বাসিন্দা

মহারাষ্ট্র, পুনে - এর একজন বাসিন্দা ধানপাল রিখাবচান্দ পালেশা - কে 23.05.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 69J 24413 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতা-এ অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তাঁর বিজয়ী টিকিট জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারি অসংখ্য মানুষকে কোটিপতি বানিয়ে আর্থিক স্থিতাবস্থা উন্নতি করেছে। ডিয়ার লটারি থেকে এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার জিততে আমাদের বেশি পরিমাণ কষ্টের সম্মুখীন হতে হয় না। এটা সম্ভব হয়েছে কিছু পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে ভাগ্য পরীক্ষার মধ্য দিয়ে। আমি ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে ধন্যবাদ জানাই আমাকে কোটিপতি বানানোর জন্য।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।

পরিবারের উপেক্ষায় একা ভবঘুরেরা

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২১ জুলাই : টেবিলে থাকা কাগজে লেখা নম্বরটিতে রবিবার সকাল থেকে বারবার ফোন করেছিলেন শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালের মেল ওয়ার্ডের নার্সরা। কিছুক্ষণ পরই তাঁদের কাছে খবর এল, যে রোগীর অভিভাবকের সঙ্গে তাঁরা যোগাযোগের চেষ্টা করছেন, তিনি মারা গিয়েছেন। মৃতের নাম 'লিও'। তিনি একজন ভবঘুরে। কিছুটা হতাশ হয়ে এক নার্স বলে উঠলেন, 'ভর্তি হওয়ার পরে অনেক কষ্টে রোগীর এক আত্মীয়ের নম্বর জোগাড় করেছিলাম। শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রেফারের জন্য বলেছিলাম। তারপরই ফোন সুইচড অফ হয়ে গেল।'

না, সেই ফোন পরেও আর খোলেনি। শুধু এই একটি ঘটনাই নয়, শহরের রাস্তায় পড়ে থাকা অসুস্থ ভবঘুরেদের সাধারণ মানুষ বা পুলিশের সহযোগিতায় শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসা হলেও শেষমেশ এমনই পরিণতি হচ্ছে তাঁদের। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই পরিবারের খোঁজ মিলছে না। কিছুক্ষেত্রে আবার খোঁজ মিললেও পরে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন পরিবারের সদস্যরা। হাসপাতাল সূত্রের খবর, পরিবারের লোকের খোঁজ পাওয়ার পর তাঁরা এসে রোগীকে নিয়ে গিয়েছেন, এমনটা খুব কম ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে।

১৬ জুলাই 'লিও' নামে ওই ভবঘুরেকে জংশন এলাকায় অসুস্থ অবস্থায় দেখতে পান স্থানীয়রা। এরপর খবর দেওয়া হয় প্রধাননগর থানায়। পরে পুলিশের সহযোগিতায় শীর্ণকায় ওই ব্যক্তিকে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়েছিল। তাঁকে দেখেই চিকিৎসক বুঝতে পেরেছিলেন, খাওয়া-দাওয়া ঠিকমতো না হওয়ায় অসুস্থ হয়ে গিয়েছেন লিও। তাঁর পরিবারের এক সদস্যের নম্বর খুঁজে বের করেছিলেন নার্সরা। সেই নম্বরে ফোন করার পর এক মহিলা এসেছিলেন। রেফারের কথা শুনে অবশ্য তিনি মুখ ফিরিয়ে নেন। হাসপাতাল সূত্রের খবর, অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভবঘুরেদের পরিবারের খোঁজ পাওয়া যায় না।

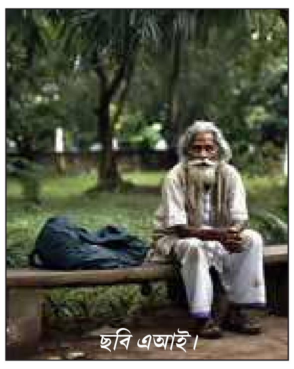

ছবি এআই।

হাসপাতালের এক কর্মী সোজাসাপ্টা বললেন, 'মেল ওয়ার্ড এমনিতেই সবসময় ভর্তি থাকে। এক বেডে দুজনকে রাখতে হয়। তার মধ্যে এই অসুস্থ ভবঘুরেদের রাখতে গেলে সমস্যা তৈরি হয়।' রবিবার মেল ওয়ার্ডের বাইরে দেখা গিয়েছে, সেখানে পাতা বেডে আরও তিনজন শুয়ে রয়েছেন। তাঁদের পরিবারের কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। শূন্যের দিকে তাকিয়ে শুয়ে ছিলেন তাঁরাও। শৌচকর্ম ঠিকমতো পরিষ্কার না করায় বের হচ্ছিল দুর্গন্ধ।

প্রায়ই মৃত ভবঘুরেদের দেহ দাহ করার জন্য কিরণচন্দ্র শ্মশানে নিয়ে যান হাসপাতালে থাকা এক অ্যাম্বুল্যান্সচালক। তিনি বলছিলেন, 'মাসে কম করে হলেও এধরনের পনেরোজনের দেহ নিয়ে যেতে হয়। ৭২ ঘণ্টা মর্গে রাখার পর কেউ না এলে তাঁদের শেষ কাজের দায়িত্বটা আমাদেরই নিতে হয়।' সবমিলিয়ে পরিবার যেন থেকেও নেই ভবঘুরেদের। এই শহরে তাঁরা বড্ড একা।

হাসমি চকে বিজেপির কর্মসূচিতে বিধায়ক সহ অন্যরা। রবিবার। ছবি : সূত্রধর

গণতন্ত্র হত্যা দিবসে নেতা শুধু শংকর

শিখা-আনন্দর অনুপস্থিতিতে প্রশ্ন

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ২১ জুলাই : শুভেন্দু অধিকারী-সুকান্ত মজুমদারের 'ছায়াযুদ্ধের' প্রভাব কি দলীয় কর্মসূচিতে পড়া শুরু হল? 'গণতন্ত্র হত্যা' দিবস কর্মসূচিতে অরুণ মণ্ডল এবং আনন্দময় বর্মনের অনুপস্থিতি এবং হাতেগোনা কয়েকজনকে নিয়ে শহরের রাস্তায় শংকর ঘোষকে দেখে এমনই প্রশ্ন উঠছে। শিলিগুড়ির বিধায়কের সঙ্গে রাজ্য সভাপতির সুসম্পর্ক থাকলেও, তিনি বিরোধী দলনেতার অতিঘনিষ্ঠ বলে চর্চা রয়েছে পদ্ম শিবিরের অন্দরেই। তাৎপর্যপূর্ণভাবে 'গণতন্ত্র হত্যা' কর্মসূচিতে দেখা যায়নি ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায়কেও। দু'দিন আগে একটি দলীয় কর্মসূচিতে মাটিগাড়ায় শংকর উপস্থিত থাকলেও ছিলেন না মাটিগাড়া-নকশালবাড়ির বিধায়ক আনন্দময় এবং দলের শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা সভাপতি অরুণ। ওই প্রসঙ্গও টানছেন অনেকে। রাজভবনের ধর্না কর্মসূচি থেকে ২১ জুলাই তৃণমূলের পালটা কর্মসূচির ঘোষণা করেছিলেন শুভেন্দু। 'গণতন্ত্র হত্যা দিবস' পালনের কথা বলেছিলেন তিনি।

দলীয় স্তরে সংখ্যালঘু ইস্যুতে বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার এবং বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর মতপার্থক্যই বড় হয়ে উঠেছে। দুই নেতার মতপার্থক্য ঘিরে বিজেপি শিবিরও বর্তমানে আড়াআড়িভাবে বিভক্ত। ওই প্রসঙ্গই হাওয়া পেল শিলিগুড়িতে 'গণতন্ত্র হত্যা' কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে। রবিবার দুপুরে দলের তরফে হাসমি চকে এই কর্মসূচি পালন করেন শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর। দলীয় কিছু কর্মীর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন সাংগঠনিক জেলার সহ সভাপতি নান্টু পাল, সাধারণ সম্পাদক রাজু সাহা, পুরনিগমের বিরোধী দলনেতা অমিত জৈন।

তৃণমূল সরকারের সমালোচনা করে শংকর বলেন, 'এরাজ্যে প্রতিদিন গণতন্ত্রকে হত্যা করা হচ্ছে। নারীর সম্মান নষ্ট হচ্ছে। এরই প্রতিবাদে গণতন্ত্র বাঁচানোর লড়াইয়ে নেমেছি।' কিন্তু তাঁর রাজনৈতিক সতীর্থরা কোথায়? সরাসরি কোনও উত্তর পাওয়া যায়নি তাঁর থেকে। শিলিগুড়ির বিধায়কের কথায়, 'একজন দলীয় বিধায়ক হিসেবে দলের নির্দেশ পালন করেছি।' সুভাষপল্লিতে ৪ নম্বর মণ্ডল এবং ১ নম্বর মণ্ডলের তরফে মাল্লাগুড়িতেও কর্মসূচি আয়োজিত হয়েছে। বাগডোগরা সহ বিভিন্ন জায়গায় এই কর্মসূচি পালন করেছে বিজেপি। বিভিন্ন জায়গায় ফিরহাদ হাকিমের কুশপুতুল দাহ করা হয়। কিন্তু কোথাও আনন্দময় ও অরুণকে দেখা যায়নি। কর্মসূচি থেকে দূরে ছিলেন শিখাও। অরুণের বক্তব্য, 'বিশেষ কাজে বিধাননগরে থাকায় কর্মসূচিতে অংশ নিতে পারিনি।' কলকাতায় আছেন বলে জানান আনন্দময়। অন্যদিকে, শিখার ব্যাখ্যা, 'সাংসদের সঙ্গে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে ব্যস্ত ছিলাম। তাছাড়া দলের কিছু পঞ্চায়েত সদস্যর সঙ্গে বৈঠকও করতে হয়েছে।' আর তাঁদের এই 'দূরে ব্যস্ত' থাকা নিয়েই দলের অন্দরে চর্চা শুরু হয়েছে।

আলো-ছায়ায়।। গঙ্গারামপুরে ছবিটি তুলেছেন পীযূষ সরকার।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

জেলা হাসপাতালে প্রায় রোজ হুজ্জতি

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২১ জুলাই : কখনও রোগীর আত্মীয়পরিজন হুজ্জতির বশে আঘাত করছেন হাসপাতালের নিরাপত্তারক্ষীকে। কখনও আবার দুইপক্ষের লড়াই ঢুকে যাচ্ছে হাসপাতাল চত্বরে। শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে রাত গভীর হতে মারধর, আক্রমণের ঘটনা বাড়তে থাকায় নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। হাসপাতালে পুলিশকর্মী মোতায়েন থাকার পরেও রাতের অন্ধকারে কীভাবে এধরনের ঘটনা ঘটছে, তা নিয়ে হাসপাতালের কর্মী, নার্সদের মধ্যে গুঞ্জন তৈরি হয়েছে। শুধু রাতের অন্ধকারে নয়, দিনেরবেলায় মাসখানেক আগে এক মহিলা বারকর্মীর তাণ্ডব সবার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে, নিরাপত্তা কতটা ঠুনকো শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে। বিষয়টা নিয়ে জেলা হাসপাতালের সুপার চন্দন ঘোষও চিন্তিত। তাঁর কথায়, 'গত কয়েকদিনের কয়েকটি ঘটনা নিরাপত্তায় খামতি থাকার বিষয়টি প্রমাণ করছে। খুব তাড়াতাড়ি আমরা এ ব্যাপারে বৈঠকে বসব।'

শনিবার ভোররাতে দুইপক্ষের মারপিটে উত্তেজনা ছড়ায় জেলা হাসপাতালে। হাসপাতালের এক অ্যাম্বুল্যান্সচালক বললেন, 'ভোররাতে হঠাৎই দুটো বাইক পড়ে যাওয়ার আওয়াজ শুনি। বাইরে বেরিয়ে দেখি, তুলকালাম কাণ্ড। হাসপাতাল চত্বরে দুই পক্ষের মধ্যে মারপিট চলছে।' মারপিট-ধস্তাধস্তি এমন পর্যায়ে যায় যে, শেষপর্যন্ত একজন গুরুতর চোট পেয়ে ইমার্জেন্সি বিভাগের সামনে লুটিয়ে পড়েন। এরপর হাসপাতাল কর্মীরা ওই ব্যক্তিকে ইমার্জেন্সি বিভাগের ভেতরের বেডে নিয়ে যান।

শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। -ফাইল চিত্র

রাতে হুলুস্থুলু

- শনিবার রাতে বাইক নিয়ে আসা দুই গোষ্ঠীর মধ্যে হাসপাতাল চত্বরে মারপিট শুরু হয়
- মারপিট-ধস্তাধস্তিতে একজন গুরুতর চোট পেয়ে ইমার্জেন্সি বিভাগের সামনে লুটিয়ে পড়েন
- পরে হাসপাতাল কর্মীরা তাঁকে ইমার্জেন্সি বিভাগে ভর্তি করে দেন

শনিবারের ঘটনায় আহত ব্যক্তি বিপক্ষ গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করলেও পরে সেই অভিযোগ তুলে নেওয়া হয় বলে খবর।

প্রশ্ন উঠছে, হাসপাতালের সামনে দুই গোষ্ঠীর মারপিট চললে হাসপাতালে আগত রোগী এবং তাঁদের পরিজনদের নিরাপত্তা কোথায়? কয়েকদিন আগে হাসপাতালের এক নিরাপত্তারক্ষী এক রোগীর পরিজনের কাছে বেধড়ক মারধর খান। ওই ঘটনায় কর্মীর চোখেমুখে গুরুতর আঘাত লেগেছিল। পরবর্তীতে ওই রোগীর পরিজনদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়েরও করেছিলেন ওই নিরাপত্তারক্ষী। পুলিশ জানিয়েছে, এখনও তদন্ত চলছে, কিন্তু কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়নি।

কাগজপত্র না দেওয়ার অভিযোগে মাসখানেক আগে এক মহিলা বারকর্মী দিনের বেলায় প্রায় দু'ঘণ্টা ধরে তাণ্ডব চালিয়েছিলেন হাসপাতালজুড়ে। টিকিট দেওয়ার জায়গার কাচ ভাঙা, গণ্ডগোল পাকানোর চেষ্টা করেছেন ওই মহিলা। কিন্তু ঘটনাস্থলে মহিলা পুলিশ না থাকায় কার্যত ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হয় পুলিশকে।

এদিন জেলা হাসপাতালে রোগীকে নিয়ে এসেছিলেন অনিল দাস। তিনি বললেন, 'আসলে ওই মহিলার তাণ্ডবের দিনেই বোঝা গিয়েছিল, হাসপাতালের নিরাপত্তা বলতে কিছু নেই। তারপর রাতেরবেলায় একের পর এক মারপিটের ঘটনা তো খুবই স্বাভাবিক।' সবমিলিয়ে, নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্নের মুখে দাঁড়িয়ে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতাল।

বাইক চুরি চক্রে গ্রেপ্তার আরও ১

শিলিগুড়ি, ২১ জুলাই : বাইক চুরি চক্রে এবার আলিপুরদুয়ারের এক বাসিন্দাকে গ্রেপ্তার করে মেডিকেল ফাঁড়ির পুলিশ। সূত্রের খবর, ইতিমধ্যেই পাকড়াও হওয়া সঞ্জু দাসকে জেরা করে আরও একটি বাইকের হদিস মিলেছে। মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল থেকে চুরি করে সে ওই বাইক আলিপুরদুয়ারের এক ব্যক্তিকে বিক্রি করেছিল। সঞ্জয় ভৌমিক নামের ওই ব্যক্তিকেও শনিবার রাতে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। রবিবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে তার জেল হেপাজতের নির্দেশ দেয় বিচারক।

গত কয়েকদিন ধরেই মাটিগাড়া ও মেডিকেল কলেজ এলাকায় একাধিক বাইক চুরির ঘটনা ঘটছে। সেই ঘটনার তদন্তে নেমে শুক্রবার রাতে পুলিশ সঞ্জু দাস ও ধিরাজকুমার রামকে গ্রেপ্তার করে। ধিরাজকে জিজ্ঞাসাবাদ করেই বিহার চক্রের হদিস পায় পুলিশ। অন্যদিকে, সঞ্জুকে জেরা করে পুলিশের প্রাথমিক অনুমান ছিল, সঞ্জু ময়নাগুড়িকে কেন্দ্র করেই বাইক চুরির চক্র চালাচ্ছে। শনিবার এই দুজনকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে ধৃতদের পুলিশ হেপাজতে নেয় মেডিকেল ফাঁড়ির পুলিশ। পরবর্তীতে আরও জেরা চালিয়ে পুলিশ বুঝতে পারে, সঞ্জুর হাত শুধু ময়নাগুড়িতেই নয়, আলিপুরদুয়ারেও ছড়িয়ে পড়েছে। সেখানে সঞ্জয় 'রিসিভার'-এর কাজ করছিল।

বাপি খুনের পর সাতদিন পার

শুটার, মাস্টারমাইন্ড এখনও অধরা

অরুণ ঝা

মাদারিপুর, ২১ জুলাই : মাদারিপুর শুটআউটে তৃণমূল নেতা বাপি রায় খুনের সাতদিন কেটে গেলেও শুটার সহ মাস্টারমাইন্ডের এখনও নাগাল পায়নি পুলিশ। এ ব্যাপারে দার্জিলিংয়ের বিধাননগর থেকে অনিকেত সরকারকে গ্রেপ্তার করার ছ'দিন পার হয়ে গিয়েছে। আদালতের নির্দেশে গত মঙ্গলবার থেকে অনিকেত পুলিশ হেপাজতে রয়েছে। তাকে জেরা করেও ঘটনায় জড়িত অন্যদের ধরতে পারেনি পুলিশ। স্বভাবতই শুটআউট কাণ্ডের তদন্তের গতি নিয়ে বিভিন্ন মহলে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। নিহতের স্ত্রী তথা ইসলামপুর পঞ্চায়েত সমিতির তৃণমূল সদস্য লিপি বিশ্বাসের কণ্ঠেও অসন্তোষের সুর। গ্রামবাসীদের পরবর্তী পদক্ষেপ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে বৈঠকে বসা হচ্ছে বলে লিপি জানান। ইসলামপুরের পুলিশ সুপার জবি থমাসের দাবি, তদন্তের অগ্রগতি খুব ভালো। কেসটি অন্য ধরনের। মামলার কিনারা ও জড়িতদের গ্রেপ্তারের পরই পুলিশ যা বলার বলবে।

উল্লেখ্য, গত ১৩ জুলাই মাদারিপুরে ২৭ নম্বর জাতীয় সড়ক ঘেঁষা এক ধাবায় বাপিকে খুন করা হয়। তদন্তে নেমে পুলিশ বিধাননগর থেকে অনিকেতকে গ্রেপ্তার করে। ১৬ জুলাই তাকে আদালতে তোলা হয়েছিল। বর্তমানে সে ১০ দিনের জন্য পুলিশি হেপাজতে রয়েছে। এনিয়ে পুলিশকর্তারা প্রথম দিন থেকেই কার্যত মুখে কুলুপ এঁটেছেন।

অসন্তোষের সুর

- মাদারিপুরে বাপি রায় খুনের সাতদিন পরও দ্বিতীয় কেউ গ্রেপ্তার হল না
- দিন ছয়েক আগে বিধাননগর থেকে ধরা হয় অনিকেত সরকারকে
- তদন্তের অগ্রগতি নিয়ে অসন্তোষ দানা বেঁধেছে

অনিকেতকে গ্রেপ্তারের পরও পুলিশ মুখ খোলেনি। পুলিশ সুপার বারবার বলছেন, 'গুরুত্বপূর্ণ কেস। যা বলার একবারেই বলব।'

রবিবার লিপি বলেন, 'কেসের অগ্রগতি নিয়ে আমরা সন্তুষ্ট নই। যারা গুলি করে আমার স্বামীকে ঝাঁঝরা করে দিল তারা তো বাইরেই ঘুরছে। গ্রামবাসীদের নিয়ে বৈঠক ডাকা হয়েছে। সঠিক বিচার পেতে সবার সঙ্গে আলোচনা করে আগামীতে কী পদক্ষেপ করা হবে তা নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।' তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, ঘটনার পরই পুলিশকর্তাদের একাংশ জানিয়েছিলেন, যতই চাপ আসুক, শুটআউটের মূল পাণ্ডাকে গ্রেপ্তার করতে তদন্ত নিজ গতিতেই এগোবে। কিন্তু খুনের সাতদিন পরও অনিকেতকে গ্রেপ্তার করা ছাড়া আর কোনও অগ্রগতি দেখা যাচ্ছে না। শুটার ও মাস্টারমাইন্ডকে কি চিহ্নিত করা গিয়েছে? পুলিশ সুপারের প্রতিক্রিয়া, 'এনিয়ে তদন্ত চলাকালীন কিছুই বলব না। নতুন করে কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়নি। তদন্ত খুব ভালোভাবে চলছে। এই কেসটি অন্য টাইপের। একাধিক সম্ভাবনা উঠে এসেছে। তাই দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তার না করা পর্যন্ত আমি কিছু বলব না।'

পুলিশ সুপারের 'অন্য টাইপ' তাহলে কীসের ইঙ্গিত? এনিয়ে পুলিশের অন্দরেই গুঞ্জন তুঙ্গে। একাংশের কানাঘুষো, 'কেঁচো খুঁড়তে কেউটে বেড়িয়ে আসতে পারে।' তৃণমূলের অন্দরেও এ নিয়ে চর্চা অব্যাহত।

মোবাইল উদ্ধার

শিলিগুড়ি, ২১ জুলাই : দার্জিলিংয়ের এক মোবাইল চুরির ঘটনায় তদন্তে নেমে প্রধাননগর থানার পুলিশের সহযোগিতায় একটি মোবাইলের দোকান থেকে চুরি যাওয়া মোবাইল উদ্ধার করল দার্জিলিং পুলিশ। সূত্রের খবর, দার্জিলিংয়ে কয়েকদিন আগে একটি মোবাইল চুরির ঘটনা ঘটে। সেটির তদন্তে নামে দার্জিলিং পুলিশ। এরপর মোবাইলটি ট্র্যাক করে বোঝা যায়, সেটি প্রধাননগরে চলে গিয়েছে। রবিবার প্রধাননগর থানার পুলিশের সহযোগিতায় একটি মোবাইলের দোকানে অভিযান চলে। সেখান থেকে মোবাইলটি উদ্ধার হয়। দোকানের মালিক বলেছেন, 'এক ব্যক্তি ওই মোবাইল ফোনটি আমার কাছে বিক্রি করে চলে যায়।' যদিও চোরের এখনও হদিস পায়নি পুলিশ।

সচেতনতা শিবির

চোপড়া, ২১ জুলাই : উত্তর দিনাজপুর নেহরু যুবকেন্দ্র ও পশ্চিমবঙ্গ এইচআইভি নিয়ন্ত্রণ সোসাইটির সহযোগিতায় এবং আশার আলো এডুকেশন অ্যান্ড ওয়েলফেয়ার সোসাইটির ব্যবস্থাপনায় রবিবার ঘিরনিগাঁওয়ের জানকিগছ প্রাইমারি বিদ্যালয়ে একটি সচেতনতামূলক শিবিরের আয়োজন করা হয়। আশার আলো এডুকেশন সোসাইটির সম্পাদক সহদেব শর্মা জানান, শিবিরে ৮০ জন তরুণ অংশগ্রহণ করেন। সবার হাতে শংসাপত্র তুলে দেওয়া হয়। শিবির শেষে একটি শোভাযাত্রা করা হয়েছে।

ফুলবাড়ি দিয়ে ভারতে ৫৬ জন

শিলিগুড়ি, ২১ জুলাই : কোটা সংস্কার আন্দোলন ঘিরে অগ্নিগর্ভ বাংলাদেশ। এমন পরিস্থিতিতে পড়শি দেশ থেকে রবিবার ফুলবাড়ি সীমান্ত হয়ে (বিকেল তিনটে পর্যন্ত) ৫৬ জন ভারতে এসেছেন। যার মধ্যে ১১ জন ভারতীয়, নেপালের ১০ ও ভুটানের তিন নাগরিক রয়েছেন। এছাড়াও বিভিন্ন প্রয়োজনে বাংলাদেশের ৩২ জন নাগরিক এদিন ভারতে এসেছেন। অন্যদিকে, প্রশাসন সূত্রের খবর, এদিন ৮৮ জন বাংলাদেশি এদিন ভারত থেকে দেশে ফিরেছেন। একজন ভারতীয় এদিন ওপার বাংলায় গিয়েছেন। বিক্ষোভে উত্তাল বাংলাদেশে কার্ফিউ জারি রয়েছে। নিজের সুরক্ষার কথা ভেবে অনেকেই সেখান থেকে নিজের দেশে ফিরছেন। বিদেশমন্ত্রকের তরফে আটকে পড়া ভারতীয় নাগরিকদের দেশে ফেরানো হচ্ছে।

ভর্তিতে এগিয়ে ইসলামপুর

শুভজিৎ চৌধুরী

ইসলামপুর, ২১ জুলাই : রাজ্যে স্নাতক স্তরে ভর্তিতে এগিয়ে ইসলামপুর কলেজ। প্রথম পর্যায়েই ভর্তির সংখ্যা প্রায় তিন হাজার। যা রাজ্যের অন্য কলেজগুলির তুলনায় সবচেয়ে বেশি। আকাশছোঁয়া পড়ুয়ার বোঝা সামলাতে দীর্ঘদিন ধরেই হিমসিম খাচ্ছে কলেজ কর্তৃপক্ষ। কিন্তু গত কয়েক দশক ধরে নতুন কলেজের দাবি উঠলেও তা আজও পূরণ হয়নি। এবার ইসলামপুর কলেজে পড়ুয়াদের ভর্তির ঢল নামার ছবি ধরা পড়ল রাজ্য শিক্ষা দপ্তরের কেন্দ্রীয় স্তরের অনলাইন পোর্টালে।

এতদিন স্নাতক স্তরে ভর্তি হতে নির্দিষ্ট কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের পোর্টালে আলাদাভাবে আবেদন করতে হত। কিন্তু চলতি শিক্ষাবর্ষ থেকে রাজ্যের যে কোনও কলেজে ভর্তি হতে শিক্ষা দপ্তর থেকে কেন্দ্রীয় অনলাইন পোর্টাল চালু হয়। কোন কলেজে ক'টি আসন রয়েছে প্রত্যন্ত এলাকার পড়ুয়ারা ঘরে বসে সেই তথ্য পেয়ে যাবেন। পড়ুয়ারা ওই পোর্টালেই ভর্তির জন্য টাকাও জমা দিতে পারবেন। এই পোর্টালের মাধ্যমে ইতিমধ্যে প্রথম পর্যায়ের ভর্তির প্রক্রিয়া শেষ হয়েছে। পরিসংখ্যান অনুযায়ী, পোর্টালের মাধ্যমে স্নাতক স্তরে প্রথম দফায় ভর্তির সংখ্যার নিরিখে এগিয়ে ইসলামপুর কলেজ। এখানে এ পর্যন্ত ২৯৩৫ জন পড়ুয়া ভর্তি হয়েছেন। যদিও দ্বিতীয় পর্যায়ের ভর্তি এখনও শুরু হয়নি। তবে কলেজ কর্তৃপক্ষের দাবি, গত বছরের মতো এবারও পাঁচ হাজারেরও বেশি পড়ুয়ার ভর্তির সম্ভাবনা প্রবল।

বর্তমানে ইসলামপুর কলেজে প্রায় ১৫ হাজার পড়ুয়া রয়েছে। এত বিশাল পড়ুয়ার বোঝা নিয়ে কলেজ চালানো কার্যত কর্তৃপক্ষকে চ্যালেঞ্জের মুখে ঠেলে দিচ্ছে। যেহেতু ইসলামপুর মহকুমায় কলেজ খুবই কম। তাই ব্লকগুলির পড়ুয়ারা বাধ্য হয়ে এই কলেজেই ভর্তি হচ্ছেন। কিন্তু হাজার হাজার পড়ুয়ার ভবিষ্যৎ ও উচ্চশিক্ষা নিয়ে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের কোনও মাথাব্যথা নেই বলে অভিযোগ। যদিও ইসলামপুর কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ডঃ উজাইর আহমেদ বলেন, 'গত এক বছরে ইসলামপুর কলেজের পরিকাঠামো ও পড়াশোনার মান অনেকটাই বেড়েছে। ক্লাসরুমগুলি মেরামত করে ফের চালু করা হয়েছে। প্রত্যেক বিভাগের জন্য এখন তিনটি করে ক্লাসরুম রয়েছে। কলেজের পরিকাঠামোগত উন্নয়নের জন্যই অভিভাবকরা সন্তানদের এখানে ভর্তি করতে চাইছেন। প্রথম পর্যায়ে রাজ্যে ভর্তির নিরিখে আমাদের কলেজ প্রথম হওয়ার কথা শুনেছি। এটি আমাদের কাছে খুবই খুশির খবর।'

শহিদ দিবস পালন

বাগডোগরা, ২১ জুলাই : ১৯৯৩ সালের ২১ জুলাই পুলিশের গুলিতে ১৩ জন যুব কংগ্রেস কর্মী নিহত হয়েছিলেন। এই ঘটনার প্রতিবাদে ও মৃতদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে রবিবার বাগডোগরা বিহার মোড়ে কংগ্রেসের তরফে শহিদ দিবস পালন করা হয়। বক্তব্য রাখেন নকশালবাড়ি ব্লক কংগ্রেস সভাপতি অমিতাভ সরকার।

চারা রোপণ

চোপড়া, ২১ জুলাই : চোপড়া নিগমানন্দ যুব সংঘের উদ্যোগে দু'দিনব্যাপী বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির প্রথম দিন ছিল রবিবার। এদিন দলুয়া শিব মন্দির ও চোপড়া শ্মশান চত্বর এলাকায় চারা রোপণ করা হয়। সংঘের পক্ষে জানানো হয়েছে, দু'দিনে মোট ২০০টি গাছের চারা রোপণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

হাপতিয়াগছে মহানন্দা থেকে বালি পাচার

ফাঁসিদেওয়া ও চোপড়া, ২১ জুলাই : বালি পাচার বন্ধ দূর অস্ত, দার্জিলিং জেলার শেষ সীমানায় ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে মহানন্দা নদীতে দৈনিক কার্যত পাচারকারীদের মেলা বসছে। ফাঁসিদেওয়া ব্লকের চটহাট লাগোয়া হাপতিয়াগছ ক্যানাল সেতু ঘেঁষে একেবারে পকলিন নামিয়ে তোলা হচ্ছে বালি। এরপর তা বিভিন্ন জেলায় পাচার করা হচ্ছে। বহুবার এমন অভিযোগ উঠলেও প্রশাসন নীরব দর্শকের ভূমিকা নিয়েছে।

উত্তর দিনাজপুর ও দার্জিলিংয়ের আন্তঃজেলা সীমানায় মহানন্দা ক্যানালের সেতু রয়েছে। সেই সেতু থেকে প্রায় দুশো মিটারের মধ্যে বালি তুলছে মাফিয়ারা। যদিও স্থানীয় একটি ঘাট থেকে বালি তোলার অনুমতি রয়েছে বলে খবর। তবে, যেভাবে নদী খোঁড়া চলছে তাতে একদিকে যেমন সেতু বিপর্যস্ত হওয়ার আশঙ্কা বাড়ছে তেমনই পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে বলে অভিযোগ।

প্রায় দৈনিক মহানন্দা থেকে হাজার খানেক লরি, ট্র্যাক্টরে চলছে বালি পাচার। হাপতিয়াগছে ক্যানাল সেতুর নাকের ডগায় ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশ চৌকি। সেতুর অন্য প্রান্তে ২ নম্বর পাওয়ার হাউসের পাশেই চোপড়া থানার পুলিশ ফাঁড়ি। দুই পুলিশের চোখের সামনে লরি, ট্রাক ও ট্র্যাক্টরে বালি ভরে পাচার হচ্ছে বলে স্থানীয়দের দাবি।

নদীতে পকলিন নামিয়ে বালি উত্তোলন।

স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে, সেতুর কাছ থেকে বালি তোলার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। অথচ এলাকায় দিব্যি ক্যানাল সেতুর ধার ঘেঁষে নদীতে খনন চলছে। সরকারিভাবে নদীঘাট যদি লিজ দেওয়া হয়েই থাকে সেক্ষেত্রে নিয়ম মানা হচ্ছে না কেন? পাশাপাশি, কাদের মদতে এত বড় বালি পাচারের কারবার গড়ে উঠল? প্রশাসন সংশ্লিষ্ট ঘাটটি বন্ধে করতে কখনোই উদ্যোগ নেয়নি কেন? এমন সব প্রশ্ন তুলছেন স্থানীয়রা। ওই এলাকায় নদী থেকে বালি তুলে ক্যানালের রাস্তা দিয়ে পাচার হচ্ছে। ফলে, রাস্তাটি একেবারে বেহাল হয়ে পড়েছে।

নদীঘাট থেকে বালি নিয়ে কিছু লরি ঘুরপথে দার্জিলিং জেলায় ঢুকলেও বেশিরভাগ গাড়িই উত্তর দিনাজপুরের সোনাপুর হয়ে জেলার বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে বলে অভিযোগ। অথচ এই অবৈধ কারবার সম্পর্কে কিছুই জানেন না সংশ্লিষ্ট ব্লকের প্রধান! এপ্রসঙ্গে চোপড়ার বিডিও সমীর মণ্ডল জানান, বিষয়টি তাঁর অজানা। তিনি এ ব্যাপারে খোঁজ নিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন। চোপড়ার বিএলএলআরও ললিত থাপার প্রতিক্রিয়া জানতে একাধিকবার ফোন করা হয়। তিনি ফোন না তোলায় তাঁর কোনও মন্তব্য মেলেনি।

অন্যদিকে, এবিষয়ে জানতে ফাঁসিদেওয়ার বিএলএলআরও শুভ্রজিৎ মজুমদারকে ফোন করা হলেও তিনি রিসিভ না করায় তাঁর বক্তব্য মেলেনি। তবে বিডিও বিপ্লব বিশ্বাস বলেছেন, 'ওই এলাকায় গিয়ে দেখেছি ক্যানাল সেতুর ডান ও বাঁদিকে বালি স্তূপ করে রাখা হয় পাচারের জন্য। বিষয়টি আমি বিএলএলআরও এবং পুলিশকে খোঁজ নিয়ে পদক্ষেপ করতে বলব।'

উদ্বিগ্ন নবান্ন

বাংলাদেশে এরাজ্যের কত নাগরিক আটকে রয়েছেন তা নিয়ে বিদেশমন্ত্রকের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে নবান্ন। রবিবার ৪০০-র বেশি পড়ুয়া দেশে ফিরেছেন। তার মধ্যে নেপাল-ভুটানের পড়ুয়ারাও রয়েছেন।

সালিশি সভায় খুন

জমি নিয়ে বিবাদের জেরে সালিশি সভাতেই খুন হলেন একজন। জখম তিনজন। তাঁরা উলুবেড়িয়া হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। হাওড়ার শ্যামপুকুর থানা এলাকার ঘটনায় তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

নিয়ন্ত্রণে শ্যালিকা

প্রধান শিক্ষকের শ্যালিকার হাতে স্কুলের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে বিক্ষোভে অভিভাবকরা। নদিয়ার শান্তিপুরের নৃসিংহপুর উত্তর কলোনি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ঘটনা। অভিযোগ অস্বীকার প্রধান শিক্ষকের।

ল্যাংচা হাবে অভিযান

শক্তিগড়ের ল্যাংচা হাবে অভিযান চালিয়ে তিন কুইন্টাল মিষ্টি বাতিল করল প্রশাসন। বেশ কয়েকজনের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

একুশ স্মরণে

তৃণমূলের শহিদ দিবস।। *বৃষ্টি মাথায় মঞ্চে ভাষণ মমতার। শহিদদের শ্রদ্ধাজ্ঞাপনে অভিষেক। রোদ-বৃষ্টির সঙ্গে মানিয়ে নিলেন সমর্থকরা। রবিবার কলকাতার ধর্মতলায়। ছবি : রাজীব মণ্ডল, আবির চৌধুরী এবং পিটিআই*

কর্মসূচিতে নেই শুভেন্দু, সুকান্ত

শুরুতেই ধাক্কা বিজেপির গণতন্ত্র হত্যা দিবসের ডাকে

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ২১ জুলাই : গণতন্ত্র হত্যা দিবস কর্মসূচির শুরুর দিনেই রাজ্য বিজেপির দুই শীর্ষ নেতা সুকান্ত মজুমদার ও শুভেন্দু অধিকারীকে খুঁজে পাওয়া গেল না কোনও কর্মসূচিতে। তবে সুকান্ত-শুভেন্দু না থাকলেও রবিবার আসানসোলে দলের এই কর্মসূচিতে যোগ দিয়েছিলেন প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। যদিও, বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর ঘোষণা মতোই এদিন নন্দীগ্রামের টেঙ্গুয়া থানার বাইরে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করেছে বিজেপি। রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের ঘোষিত সূচিতেই ছিল না এই ধরনের কোনও অনুষ্ঠান।

২১ থেকে ২৬ জুলাই রাজ্যে গণতন্ত্র হত্যা দিবস পালনের কর্মসূচি ঘোষণা করেছিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারই। তবে, তার অনেক আগে ২১ জুলাই তৃণমূলের শহিদ দিবসের পালটা হিসাবে রাজ্যের থানায় থানায় ভোট পরবর্তী হিংসা ও মেয়র ববি হাকিমের সাম্প্রতিক মন্তব্যের প্রতিবাদে বিক্ষোভ কর্মসূচির ডাক দিয়েছিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। কিন্তু শুভেন্দুর ওই প্রস্তাব খারিজ করে দেন সুকান্ত। পর্যবেক্ষকদের মতে, সম্ভবত এই ঘটনার জেরেই এদিন সুকান্তর ঘোষিত কর্মসূচিও এড়িয়ে গেলেন শুভেন্দু।

রাজভবনের বাইরে নিজের কর্মসূচি ঘোষণা করতে গিয়ে শুভেন্দু বলেছিলেন, 'আমি চাই ২১ জুলাই অন্তত ১০০ থানায় এই কর্মসূচি পালন করা হোক। আমি নিজেও ওইদিন নন্দীগ্রামের কর্মসূচিতে থাকব।' কিন্তু ১৮ জুলাই, রাজ্য কার্যকারিণী বৈঠকের দিনেই রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার জানিয়ে দেন, এমন কোনও কর্মসূচি দল অনুমোদন করেনি। একই সঙ্গে সুকান্ত জানান, ২১ থেকে ২৬ জুলাই গণতন্ত্র হত্যা দিবস পালনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে দল। জেলা নেতৃত্বই এর সূচি স্থির করবেন। এরপর এদিন সুকান্ত রাজ্যে থাকলেও ওই ধরনের কোনও কর্মসূচিতে তাঁকে দেখা যায়নি। পূর্ব নির্ধারিত সূচি মেনেই এদিন সুকান্ত সকালে বেলুড় মঠ ও পরে হাওড়া গ্রামীণের মনসাতলা এবং হাওড়া সদরের ইছাপুরে জেলা কার্যকারিণী বৈঠকে যোগ দেন। তবে নন্দীগ্রামের টেঙ্গুয়া থানার বাইরে গণহত্যা দিবসের কর্মসূচি হলেও, সেখানে বিরোধী দলনেতা ছিলেন না বলেই জানা গিয়েছে। ২১ জুলাইয়ের মঞ্চ থেকে মুখ্যমন্ত্রীর 'কাফের, কাপুরুষ' মন্তব্য নিয়ে সন্ধ্যায় সমাজমাধ্যমে প্রতিক্রিয়া জানালেও, সুকান্তর ঘোষিত গণতন্ত্র হত্যা দিবস পালনের কর্মসূচি নিয়ে কার্যত নীরব থেকেছেন শুভেন্দু। স্বাভাবিকভাবেই এই ঘটনার পর দলীয় কর্মসূচি থেকে শুভেন্দুর দূরে সরে থাকা নিয়ে দলের অন্দরে অস্বস্তি বেড়েছে। দলের একাংশ মনে করছে, কর্মসূচি নিয়ে এই ঘটনায় রাজ্য বিজেপিতে সুকান্ত-শুভেন্দু দ্বৈরথ আবার প্রকাশ্যে এসে পড়ল।

শুভেন্দুর প্রত্যাশামতো এদিন ১০০ থানায় এই কর্মসূচি না হলেও, নন্দীগ্রামের টেঙ্গুয়া ছাড়া জগদ্দল, নদিয়ার গাংনাপুরে থানার বাইরে বিক্ষোভ কর্মসূচি করেছে বিজেপি। জগদ্দলের কর্মসূচিতে ছিলেন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং ও তাঁর ছেলে বিধায়ক পবন সিং।

সোমবার থেকেই শুরু হচ্ছে লোকসভা ও বিধানসভার অধিবেশন। অধিবেশনে যোগ দিতে দলের সাংসদ, বিধায়করা আগামী দিন দশেক ব্যস্ত থাকবেন। ফলে, তৃণমূলের ২১ জুলাইয়ের পালটা বিজেপির গণতন্ত্র হত্যা দিবসের কর্মসূচিতে দলীয় জনপ্রতিনিধিদের যোগদান অনেকটাই অনিশ্চিত হয়ে পড়বে বলে মনে করছে দল।

মতের অমিল

- ২১-২৬ জুলাই গণতন্ত্র হত্যা দিবস পালনের ঘোষণা করেছিলেন সুকান্ত
- ভোট পরবর্তী হিংসা ও মেয়রের সাম্প্রতিক মন্তব্যের প্রতিবাদে বিক্ষোভের ডাক দিয়েছিলেন শুভেন্দু
- কিন্তু শুভেন্দুর ওই প্রস্তাব খারিজ করে দেন সুকান্ত
- এদিন সুকান্তর ঘোষিত কর্মসূচিও এড়ালেন শুভেন্দু

শরণার্থীরা এলে ফেরাব না : মমতা

কলকাতা, ২১ জুলাই : আশ্রয় চেয়ে যদি কেউ এরাজ্যের দরজায় কড়া নাড়েন তাহলে বাংলা ফেরাবে না। রবিবার ধর্মতলায় ২১ জুলাইয়ের সমাবেশ থেকে বাংলাদেশের অস্থির পরিস্থিতির দিকে ইঙ্গিত করে এই বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রী ইতিমধ্যেই রাজ্য সরকারকে নির্দেশ দিয়েছেন, ওপার বাংলায় আটকে পড়া ভারতীয়দের এপারে ফেরানোর ব্যাপারে সহযোগিতা করতে। তিনি নিজের এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'সমস্যাদীর্ণ বাংলাদেশ থেকে আটকে পড়া কয়েকশো ভারতীয় এপারে ফিরছেন। আমি তাঁদের সবরকম সাহায্য ও সহযোগিতা করতে প্রশাসনকে নির্দেশ দিয়েছি।' হিলি সীমান্তের উদাহরণ দিয়ে তিনি জানিয়েছেন, সেখানে ৩০০ পড়ুয়া এসে পৌঁছেছেন। তাঁদের অধিকাংশই নিরাপদে গন্তব্যের দিকে রওনা হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ৩৫ জনের অবশ্য কিছু সাহায্যের প্রয়োজন ছিল। তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এদিকে, রাজ্য বিজেপির কো-ইনচার্জ অমিত মালব্য বলেছেন, 'অভিবাসন ও নাগরিকত্বের বিষয় কেন্দ্রীয় সরকারের এক্তিয়ারভুক্ত। মমতা কীভাবে অন্য দেশের লোককে স্বাগত জানাবেন? ইন্ডিয়া জোটের বদ পরিকল্পনাই হল, বেআইনি বাংলাদেশিদের পশ্চিমবঙ্গ ও ঝাড়খণ্ডে বসানো।'

চাকরিতে সংরক্ষণের বিরুদ্ধে আন্দোলনে গত কয়েকদিন ধরে অশান্ত বাংলাদেশ। হিংসা থামাতে পুলিশ ব্যর্থ হওয়ায় নামাতে হয়েছে সেনা। যদিও এদিনই সেদেশের সুপ্রিম কোর্ট চাকরিতে কোটা পদ্ধতির আমূল সংস্কারের নির্দেশ দেওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশে অবশেষে শান্তি ফেরার আশা দেখা গিয়েছে। এদিন তাঁর ভাষণের শেষ দিকে হঠাৎই মুখ্যমন্ত্রী বাংলাদেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে সতর্ক মন্তব্য করে প্রথমে বলেন, 'বাংলাদেশের পরিস্থিতি নিয়ে আমি কোনও কথা বলব না। যা বলার কেন্দ্রীয় সরকারই বলবে।' প্রতিবেশী দেশের সমস্যায় সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়ার প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, 'বাংলাদেশে যদি পড়াশোনা সূত্রে কেউ গিয়ে থাকেন বা চিকিৎসার জন্য গিয়ে আটকে পড়েন, তাহলে সব ধরনের সহযোগিতা করতে আমরা পাশে আছি। আমি এটুকু বলতে পারি কোনও অসহায় মানুষ বাংলার দরজায় খটখট করলে আমরা অবশ্যই আশ্রয় দেব।' কেন্দ্রীয় সরকারের যে এই ব্যাপারে কোনও আপত্তি থাকার কথা নয় তা বুঝিয়ে দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'এটা রাষ্ট্রসংঘের নিয়ম কেউ শরণার্থী হলে পার্শ্ববর্তী এলাকায় তাঁকে সম্মান জানানো হয়। অসমে একবার বোড়োদের সঙ্গে গোলমাল হয়েছিল। দীর্ঘদিন শরণার্থীরা আলিপুরদুয়ারে ছিলেন। আমিও তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম।' রাজ্যবাসীকে সতর্ক করে দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'বাংলাদেশ নিয়ে কেউ কোনও প্ররোচনায় পা দেবেন না। ওখানকার পরিস্থিতির জন্য আমার সহমর্মিতা রয়েছে। ছাত্রছাত্রীদের তাজা প্রাণগুলো চলে যাচ্ছে। আমরা খবর রাখছি।'

> বাংলাদেশে যদি পড়াশোনা সূত্রে কেউ গিয়ে থাকেন বা চিকিৎসার জন্য গিয়ে আটকে পড়েন, তাহলে সব ধরনের সহযোগিতা করতে আমরা পাশে আছি। আমি এটুকু বলতে পারি কোনও অসহায় মানুষ বাংলার দরজায় খটখট করলে আমরা অবশ্যই আশ্রয় দেব।
>
> **মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়**

৪৩৫টি বাস নিয়ে ব্রিগেডে অরূপ

বাঁকুড়া, ২১ জুলাই : একশো দলীয় সমর্থককে আকাশপথে দিল্লি নিয়ে গিয়ে এসি হোটেলে রেখে রীতিমতো চমক দিয়ে শপথ নিয়েছিলেন বাঁকুড়ার সাংসদ অরূপ চক্রবর্তী, যে আলোচনা এখনও রাজনৈতিক মহলে বর্তমান। এবার শহিদ দিবসে শুধুমাত্র বাঁকুড়ার লোকসভা কেন্দ্র থেকে ৪৩৫টি বাসে দলীয় সমর্থকদের নিয়ে ব্রিগেডের সভায় যোগ দিলেন অরূপ।

জেলার বিপুল সংখ্যক বাস ব্রিগেডমুখী হওয়ায় সারা জেলায় রবিবার সকাল থেকে কার্যত অঘোষিত বনধের চেহারা নিয়েছে। দোকানপাট খোলা থাকলেও যাত্রীবাহী বাসের কার্যত দেখা মেলেনি। স্বভাবতই এদিন বাজার ছিল ফাঁকা। খুব প্রয়োজন ছাড়া মানুষজন এদিন বাড়ি ছেড়ে বেরোননি।

সুপ্রিম রায়ে স্বস্তি এদেশে চিকিৎসায় আসা বাংলাদেশিদের

রিমি শীল

কলকাতা, ২১ জুলাই : রক্তস্নাত বাংলাদেশে সরকারি চাকরিতে সংরক্ষণ সংক্রান্ত মামলার রায় ঘোষণা করেছে রবিবার সেই দেশের সর্বোচ্চ আদালত। হাইকোর্টের নির্দেশ খারিজ করে বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্ট সরকারি চাকরিতে ৯৩ শতাংশ পদে মেধার ভিত্তিতে নিয়োগের নির্দেশ দিয়েছে। এই রায়ের পরই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন এরাজ্যে চিকিৎসা করতে আসা বাংলাদেশি নাগরিকরা। স্বজনরা পড়ে রয়েছেন ওপার বাংলায়। ইন্টারনেট সংযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ার দরুন তাঁরা যোগাযোগ করতে পারছেন না। কিন্তু মন পড়ে রয়েছে পদ্মাপারে। কারও ভিসার মেয়াদ শেষের পথে, আবার কারও নগদ অর্থ ফুরিয়ে এসেছে। উত্তাল বাংলাদেশে যেতে সীমান্ত কীভাবে পেরোবেন, তা নিয়ে উৎকণ্ঠায় দিন কাটছে। তবে সুপ্রিম রায়ের পর আন্দোলনের ঝাঁঝ কমবে বলেই আশায় বুক বাঁধছেন ওপার বাংলার নাগরিকরা।

দক্ষিণ কলকাতার বাইপাসের ধারে বেসরকারি হাসপাতালগুলিতে সারা বছরই বাংলাদেশের মানুষের যাতায়াত রয়েছে। অনেকে পরিস্থিতি অশান্ত হওয়ার আগেই এদেশে এসেছেন। কিন্তু ফিরতে পারছেন না। মুকুন্দপুরের বেসরকারি হাসপাতালে আসা যশোরের আতিয়ার রহমান ছলছল চোখে বললেন, 'এখানে চোখের চিকিৎসার জন্য ১৪ জুলাই এসেছি। তার মধ্যেই তো আন্দোলন শুরু হয়ে গেল। দুই ছেলে ঢাকায় রয়েছে। কী জানি কেমন আছে।'

সেদেশের বহু আন্দোলনের সাক্ষী থেকেছেন ৭২ বছরের প্রৌঢ় বিএম কাউসারউদ্দিন। যশোরের সিরাজসিঙ্গা গ্রামের এই প্রবীণের ধারণা, এই পরিস্থিতির নেপথ্যে শুধু সাধারণ ছাত্ররা নয়, রাজনৈতিক অভিসন্ধি কাজ করেছে।

অসুস্থ স্ত্রীকে রেখে হার্টের চিকিৎসা করাতে মুকুন্দপুরে এসেছিলেন চট্টগ্রামের মহম্মদ সেলিম। জানালেন, 'স্থলপথে ফেরা এখনই সম্ভব হবে না। তাই উড়ানে আগামীকালই ফিরব। বাড়িতে স্ত্রী অসুস্থ। এই ক'দিন কথাও বলতে পারিনি।' আইভিএফ পদ্ধতির চিকিৎসার জন্য এরাজ্যে এসেছেন দিনাজপুরের সাবিনা বেগম। মা সঙ্গে থাকলেও শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে যোগাযোগ করতে না পারায় উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন তিনি। বলেন, 'গতকাল স্বামীর সঙ্গে কথা বলতে পেরেছিলাম। ফিরতে আরও দু'মাস লাগবে। ততদিনে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবে বলে আশা।' দিনাজপুরের নবাবগঞ্জ উপজেলার সাজ্জাতুন্নেসারও বাড়ি ফিরতে তিন মাস সময় লাগবে। রবিবার সুপ্রিম কোর্টের রায় শুনে স্বস্তি ফিরেছে তাঁর মনেও। বললেন, '১৮ তারিখ এদেশে এসেছি। তিন-চারদিন আগে বাড়ির সঙ্গে কথা হয়েছিল। এবার মনে হয়, সব ঠিক হবে।'

> পাঁচদিন হল এদেশে এসেছি। সোমবার হাসপাতাল খুললে ডাক্তার দেখিয়ে বাড়ি ফিরব। সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়েই দিয়েছে। মনে হয় না সমস্যা হবে। আসলে স্বাধীনতা বিরোধী বিএনপি এই অশান্তি তৈরি করেছে। শুধু ছাত্ররাই জড়িত নয়, ওদের পিছনে উসকানি রয়েছে।
>
> **বিএম কাউসারউদ্দিন**

একুশের টানে অভিনব ভাবনায়। রবিবার কলকাতায়। ছবি : আবির চৌধুরী

এজেন্সির বিরুদ্ধে ডাক একুশের মঞ্চে

কলকাতা, ২১ জুলাই : শহিদ সমাবেশের মঞ্চ থেকে ফের কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাগুলিকে একযোগে আক্রমণ শানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। একইসঙ্গে বিচার ব্যবস্থার একাংশকেও আক্রমণ করে অভিষেক বলেন, 'বিজেপির সিবিআই, ইডি, আয়কর দপ্তর, বিচার ব্যবস্থার একাংশ আছে। কিন্তু আমাদের সঙ্গে জনতা জনার্দনের আশীর্বাদ আছে। তাই যতই বাধা আসুক আমরা লড়াই করব। বিজেপির কাছে মাথা নত করব না।' মমতা তাঁর ভাষণে বলেন, 'নির্বাচনের আগে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাগুলি সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। আমাদের অনেককে গ্রেপ্তার করেছিল। কিন্তু ইডি, সিবিআইকে লেলিয়ে দিয়ে আমাদের হারানো যাবে না। আমরা শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে লড়াই করব। কেউ অন্যায় করলে আমরা তা সমর্থন করি না। কিন্তু রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাকে বিজেপি ব্যবহার করছে।' অভিষেকের প্রশ্ন, এসএসসি দুর্নীতির ঘটনায় যদি পার্থ চট্টোপাধ্যায় গ্রেপ্তার হন, তাহলে নিট প্রশ্ন ফাঁস হওয়ার ঘটনায় কেন ধর্মেন্দ্র প্রধানকে গ্রেপ্তার করবে না সিবিআই? নিরপেক্ষ সংস্থা হলে তাই করা উচিত।

এদিন ভাষণের প্রথম থেকেই এজেন্সিকে তোপ দাগতে শুরু করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'সিবিআই, ইডিকে লোকসভা ভোটের আগে থেকে মাঠে নামানো হয়েছিল। চিত্রনাট্য তৈরি করে সন্দেশখালিতে নানা কুৎসা করা হয়েছিল। কিন্তু সন্দেশখালি যে লোকসভার মধ্যে পড়ে, সেই বসিরহাটে আমাদের প্রার্থী সাড়ে তিন লক্ষ ভোটে জয়ী হয়েছেন। তাই কোনওভাবেই সিবিআই, ইডিকে দিয়ে আমাদের রোখা যাবে না।' মমতা বলেন, 'অনেক চক্রান্ত হয়েছে। কেউ সত্যি দোষ করলে তার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ হতে পারে। কিন্তু রাজনৈতিকভাবে এই এজেন্সিগুলিকে কাজে লাগানো হচ্ছে।' অভিষেক সেই সুর ধরে রেখেই বলেন, 'এজেন্সি দিয়ে আমাকে কম হেনস্তা করা হয়নি। আমাকে তো হেনস্তা করেছেই, আমার স্ত্রী, কন্যা সন্তানকেও তারা বাদ দেয়নি। তবু আমি মাথা নোয়াইনি। আমি কারও কাছে মাথা নোয়াব না। মানুষের আশীর্বাদ নিয়ে আমি ডায়মন্ড হারবার কেন্দ্র থেকে সাত লক্ষের বেশি ব্যবধানে জয়ী হয়েছি। অথচ বিজেপি বলেছিল ডায়মন্ড হারবারে তৃণমূল নাকি তৃতীয় স্থানে থাকবে। আমি কথা দিচ্ছি, আমরা কারও কাছে মাথা নত করব না।'

তবে অভিষেক ও মমতার এই মন্তব্যের তীব্র কটাক্ষ করেছেন বঙ্গ বিজেপির সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। তিনি বলেন, 'কেউ অন্যায় করলে তাঁর বিরুদ্ধে এজেন্সি ব্যবস্থা নেবেই। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে যে সরকার চলছে, সেই সরকার কোনও দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দেয় না। তাই এইসব কথা বলে কোনও লাভ নেই।' সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম বলেন, 'যে অন্যায় করবে, তাঁর বিরুদ্ধেই ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। কয়লা, গোরু চোরদের বিরুদ্ধে যেমন ব্যবস্থা নেওয়া উচিত, তেমনই নিট কেলেঙ্কারিতে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধেও পদক্ষেপ করতে হবে।'

আকাশকে ঘরে ফেরানোর রোমাঞ্চকর কাহিনী

নির্মল ঘোষ

কলকাতা, ২১ জুলাই : এ যেন এক রোমাঞ্চকর সিনেমার কাহিনী। চোখের সামনে স্কুল, কলেজের সার্টিফিকেট পুড়তে দেখে তাৎক্ষণিক শোকে উন্মাদ হয়ে যাওয়া এক তরুণের জীবনের করুণ কাহিনী। পাগলের মতো রাস্তায় ঘুরতে থাকা তরুণকে উদ্ধার করে সুস্থ করার পর তাঁর পরিবারের কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার এক অসাধারণ প্রচেষ্টার গল্প। সৌজন্যে বীরভূমের বোলপুরের একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন ও হ্যাম রেডিও কর্তৃপক্ষ।

ছেঁড়া জামাকাপড় পরা এক তরুণকে ট্রাফিক কন্ট্রোল করতে দেখে তাঁর চিকিৎসার দায়িত্ব নেয় বোলপুরের স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা 'সুপ্রভাত ফাউন্ডেশন'। বছর তিনেক আগের ঘটনা। শুরু হয় চিকিৎসা। খানিক সুস্থ হওয়ার পর ওই তরুণ তাঁর নাম ও একটি কলেজের কথা বলেন। সেই সূত্র ধরে উত্তর ২৪ পরগনার রহড়া রামকৃষ্ণ মিশনের মহারাজের সঙ্গে যোগাযোগ করেন তাঁরা। ওই মহারাজই তখন হ্যাম রেডিও কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলেন। গোটা বিষয়টি জানান।

ওয়েস্ট বেঙ্গল রেডিও ক্লাবের সম্পাদক অম্বরীশ নাগ বিশ্বাস 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ'কে জানান, একত্রিশ বছর বয়সি ওই তরুণের নাম আকাশকুমার সাউ। উত্তর ২৪ পরগনার কাঁকিনাড়া মানিকপিরের বাসিন্দা আকাশের বাবা লক্ষ্মী সাউ দিনমজুর। অসুস্থ মা লোকের বাড়িতে কাজ করে সংসার চালান। কিন্তু অভাব সত্ত্বেও ছেলের পড়াশোনা চালিয়ে গিয়েছেন তাঁরা।

স্নাতক হওয়ার পর চাকরির খোঁজ করতে থাকেন আকাশ। তখনই জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাটি ঘটে। কাঁকিনাড়ায় তাঁরা যে বাড়িতে ভাড়া থাকতেন, সেই বাড়িওয়ালা ঘর খালি করার জন্য আকাশের বাবাকে চাপ দিতে থাকেন। একদিন তাঁদের ঘরে আগুনও লাগিয়ে দেন। চোখের সামনে দাউ দাউ করে পুড়তে থাকে তাঁদের একচিলতে ঘরটি। ঘরের মধ্যেই ছিল স্কুল-কলেজের সমস্ত সার্টিফিকেট। এভাবে চোখের সামনে সব কিছু পুড়তে দেখে বাকরুদ্ধ হয়ে পড়েন আকাশ ও তাঁর মা। সর্বস্ব হারানোর শোক সামলাতে না পেরে দিনকয়েক পর মারা যান তাঁর মা। সেই শোকেই প্রায় উন্মাদ হয়ে পড়েন আকাশ।

এরপর থেকেই আকাশকে লাঠি হাতে ট্রাফিক কন্ট্রোল করতে দেখা যায়। তখনই কোনও একদিন আপন খেয়ালে ট্রেনে চেপে ঘুরতে ঘুরতে বোলপুরে চলে আসেন। সেখানেই তাঁকে দেখতে পেয়ে সঙ্গে নিয়ে যান 'সুপ্রভাত ফাউন্ডেশন'-এর কর্ণধার সুমন্ত আইচ। শুরু হয় চিকিৎসা। নাম, ঠিকানা কিছুই বলতে পারছিলেন না আকাশ। কিছুদিন পরে অবশ্য তাঁর নাম ও কলেজের নাম বলেন তিনি। সেই সূত্র ধরেই রহড়া রামকৃষ্ণ মিশনের মহারাজের কাছে খোঁজখবর নেন সুমন্ত। কিন্তু মিশনের কলেজে আকাশের ভর্তি হওয়ার কোনও তথ্য মেলে না। তখনই মহারাজ হ্যাম রেডিও কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। ওয়েস্ট বেঙ্গল রেডিও ক্লাবের ভাইস প্রেসিডেন্ট হীরক সিনহা বলেন, 'আকাশের সঙ্গে কথা বলে কাঁকিনাড়ার কাছারি রোড ও ১২ নম্বর গলির কথা জানতে পারা যায়। সেইমতো খোঁজখবর নিয়ে মেলে আকাশের ঠিকানা।

কাঁকিনাড়ায় আকাশের মামা রোশন সাউ চাউমিন বিক্রি করেন। হারিয়ে যাওয়া ভাগ্নের খবর পেয়ে চোখে জল আসে তাঁর। বলেন, দু'একদিনের মধ্যেই বোলপুর থেকে আকাশকে নিয়ে আসবেন তিনি।

বোসকে এড়িয়ে শপথের সম্ভাবনা

কলকাতা, ২১ জুলাই : সোমবার বিধানসভায় চার তৃণমূল বিধায়কের শপথ পাঠ করাতে পারেন অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। বিধানসভা সূত্রে তেমনই ইঙ্গিত। অধ্যক্ষ জানিয়েছেন, সোমবার বিধানসভার কার্যনির্বাহী কমিটির বৈঠকে বিষয়টি চূড়ান্ত হবে। ওইদিন বিজেপির পরিষদীয় দলের বৈঠকে চলতি বিধানসভার অধিবেশনে দলের কৌশল নিয়ে নির্দেশ দেবেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

রাজনৈতিক মহলের মতে, লোকসভা ও ৬ বিধানসভা উপনির্বাচনের পর আসন্ন অধিবেশনকে ঘিরে শাসক-বিরোধী সংঘাতের জেরে আবারও উত্তপ্ত হতে চলেছে রাজ্য রাজনীতি।

সূত্রের খবর, সোমবার নবনির্বাচিত চার বিধায়ককেই দুপুর ১টার মধ্যে বিধানসভায় প্রস্তুত হয়ে আসতে বলা হয়েছে। সোমবার বেলা সাড়ে বারোটায় সর্বদল বৈঠকের পর, বিধানসভার চলতি অধিবেশনের 'বিজনেস' স্থির করতে বিজনেস অ্যাডভাইজারি কমিটির বৈঠক। অধ্যক্ষ বলেছেন, বিএ কমিটির বৈঠকেই শপথের বিষয়টি চূড়ান্ত হবে। সেই নিরিখে বিএ কমিটির বৈঠকে শপথের বিষয়টি আনুষ্ঠানিকভাবে চূড়ান্ত করে দুপুর ২টোয় অধিবেশনের শুরুতে শপথ অনুষ্ঠান হতে পারে। এদিকে, এবারও সর্বদল বৈঠকে যোগ দিচ্ছে না বিজেপি।

সোমবার, ৬ শ্রাবণ ১৪৩১, ২২ জুলাই ২০২৪

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

■ ৪৫ বর্ষ ■ ৬৫ সংখ্যা

পদ্মে ডামাডোল

একুশে জুলাইয়ের সফল সমাবেশের পর তৃণমূল আরও উজ্জীবিত। অথচ বিজেপি শিবিরের অবস্থা ছন্নছাড়া, দিশাহারা। রাজ্য নেতাদের পরস্পরের মধ্যে কোনও সদ্ভাব নেই। একজন প্রকাশ্যে আরেকজনের মুণ্ডপাত করছেন। নেতাদের পরস্পরবিরোধী কথাবার্তায় দলের কর্মী-সমর্থকরা বিভ্রান্ত, হতাশ।

২০২৩-এর পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর থেকে তৃণমূলকে লোকসভা ভোটে টেক্কা দেওয়ার প্রস্তুতি শুরু করেছিল বিজেপি। পর্যাপ্ত কেন্দ্রীয় বাহিনীর উপস্থিতিতে লোকসভা ভোট হলে জয় তাঁদের হাতের মুঠোয় বলে বড় আশায় ছিলেন রাজ্য বিজেপির নেতারা। এবার লোকসভা ভোটে কেন্দ্রীয় বাহিনী এসেও ছিল কাতারে কাতারে। তার ওপর একটি ছাড়া সব বুথফেরত সমীক্ষা বাংলায় তৃণমূলের তুলনায় বিজেপিকে অনেক এগিয়ে রেখেছিল।

কিন্তু ফলপ্রকাশ হতে দেখা গেল, রাজ্যে সবুজ ঝড়। ৪২ আসনের মধ্যে ২৯টিই ঘাসফুলের দখলে। পদ্মের দখলে মাত্র ১২টি। ২০১৯-এর ভোটের থেকে ৬টি কম। বরানগর ও ভগবানগোলা বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনেও জয়ী তৃণমূল। বিপর্যয়ের এই ধাক্কা সামলাতে না সামলাতে রাজ্যের আরও চার বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনেও গোহারা হারল বিজেপি।

লোকসভা ও ছয় বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে এই ভরাডুবির পর রাজ্য বিজেপির জাহাজ কার্যত টলোমলো। রাজ্য নেতাদের মধ্যে ঝামেলা আগে থেকেই ছিল। লোকসভা ভোটের প্রার্থী মনোনয়নে সেটা বোঝা যায়। ২০১৯-এর ভোটে সাফল্যের কান্ডারি, প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষকে তাঁর পুরোনো কেন্দ্র মেদিনীপুর থেকে সরিয়ে পাঠানো হল বর্ধমান-দুর্গাপুর কেন্দ্রে। প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী দেবশ্রী চৌধুরীকেও রায়গঞ্জ থেকে সরিয়ে মনোনয়ন দেওয়া হল কলকাতা দক্ষিণে।

রায়গঞ্জে কিন্তু বিজেপিই জিতেছে লোকসভা ভোটে। মাঝখান থেকে প্রার্থী মনোনয়নে অপরিণামদর্শী কার্যকলাপে বিজেপির হাতছাড়া হল বেশ কিছু আসন। মোদি-শা, নাড্ডাদের বাংলায় প্রায় ডেলি প্যাসেঞ্জারি, গরমের মধ্যে সভা, রোড শো ইত্যাদি সবই মাঠে মারা গেল। অথচ ২০১৯ সালে বাংলায় বিজেপির সাফল্য হাইকমান্ডকে বিস্মিত করেছিল।

এবার ভোটের পর শুরু হয়েছে রাজ্য নেতাদের মধ্যে কাদা ছোড়াছুড়ি। যিনি ভোটের আগে প্রতি সপ্তাহে দিল্লি গিয়ে প্রার্থী বাছাই থেকে শুরু করে যাবতীয় খুঁটিনাটি বলে আসতেন, সেই শুভেন্দু অধিকারী এখন বলছেন, 'আমি সংগঠনের কেউ নই।' অর্থাৎ ভরাডুবির দায় তাঁর নয়। উলটোদিকে সুকান্ত মজুমদার বলছেন, নির্বাচনের ফলাফলে সংগঠনের ভূমিকা ২৫ শতাংশ। অর্থাৎ দায় নিতে চাইছেন না তিনিও।

বাংলার বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা প্রশ্ন তুলছেন, প্রতিষ্ঠান-বিরোধী হাওয়া থাকা সত্ত্বেও এই বিপর্যয় কেন? তার ওপর রাজ্য কর্মসমিতির বৈঠকে শুভেন্দুর মন্তব্যকে কেন্দ্র করে গেরুয়া শিবির তোলপাড়। শুভেন্দু বলেছিলেন, 'সবকা সাথ, সবকা বিকাশ আর নয়। যো হামারি সাথ, হাম উনকো সাথ। সংখ্যালঘু মোর্চা রাখারই দরকার নেই।' একই বৈঠকে সুকান্ত বলেন, 'শুভেন্দুদা যা বলেছেন, সেটা তাঁর ব্যক্তিগত মত। দলের মত নয়।'

শুভেন্দুকে সংখ্যালঘু মোর্চার সভাপতি জামাল সিদ্দিকীর কটাক্ষ, 'নতুন এসেছেন, আগে দলকে জানুন।' মোট কথা, শুভেন্দুর মন্তব্য নিয়ে বেশ জলঘোলা হচ্ছে। বিজেপি হাইকমান্ড শুভেন্দুর ওপর বিরক্ত, কিন্তু সংঘ কার্যত শুভেন্দুর পাশে দাঁড়িয়েছে। পাশে দাঁড়িয়েছেন প্রবীণ নেতা তথাগত রায়ও। দিন কয়েক আগে শুভেন্দু একুশে জুলাই গণতন্ত্র হত্যা দিবস পালনের ডাক দিয়েছিলেন। কিন্তু সুকান্ত সরাসরি তা খারিজ করে দেন।

আবার হাইকমান্ড তাঁকে কোনও কাজ না দেওয়ায় দিলীপ ঘোষ হতাশ। রাজ্য বিজেপিতে ডামাডোল চলছে। যতজন নেতা, ততগুলো গোষ্ঠী। পরিস্থিতি যেদিকে গড়াচ্ছে, তাতে আগামীদিনে গভীর সংকটে পড়তে পারে বঙ্গ বিজেপি। কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের হস্তক্ষেপেও লাগাম পরবে কি না সন্দেহ।

অমৃতধারা

বেদান্তের মূল কথা হচ্ছে আত্মবিশ্বাস। আধ্যাত্মিকতা মানে নির্ভীকতা, আধ্যাত্মিকতা মানে দুর্বলতা নয়। আধ্যাত্মিক জগতের মূল কথা হচ্ছে-নিজের মনকে তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখ, মন কী চাইছে। গুরু নয়, শাস্ত্র নয়, তোমার মনই তোমায় আসল কথা বলে দিচ্ছে। আমরা যে দোষারোপ করি, সেটাই তো বড় দোষের। উচ্চ সত্যের কথা যাঁরা বিশ্বাস করেন না, ভাবেন-আহার, নিদ্রা আর ভোগ, এছাড়া আর কিছু নেই পৃথিবীতে, এদেরই বদ্ধজীব বলা হয়, অজ্ঞানী জীব বলা হয়। আধ্যাত্মিক শাস্ত্রে বলেছে, তাঁরা চোখ ঢাকা বলদের মতো বদ্ধ।

- ভগবান

গভীর অসাম্যের মূলে সেই কর ব্যবস্থা

নির্মলা সীতারামন টানা সপ্তমবার বাজেট পেশ করবেন। যা রেকর্ড। তাঁর সপ্তসিন্ধু কী দিকনির্দেশ দেয়, সেটা বড় প্রশ্ন।

সুপর্ণ পাঠক

কী চান আপনি বাজেটে? খবরের কাগজের পাতা বা টিভি খুললেই এই প্রশ্নটা দেখতে দেখতে আমাদের চোখ পচে গিয়েছে। একই সঙ্গে উত্তরগুলোও সেই একই রকম। "ট্যাক্স কমা উচিত"। বা এই জাতীয় কিছু। কিন্তু ট্যাক্স কমলে লাভটা কী হবে তার কিন্তু খুব স্পষ্ট উত্তর সাধারণভাবে আমরা দিতে পারি না। অথচ কাউকে যদি প্রশ্ন করা হয়, কর কমলে সরকার তার খরচ চালাবে কী করে? তা হলে যে উত্তরটা পাওয়া যায় তা চোখে আঙুল দিয়ে বলে দেয় যে, এ ব্যাপারে পরিষ্কার ভাবার কোনও পরিসরও আমাদের দৈনন্দিন যাপনের মধ্যে নেই।

অথচ এই কর বিন্যাসই কিন্তু আমাদের দৈনন্দিন এবং ভবিষ্যৎ জীবনের অন্যতম নির্ধারক। কর ব্যবস্থাই দেশের আর্থিক যাত্রার অন্যতম নির্দেশক।

ব্যাপারটাকে আমরা যদি অন্যভাবে দেখি? ধরা যাক আপনার সন্তানের উচ্চশিক্ষার কথা। আপনার সন্তান ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে চায়। আপনি কী চাইবেন? চাইবেন সে যেন সরকারের টাকায় চলে এমন বিশ্ববিদ্যালয়েই পড়ুক। ধরা যাক সে আইআইটি বম্বেতে পেয়ে গেল। আপনি তো আত্মহারা। কিন্তু যেই পড়ার খরচের কথা শুনলেন তখনই গুটিয়ে গেলেন। কারণ আপনি যে টাকা আয় করেন তাতে চার বছরে ১১ লক্ষ টাকার আশপাশে খরচ। বার্ষিক প্রায় তিন লক্ষ টাকার গচ্চা।

প্রথমে যখন ছেলের সুযোগ পাওয়ার কথা শুনেছিলেন, তখন কিন্তু আপনার মাথায় 'গচ্চা' শব্দটা আসেনি। কিন্তু বার্ষিক তিন লক্ষের খরচ শুনে আপনার মাথায় হাত। আর তখনই গচ্চা শব্দটা মাথায় ঘুণপোকার নিরবচ্ছিন্ন ঘ্যানঘ্যানে কাঠ খেয়ে চলার আওয়াজের মতো ঘুরতে লাগল। ঘুরবে নাই বা কেন? আপনি যে খবরের কাগজে পড়ে ফেলেছেন ওই আইআইটি'র ৩৩ শতাংশ ছাত্রের চাকরি জোটেনি। তাই ব্যাংক থেকে ধার করে ছেলেকে আইআইটিতে পড়ানোর সুযোগও আপনাকে ধন্ধে ফেলে দিয়েছে।

বাজেটের সঙ্গে এর কী সম্পর্ক? সম্পর্ক তো সোজা। বাজেট হল সরকারের আয়ব্যয়ের হিসাব। আর আইআইটি সরকারের সাহায্যপুষ্ট সংস্থা। তাই সরকার যদি আগের মতোই আরও বেশি খরচ বহন করে তাহলে সাধারণ ঘরের মেধাবী ছেলেমেয়েদের বাবা-মায়েরাও দু'বার ভাববেন না আইআইটি'র মতো দেশের গর্বের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষার সুযোগ নেওয়ার ব্যাপারে। তাতে শিক্ষা শেষে চাকরি পেতে কয়েক মাস অপেক্ষা করতে হোক বা না হোক।

আর প্রশ্নের সিঁড়ি তৈরি হচ্ছে এখান থেকেই। যে দেশের সরকার বিশ্বের প্রথম পাঁচটি আর্থিক শক্তিধর দেশগুলোর অন্যতম সে দেশের অন্যতম সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পড়াতেও সাধারণ মানুষ দ্বিধান্বিত হয়ে পড়ছেন কেন? কেনই বা বিশ্বের অন্যতম আর্থিক শক্তিধর দেশের অন্যতম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ৩৩ শতাংশ ছাত্রের স্থান নেই কাজের বাজারে? মাথায় রাখতে হবে, এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটি বিশ্বের প্রথম ১৫০টি সেরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের তালিকায় নিজের জায়গা করে নিয়েছে।

এই দুটো প্রশ্নের উত্তরই পাওয়া উচিত আমাদের কর ব্যবস্থা থেকেই। সাধারণ মানুষ হিসাবে আমরা তো আশা করতেই পারি যে, বিশ্বের অন্যতম আর্থিক শক্তির নাগরিক হিসাবে আমাদের সন্তানরা যদি যোগ্য হয়, তাহলে তারা দেশের শ্রেষ্ঠ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শুধু পড়তেই পারবে তাই নয়, জীবন গড়ার সুযোগও পাবে অনায়াসে। কিন্তু বাস্তব চিত্রটা অন্যরকম। বেশ কঠিন ও করুণ।

বিশ্বব্যাংকের হিসাবে কর ও জাতীয় উৎপাদনের অনুপাত ১৫ শতাংশের নীচে হলে সেই দেশের দীর্ঘকালীন উন্নয়ন সুষম হয় না। কারণ এর ফলে সরকারের হাতে দেশ গড়ার জন্য যে আয় থাকার প্রয়োজন তা সরকারের হাতে থাকে না। এটা বোঝার জন্য আমাদের বিরাট কোনও অর্থনীতি বোঝার দরকার নেই। সংসারের খরচের অঙ্ক থেকেই তা বুঝতে পারি আমরা। পকেটে যথেষ্ট রেস্ত থাকলে বেসরকারি ইংরেজি স্কুল, না হলে কোনও সাধারণ স্কুল। না। তার মানে এই নয় যে, সাধারণ স্কুলে পড়লেই সন্তান গোল্লায় যাবে এবং অন্য যাত্রায় তার ভাগ্যে সোনা ফলবে। কিন্তু ঘটনাটা হল এই যে, আপনার সংসারের দৈনন্দিন খরচের কথা মাথায় রেখেই বাকি রাস্তা হাঁটেন। তাতে আপনার মনে যতই কষ্ট হোক না কেন।

সরকারের ক্ষেত্রেও তাই। বিশ্বের অন্যতম আর্থিক শক্তিধর ভারতের রাজকোষে কিন্তু কর বাবদ যে টাকা আসে তা কিন্তু তার শক্তির সমানুপাতিক নয়। আমাদের কর অনুপাত ১১.৭ শতাংশ। বিশ্বব্যাংকের অঙ্ক বলছে, যে সমস্ত দেশের এই কর অনুপাত ১২ শতাংশের কম তাদের একটা বড় অংশই ভোগে নানা অশান্তিতে। আমাদের দেশ এই অঙ্কে কিন্তু একদম সীমানাতেই।

আরও একটা ধন্ধের তথ্য। আমরা কাদের সঙ্গে এক পাতে বসার কথা বলছি? সরকারের দাবি অনুযায়ী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি বা ইংল্যান্ড এদের সঙ্গেই তো। শুধু তাই নয়, আমাদের দাবি এদের মধ্যে অনেককেই আমরা পিছনে ফেলে দেব আগামী কয়েক বছরের মধ্যেই! কিন্তু দেখুন আমাদের প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকদের মাত্র ২ শতাংশ আয়কর দিয়ে থাকেন। অথচ মার্কিন দেশে দেন ৫০.১৭ শতাংশ, ফ্রান্সে ৭৮.৩ শতাংশ, ইংল্যান্ডে ৫৯.৭ শতাংশ এবং জার্মানিতে ৬১.৩ শতাংশ!

সুষম কর ব্যবস্থার অন্যতম লক্ষ্য হল, যার যত আয়, তার কাছ থেকে তত কর নিয়ে শিক্ষা ইত্যাদি পরিকাঠামো উন্নতিতে ব্যবহার। এমনভাবে যাতে দেশের সামগ্রিক সুষম উন্নয়নকে সুগম করে। উন্নয়ন মানে এটা নয় যে, দেশের সামগ্রিক সম্পদ বাড়ল, কিন্তু রইল মাত্র কিছু সংখ্যক নাগরিকের কুক্ষিগত হয়ে।

কর দিতে আয় লাগে। দেখা যাক বিশ্বের অন্যতম আর্থিক শক্তিধর দেশের নাগরিকদের আয়ের সরকারি খতিয়ান। মাস গেলে যে নাগরিকের আয় ২৫,০০০ টাকা তিনি আয়ের অঙ্কে দেশের জনসংখ্যার শীর্ষ ১০ শতাংশের একজন! দেশের অসাম্য নিয়ে ২০২২ সালের সরকারি সমীক্ষা বলছে এই কথা। যিনি ২৫০০০ টাকা মাস গেলে ঘরে আনেন, তিনি সংসার চালাতেই গলদঘর্ম হয়ে যান। তারপরে গিয়ে ভাবার পরিসর তাঁর কতটুকুই বা।

এইবার ভাবুন আর একটি অঙ্কের কথা। যেখানে দেখা যাচ্ছে করের ভার আয়ের শীর্ষে যাঁরা আছেন তারা নন, এই ভার আসলে বহন করছেন মধ্যবিত্তরা।

ফেরা যাক শিক্ষার সুযোগকে সূচক ধরে দেশের নাগরিক জীবনের সুযাপনের গল্পে। যাঁর আয় ২৫ হাজার টাকা মাসে এবং দেশের শীর্ষ ১০ শতাংশ আয় করেন গোষ্ঠীর অংশ, তাঁকেও কিন্তু সন্তানকে ভালো শিক্ষা দিতে গেলে ঘটিবাটি পণ করেই পা ফেলতে হয়!

আমাদের কর ব্যবস্থা যে দেশের গভীর অসাম্যের মূলে, তা কিন্তু আমাদের নিজেদের জীবন দিয়েই বুঝতে পারি। হয়তো কীভাবে তা হয়েছে তা বোঝার জন্য যে গভীর অর্থনীতি চর্চার প্রয়োজন তা আমাদের না থাকতে পারে, কিন্তু এই প্রশ্নটা তো আমরা করতেই পারি যে, 'বিশ্বের যে সমস্ত দেশের সঙ্গে এক পাতে বসার দাবি আমরা করি, তাদের মধ্যে কোন কোন দেশের সর্বোচ্চ ১০ শতাংশ আয়ের অংশীদার হয়ে নাগরিককে ঘটিবাটি বেচে সন্তানের শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হয়?'

কিন্তু আমরা এই প্রশ্ন করি না। করলে কিন্তু আমাদের এই অবস্থা হত না। সুষম কর ব্যবস্থার অন্যতম লক্ষ্য হল, গোদা বাংলায়, যার যত বেশি আয় তার কাছ থেকে কর বাবদ তত টাকা নিয়ে শিক্ষা ইত্যাদি নানা পরিকাঠামো উন্নতিতে ব্যবহার করা। এমনভাবে যাতে তা দেশের সামগ্রিক সুষম উন্নয়নের রাস্তা সুগম করে। উন্নয়ন মানে এটা নয় যে, দেশের সামগ্রিক সম্পদ বাড়ল কিন্তু তা রইল মাত্র কিছু সংখ্যক নাগরিকের কুক্ষিগত হয়েই। আর বৃহত্তর অংশ রইল বঞ্চিত হয়েই! এই বাজেটে কিন্তু এর উত্তর আশা করা বৃথা। কারণ আমরা সুষম কর ব্যবস্থার দাবি কখনোই স্পষ্ট করে তুলিনি। চাইনি সুষম বৃদ্ধি ও সুযোগ যাতে আমাদের সন্তান অন্তত থাকে দুধেভাতে।

(লেখক অর্থনীতি বিশেষজ্ঞ, সাংবাদিক)

আজ

১৯২৩

অভিনেত্রী সুমিত্রা দেবীর জন্ম ১৯২৩ সালে আজকের দিনে।

১৯৮৫

১৯৮৫ সালে আজকের দিনে প্রয়াত হন অভিনেত্রী মহুয়া রায়চৌধুরী।

আলোচিত

কখনও শুনেছেন, টাকা দিয়ে মন্ত্রক দেয়নি? জীবনে কখনও শুনিনি টাকা দিয়ে দল কিনে নেওয়া যায়। মন্ত্রিত্ব না দিয়ে পার পাওয়া যায়। এটাই বিজেপি। আর এইসব লোকেরাও টাকার কাছে সম্মান বিকিয়ে দেয়।

- মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

ভাইরাল/১

ক্রাউডস্ট্রাইক আপডেটের কারণে মাইক্রোসফটের সার্ভারে বিভ্রাট ঘটে। এর জেরে বিশ্ব বাণিজ্য কতটা প্রভাবিত হয়েছে তা বোঝাতে একটি মিম পোস্ট করেছেন আনন্দ মাহিন্দ্রা। দেখা যাচ্ছে, দুই আধিকারিক মহিষের পিঠে চড়ে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছেন। হাস্যকর মন্তব্যের ফুলঝুরি উড়িয়েছেন নেটিজেনরা।

ভাইরাল/২

ডোনাল্ড ট্রাম্পকে গুলি করার ঘটনার পুনর্নির্মাণ করেছে উগান্ডার বাচ্চারা। 'শিশু' ট্রাম্প বক্তৃতা দিচ্ছে। পাশে নিরাপত্তারক্ষীরা। হঠাৎ 'আওয়াজ' শুনে লুকিয়ে পড়ে তারা। পরে নিরাপত্তারক্ষীদের ঘেরাটোপে যাওয়ার সময় মুষ্টিবদ্ধ হাত উঁচিয়ে 'ফাইট', 'ফাইট' চ্যাঁচাতে থাকে নকল ট্রাম্প।

জনমন জনমত

ক্রিকেটেই শুধু টাকা

রোহিত শর্মার টিম ইন্ডিয়া বিশ্বকাপ জিতে বিসিসিআইয়ের থেকে পুরস্কারস্বরূপ ১২৫ কোটি টাকা পেয়েছে। এছাড়া আইসিসির প্রাইজ মানি ২০.৪২ কোটি টাকা। অন্যান্য স্পনসরদের দেওয়া অর্থের হিসাবটা জানা নেই ফলে সেটা নিয়ে আলোচনা করার অবকাশ নেই।

এইসব দেখলে মনে হয় টাকা উপার্জন করা কত সহজ বিষয়! বাকি খেলার কী অবস্থা তা তো আমরা সবাই জানি। কিন্তু জেতার পর কে কত টাকা পায় জানেন? যেমন, নীরজ চোপড়া বিশ্ব মিটে দুই শতাধিক দেশের খেলোয়াড়দের উপস্থিতিতে এবং ৫ বিলিয়ন দর্শকের সামনে স্বপ্নের থ্রো করে গোল্ড মেডেল পাওয়ার পর পেয়েছিলেন মাত্র ৫৮ লক্ষ টাকা। এটা বিমাতৃসুলভ ব্যবহার না? ফুটবল, হকি, অ্যাথলেটিক্স, টেনিস বা টেবিল টেনিস খেলার সঙ্গে কোনও আকর্ষণীয় স্পনসর নেই যে! তাই জিতলে এত টাকা নেই। কেন খেলবে এইসব খেলা?

আরেকটা উদাহরণ না দিলেই নয়। আমার পুত্রবধূ সাগরিকা মুখোপাধ্যায় জাতীয় স্তরের টেবিল টেনিস খেলোয়াড়। জানুয়ারি মাসে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জাতীয় স্তরের বিজয়ী খেলোয়াড়দের খেলাশ্রী সম্মান সহ আর্থিক পুরস্কার দিয়েছেন। সাগরিকা সিলভার ও ব্রোঞ্জ দুটি পদক পেয়ে আর্থিক পুরস্কারের দাবিদার ছিল। সেইমতো সম্মাননা ও আর্থিক পুরস্কার নিতে গিয়ে দেখে পুরস্কারের অঙ্কটা চেকে ভুল লেখা। সেই মুহূর্তে কর্মকর্তাদের বিষয়টা জানানো হয়। তাঁরা ভুল স্বীকার করে চেকের অঙ্কটা ঠিক করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওর হাতে পৌঁছে দেবেন বলে কথা দেন। কিন্তু সাত মাস পরেও সেই টাকা সাগরিকার হাতে পৌঁছায়নি।

ফলে কী আর করা, চলো ক্রিকেট খেলি...।

অসীম অধিকারী, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি।

বেথানি মিশন স্কুলের অপমৃত্যু

উত্তর দিনাজপুর জেলায় ইংরেজিমাধ্যম স্কুল শিক্ষা প্রবেশ করে রায়গঞ্জের বেথানি মিশন স্কুলের হাত ধরে। কলা, বিজ্ঞান ও বাণিজ্য বিভাগ নিয়ে এই স্কুলটি শেষ সাত বছরে উত্তর দিনাজপুর জেলায় সেরা রেজাল্ট দিয়ে এসেছে কলা বিভাগে। এবছর ৪ জানুয়ারি জানা যায় যে, বেথানি মিশন স্কুল বিক্রি হয়ে গিয়েছে বা লিজে দেওয়া হয়েছে অন্ধ্রপ্রদেশের একটি প্রতিষ্ঠানকে। এতে প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের অতীত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হল এবং একইসঙ্গে স্কুলের ঐতিহ্যও বিক্রি হয়ে গেল। কত সহস্র স্মৃতি চাপা পড়ে গেল ঝাঁ চকচকে নতুন কর্পোরেট স্কুলের গ্ল্যামারে।

তাহলে কি বেথানির মানুষ তৈরির আদর্শ চাপা পড়ে গেল চিরকালের মতো? 'তোমার আলো মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ুক' বলা বেথানি মিশন স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা জনি ইমান্যুয়েলের দৈহিক মৃত্যুর সঙ্গে কি সব হারিয়ে গেল? তাঁর উত্তরসূরিরা কি এগুলো ভাবলেন না, নাকি আবেগ, ইতিহাস, ঐতিহ্য - এগুলোর আর মূল্য নেই সেভাবে? সংশ্লিষ্ট শিক্ষা দপ্তর নির্বিকার থেকেছে বলেই এভাবে অতীত ইতিহাস মুছে গেল। মাঝে পড়ে রইল এই স্কুলের ৪৭ বছরের আরও অজস্র টুকরো ইতিহাস।

বিনয় লাহা, রায়গঞ্জ, উত্তর দিনাজপুর।

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

ঘন মেঘের আড়ালেই মুক্তিতীর্থ বক্সা

হিজলি ডিটেনশন ক্যাম্পের সৌভাগ্য হল না পরাধীন ভারতের প্রথম ডিটেনশন ক্যাম্প বক্সা-র। অথচ বক্সা আরও আগের।

শৌভিক রায়

'ডিটেনশন ক্যাম্প' শব্দবন্ধ শুনলেই শিরদাঁড়ায় স্রোত নামে আজও। নারকীয় পরিবেশ, চরম অত্যাচার আর অভিশপ্ত ইতিহাস নিয়ে এই দেশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে অতীতের বেশ কিছু ডিটেনশন ক্যাম্প। আমাদের বক্সা দুর্গ যেমন। আন্দামানের সেলুলার জেলের মতো না হোক, কুখ্যাতিতে বক্সা পিছিয়ে থাকেনি।

স্বাধীনতার পঁচাত্তর বছর পার করে, আজ বক্সা দুর্গ দেখলে, কেন জানি না হিজলি ডিটেনশন ক্যাম্প চোখে ভাসে। সেটি ছিল পরাধীন দেশের দ্বিতীয় ডিটেনশন ক্যাম্প। তৈরি হয়েছিল ১৯৩০ সালে। বক্সা দুর্গের অনেক পরে।

কিন্তু আজ কোথায় হিজলি ডিটেনশন ক্যাম্প আর কোথায় বক্সা দুর্গ! রক্ষণাবেক্ষণের দীর্ঘ অভাবে ভগ্নপ্রায় বক্সা দুর্গের বেহাল অবস্থা কমবেশি অনেকেই জানেন। সম্প্রতি অবশ্য কিছু প্রচেষ্টা সেখানে দেখা যাচ্ছে। কিন্তু বহু কিছুই হারিয়ে গিয়েছে।

এমনিতে এই গতির যুগেও বক্সায় পৌঁছানো যথেষ্ট কঠিন। ওই অঞ্চলের বাসিন্দারা এখনও আধুনিক জীবনের সুযোগসুবিধে থেকে বঞ্চিত। পায়ে হাঁটা উঁচুনীচু পথ, পাহাড় কেটে সামান্য চাষবাস আর দিনগত পাপক্ষয় যেন সেই কবে থেকেই বক্সার নিয়তি! অথচ আলিপুরদুয়ারের আগে বক্সা ছিল অবিভক্ত জলপাইগুড়ি জেলার মহকুমা। কিন্তু ফালাকাটার মতোই বক্সা হারিয়েছিল মহকুমার মর্যাদা।

দুর্গম বক্সা দুর্গে, পরাধীন ভারতে বন্দি ছিলেন ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তীর মতো প্রখ্যাত স্বাধীনতা সংগ্রামী। পরবর্তীতে স্বাধীন ভারতে কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়কেও এখানে অন্তরিন করা হয়। কিন্তু বক্সা বরাবর অবহেলিত থেকে গিয়েছে। আজকের বক্সা দুর্গ আক্ষরিক অর্থেই খণ্ডহর। জাতীয় সৌধ ঘোষিত হলেও দেশের প্রথম ডিটেনশন ক্যাম্পের ভাগ্য যেন বরাবরই মন্দ!

অন্যদিকে, অতীতের হিজলি ডিটেনশন ক্যাম্প কিন্তু আজ দেশের 'প্রিমিয়াম' প্রতিষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত। কেননা এখান থেকেই শুরু হয়েছিল খড়্গপুর আইআইটি'র জয়যাত্রা। স্বাধীনতার পর ১৯৫১ সালে এই ক্যাম্পেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল রাজ্য তথা দেশের অন্যতম সেরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটি। ডিটেনশন ক্যাম্পকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পরিণত করবার এরকম দৃষ্টান্ত আর নেই বললেই চলে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রীর প্রস্তাব বাস্তবায়িত হয়েছিল স্বাধীন ভারতে। সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুও। বিরাট ক্যাম্পাসের মধ্যে নির্দিষ্ট সেই ভবনটি এখন 'নেহরু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সংগ্রহশালা' নামে পরিচিত। দ্রষ্টব্যও প্রচুর। স্বাধীনতা দিবসে খড়্গপুর আইআইটি'র মূল অনুষ্ঠান এই সংগ্রহশালার সামনেই হয়ে থাকে। চলে অন্যান্য কাজও। সংগ্রশালার উলটোদিকের খুপরি খুপরি সেলগুলিতে দেখা যায় 'বন্ডেজ টু ফ্রিডম, দ্য নেশনস জার্নি' লেখা প্ল্যাকার্ড।

এতটা না হলেও বক্সা দুর্গের জন্য হয়তো অনেক কিছুই করা যেত। দুর্ভাগ্য হল, 'করা' তো অনেক দূরের বিষয়, রাজ্য ও দেশবাসীর কাছে আমরা বক্সাকে আজও সেভাবে পৌঁছে দিতে পারিনি। অধিকাংশ মানুষই জানেন না তার কথা।

দেশের স্বাধীনতার ৭৫ বছরে বহু কারাগার, ক্যাম্প নতুন করে সেজে উঠেছে। কলকাতার আলিপুর জেল আজ অনবদ্য মিউজিয়ামে পরিণত। আন্দামানের সেলুলার জেলে গিয়ে দেখেছি কতটা সযত্নে রক্ষিত সেটি। তুলনায় বক্সার ক্ষেত্রে আমরা যেন উদাসীন। অবশ্যই কিছু সংস্কার হয়েছে। সেকথা স্বীকার করতেই হয়। কিন্তু সেটি যথেষ্ট নয়। স্বাধীনতা আন্দোলনে তাই অন্যতম মুক্তিতীর্থ বক্সা, ভুটান পাহাড়ের ঘন মেঘের অন্তরালেই রয়ে গেল যেন!

(লেখক কোচবিহারের বাসিন্দা। শিক্ষক)

শব্দরঙ্গ ■ ৩৮৯২

১		২	★	৩	★	★	★
	★	৪			★	৫	৬
৭			★		★	★	
★	★	★	★	৮			
৯			১০	★	★	★	★
	★	★		★	১১		১২
১৩		★	১৪			★	
★	★	★		★	১৫		

পাশাপাশি : ১। বাংলা বছরের একটি মাস ৪। ঠগ, প্রতারক ৫। খাওয়াদাওয়া, ভোজন ৭। অনুগ্রহ, করুণা, সাঁওতালি উৎসব বিশেষ ৮। বিবিকে প্রিয় সম্বোধন, আদুরে বিবি ৯। ভূসম্পত্তি, জমি-জিরেত ১১। গাড়ুজাতীয় জলপাত্র ১৩। শাঁখ, শঙ্খ ১৪। তরল পদার্থের মাপবিশেষ ১৫। লঘু, ঠাট্টা ইয়ার্কি করে এমন, ফাজিল, প্রবঞ্চক।

উপর-নীচ : ১। আড্ডা, মজলিশ ২। সমাপ্তি, শেষ, খুন ৩। নাকে পরার গয়না ৬। চালাক, চতুর ৯। আড়ম্বর, ঘটা, জেল্লা ১০। শুভপ্রদ, কল্যাণকর, মঙ্গলগীতি ১১। ক্ষীর চিনি ও বাদামে তৈরি চারকোনা মিঠাইবিশেষ ১২। ঢালু, নীচু, নিম্নমুখী।

সমাধান ■ ৩৮৯১

পাশাপাশি : ১। খানদান ৩। বাহবা ৫। নবনবতি ৭। নানান ৯। রকম ১১। মানবজাতি ১৪। বনাত ১৫। কপিঞ্জল।

উপর-নীচ : ১। খানাপিনা ২। নন্দন ৩। বাথান ৪। বাইতি ৬। বর্ণিক ৮। নাদান ১০। মনজিল ১১। মাধব ১২। বরাত ১৩। তিলেক।

বিন্দুবিসর্গ

সর্বদল বৈঠকে বিরোধের ছায়া

বিশেষ মর্যাদা চেয়ে অনড় শরিকরা

নয়াদিল্লি, ২১ জুলাই : ‘অল ইজ ওয়েল’ কিছুতেই হচ্ছে না প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকারে।

বিরোধী ইন্ডিয়া জোট তো বটেই, তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চাপ বাড়াচ্ছে শরিক জেডিইউ-ও। উলটোদিকে জল মাপছে আরও এক শরিক টিডিপিও। এমনকি কোনও শিবিরে না থাকা সত্ত্বেও সুযোগ বুঝে কোপ মারার কৌশল তৈরিতে ব্যস্ত নবীন পট্টনায়েকের বিজেডিও।

সোমবার থেকে শুরু হচ্ছে সংসদের বাদল অধিবেশন। তার আগে রবিবার কেন্দ্রের ডাকা সর্বদলীয় বৈঠকে সেই বিরোধের ছায়া শাসক শিবিরকে অস্বস্তিতে রেখে দিল। যা থেকে স্পষ্ট, বাদল অধিবেশনের শুরু থেকেই একাধিক ইস্যুতে সংসদের উভয় কক্ষে ঝড় উঠতে চলেছে। এদিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ের সভাপতিত্বে ওই সর্বদলীয় বৈঠকে বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের জেডিইউয়ের তরফে রাজ্যকে বিশেষ মর্যাদার দাবি তোলা হয়। একই দাবি তোলেন ওয়াইএসআর কংগ্রেসের প্রতিনিধিরাও। অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নাইডুর টিডিপিও দীর্ঘদিন ধরে ওই দাবি তুলছে। কিন্তু তারা এদিন সর্বদলে বিশেষ মর্যাদা নিয়ে কোনও উচ্চবাচ্য না করায় কটাক্ষ করেছেন কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশ।

উলটোদিকে নবীন পট্টনায়েকের বিজেডিও কেন্দ্রকে মনে করিয়ে দিয়েছে, ২০১৪র ওড়িশা বিধানসভা ভোটে বিজেপির নির্বাচনি ইস্তাহারে রাজ্যকে বিশেষ মর্যাদা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। একের পর এক রাজ্যের বিশেষ মর্যাদার দাবিতে কেন্দ্রকে কোণঠাসা হতে দেখে লোকসভার ডেপুটি স্পিকারের পদ, নিট কেলেঙ্কারি, উত্তরপ্রদেশের কাঁওয়ার যাত্রা ঘিরে বিতর্কের মতো ইস্যুগুলিতে সুর চড়িয়েছে কংগ্রেস এবং বিরোধী ইন্ডিয়া জোট। এদিনের বৈঠকে হাজির ছিলেন সংসদ বিষয়কমন্ত্রী কিরেন রিজিজু, বিজেপি সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জেপি নাড্ডা, কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশ, গৌরব গগৈ ও কে সুরেশ, জেডিইউ নেতা সঞ্জয় ঝা, এআইমিম নেতা আসাদউদ্দিন ওয়াইসি, আপের সঞ্জয় সিং, সপার রামগোপাল যাদব, আরজেডির অভয় কুশওয়াহা, এনসিপির প্রফুল প্যাটেল প্রমুখ। বৈঠকে রাজনাথ সিং বিরোধীদের অধিবেশন মসৃণভাবে চালানোর জন্য আবেদন করেন। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কিরেন রিজিজু বলেন, ‘আমরা সমস্ত দলের নেতাদের পরামর্শ শুনেছি। সংসদ মসৃণভাবে চালানোর দায়িত্ব সরকার এবং বিরোধী উভয় শিবিরেরই।’

সম্প্রতি বিশেষ অধিবেশনের সময় প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ চলাকালীন বিরোধীরা যেভাবে হল্লা পাকিয়েছিলেন, সেই প্রসঙ্গও তোলে শাসক শিবির। রিজিজু বলেন, ‘রাজনাথ সিং বিরোধীদের আর্জি জানিয়ে বলেছেন, তাঁরা বিশেষ অধিবেশনে যা করেছিলেন সেটা সংসদীয় গণতন্ত্রের জন্য মোটেই ভালো নয়। প্রধানমন্ত্রী যখন বক্তব্য রাখছেন তখন গোটা সংসদ এবং দেশের উচিত সেই কথাগুলি শোনা।’ সোমবার কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন আর্থিক সমীক্ষা পেশ করবেন। মঙ্গলবার সাধারণ বাজেট পেশ করবেন তিনি। ১২ অগাস্ট পর্যন্ত চলবে সংসদের বাদল অধিবেশন। সর্বদল নিয়ে জয়রাম রমেশ এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, ‘বিহারের জন্য বিশেষ মর্যাদা চেয়েছে জেডিইউ। ওয়াইএসআর কংগ্রেসও অন্ধ্রের জন্য বিশেষ মর্যাদা চেয়েছে। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার হল, এনডিএ শরিক টিডিপি এই দাবি নিয়ে কোনও উচ্চবাচ্য করেনি।’

> আমরা সমস্ত দলের নেতাদের পরামর্শ শুনেছি। সংসদ মসৃণভাবে চালানোর দায়িত্ব সরকার এবং বিরোধী উভয় শিবিরেরই।
>
> **কিরেন রিজিজু**

> বিহারের জন্য জেডিইউ, ওয়াইএসআর কংগ্রেস অন্ধ্রের জন্য বিশেষ মর্যাদা চেয়েছে। কিন্তু এনডিএ শরিক টিডিপি কোনও উচ্চবাচ্য করেনি।
>
> **জয়রাম রমেশ**

রবিবারের বৈঠকের পর। রাজনাথ সিংয়ের পিছনে জয়রাম রমেশ।

হরপ্পা সভ্যতার বদলে ‘সিন্ধু-সরস্বতী’ উল্লেখ

নয়াদিল্লি, ২১ জুলাই : এনসিইআরটি’র বইয়ে ফের রদবদল। এবার বদল ঘটেছে ষষ্ঠ শ্রেণির সামাজিক বিজ্ঞান বইয়ে। বহু বছর ধরে সিন্ধু নদের তীরে গড়ে ওঠা প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতাকে বোঝাতে ‘হরপ্পা সভ্যতা’, ‘হরপ্পা সমাজ’ কথাগুলি ব্যবহার করা হত। এনসিইআরটি’র ষষ্ঠ শ্রেণির বইয়েও এতদিন সিন্ধু সভ্যতা সংক্রান্ত প্রবন্ধে ‘হরপ্পা সভ্যতা’ শব্দটির উল্লেখ ছিল। নতুন বইয়ে হরপ্পা সমাজ-সভ্যতাকে ‘সিন্ধু-সরস্বতী সভ্যতা’ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। সেখানে একাধিকবার সরস্বতী নদীর উল্লেখ রয়েছে।

হরপ্পা সভ্যতার পতনের কারণ হিসাবে সরস্বতী নদী শুকিয়ে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে। পুরোনো বইয়ে অবশ্য এই নদীর কথা মাত্র একবার উল্লেখ করা হয়েছিল। এনসিইআরটির বইয়ে সিন্ধু নদের বদলে সরস্বতী নদীকে প্রাধান্য দান তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। ভারতীয় সভ্যতায় সরস্বতী নদীর গুরুত্ব বোঝাতে বলা হয়েছে, এই নদীর অববাহিকায় অবস্থিত গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলি হল রাখিগড় এবং গানেরিওয়ালা। এগুলি ছোট শহর ও জনপদগুলির সঙ্গে যুক্ত ছিল। সরস্বতী নদীটি ভারতে বর্তমানে ‘ঘাগর’ এবং পাকিস্তানে ‘হাকড়া’ নামে পরিচিত।

এনসিইআরটি প্রকাশিত বই

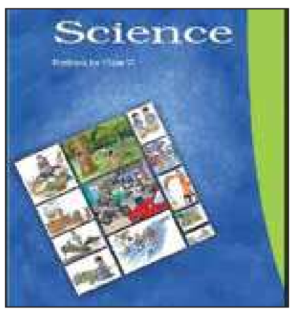

পাঠ্যবইয়ের বিবরণ অনুযায়ী, হরপ্পা সভ্যতার পতনের পিছনে মূলত ২টি কারণ রয়েছে। একটি জলবায়ু পরিবর্তন। অপরটি হল, সরস্বতী নদীর মূল প্রবাহ শুকিয়ে যাওয়া। এর ফলে সরস্বতীর অববাহিকা অঞ্চলে অবস্থিত শহরগুলি (যেমন-কালিবঙ্গান, বনওয়ালি) পরিত্যক্ত হয়। পুরোনো বইয়ে যদিও হরপ্পা সভ্যতার পতনের মূল কারণগুলির মধ্যে সরস্বতী নদীর শুকিয়ে যাওয়ার উল্লেখ ছিল না। এপ্রসঙ্গে এনসিইআরটির একটি সূত্র জানিয়েছে, নতুন পাঠ্যবইয়ের যাবতীয় বিষয়বস্তু, ছবি এবং মানচিত্র নতুন পাঠ্যক্রমের ভিত্তিতে তৈরি করা হয়েছে। এগুলি মূলগতভাবে ২০২৩-এর ন্যাশনাল কারিকুলাম ফ্রেমওয়ার্কের অন্তর্গত। তাই পুরোনো ও নতুন বইয়ের বিষয়বস্তুর মধ্যে তুলনার প্রশ্ন ওঠে না।

অতীতে ইতিহাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ভূগোলের জন্য আলাদা আলাদা বই প্রকাশ করত এনসিইআরটি। বর্তমানে সেই ব্যবস্থা বন্ধ করে সামাজিক বিজ্ঞান নামে একটি বই চালু করা হয়েছে। স্কুল শিক্ষার জন্য ন্যাশনাল কারিকুলাম ফ্রেমওয়ার্ক, ২০২৩-এর আওতায় এনসিইআরটি যে বইটি প্রকাশ করেছে তার নাম ‘এক্সপ্লোরিং সোসাইটি : ইন্ডিয়া অ্যান্ড বিয়ন্ড’। বিষয় ভিত্তিক বই প্রকাশ বন্ধ করে একটি সাধারণ বইয়ের মাধ্যমে পাঠদানের পক্ষে কেন্দ্রীয় সংস্থাটির যুক্তি, সামাজিক বিজ্ঞানের অনেক শাখা রয়েছে। সেগুলি আলাদা করে বিষয়ভিত্তিক পড়াতে গিয়ে পড়ুয়াদের ওপর চাপ তৈরি হচ্ছে। বইয়ের সংখ্যা কমিয়ে যে সামাজিক বিজ্ঞান বইটি প্রকাশ করা হয়েছে সেটি ৫টি থিমে বিভক্ত। এগুলি হল, ‘ভারত ও বিশ্ব : ভূমি এবং মানুষ’, ‘অতীত আবরণ’, ‘আমাদের সংস্কৃতি এবং জ্ঞানের ঐতিহ্য’, ‘শাসন ও গণতন্ত্র’, ‘আমাদের পারিপার্শ্বিক অর্থনৈতিক জীবন’।

কয়েকদিন ধরে একটানা বৃষ্টিতে বানভাসি বাণিজ্যনগরী। রাজপথও জলের তলায়। রবিবার মুম্বইয়ের পারেলে।

‘গণতন্ত্রের জন্য গুলি খেয়েছি’

ওয়াশিংটন, ২১ জুলাই : পেনসিলভেনিয়ার জনসভায় গুলি খেয়ে রক্তাক্ত হওয়ার ঠিক এক সপ্তাহ পরে মিশিগানের প্রচার সমাবেশে যোগ দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের রিপাবলিকান প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প। শনিবার তিনি বললেন, ‘গণতন্ত্রের জন্য গুলি খেয়েছি।’ কটাক্ষ করেছেন বাইডেনকেও।

মিশিগানের সভায় ট্রাম্প বলেছেন, ‘আমি অগণতান্ত্রিক নই। চরমপন্থীও নই। গত সপ্তাহে গণতন্ত্রের জন্যই আমি গুলি খেয়েছি।’ হাজার হাজার সমর্থকের হাততালির মধ্যে ৭৮ বছর বয়সি ট্রাম্পের প্রশ্ন, আমি গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে কী করেছি?’ ট্রাম্প এও বলেন, ‘আমি শুধু এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছি ঈশ্বরের কৃপায়। আমার এখানে থাকার কথা ছিল না।’

৪২ মহিলাকে খুনের পর টুকরো

নাইরোবি, ২১ জুলাই : কেনিয়ার এক যুবক ৪২জন মহিলাকে খুনের পর তাঁদের দেহ টুকরো টুকরো করে ফেলে দিত নাইরোবির মুকুরির আবর্জনা ফেলার জায়গায়। ওই যুবক তার স্ত্রীকেও একইভাবে হত্যা করে তার দেহ খণ্ডবিখণ্ড করে। ন’টি দেহ উদ্ধারের পর পুলিশ নড়েচড়ে বসে। পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে কলিন্স খালুসা নামে ওই ব্যক্তিকে। পুলিশ জানিয়েছে, খালুসা দোষ স্বীকার করেছে। কিন্তু কারণ জানা যায়নি। তার বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে কুড়ুল, বস্তা, সেলোটেপ ইত্যাদি মিলেছে। জানা গিয়েছে, ২০২২ সাল থেকে এই কাণ্ড চলছে। কলিন্সের বিষয়টি সম্পর্কে পুলিশের অপদার্থতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

বন্ধ ইন্টারনেট

নুহ, ২১ জুলাই : গত বছর ধর্মীয় শোভাযাত্রাকে কেন্দ্র করে গোষ্ঠী সংঘর্ষে উত্তাল হয়ে উঠেছিল হরিয়ানার নুহ। মৃত্যু হয়েছিল ৫ জনের। বেশ কয়েকজন আহত হন। এবার সেই জলাভিষেক যাত্রা নিয়ে সতর্ক প্রশাসন। শোভাযাত্রা শুরু হওয়ার ২৪ ঘণ্টা আগে নুহ জেলায় মোবাইল ইন্টারনেট এবং একসঙ্গে একাধিক মেসেজ পাঠানোর পরিষেবা বন্ধ রাখা হয়েছে। রবিবার সন্ধ্যা ৬টা থেকে সোমবার সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত এই বিধিনিষেধ কার্যকর থাকবে।

মোদির প্রশংসা

নয়াদিল্লি, ২১ জুলাই : আন্তর্জাতিক গণিত অলিম্পিয়াডে ভারতীয়দের সাফল্যের প্রশংসা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এবার গণিত অলিম্পিয়াডে ভারত চতুর্থ স্থান অর্জন করেছে। এটি দেশের সর্বকালীন সেরা সাফল্য। ভারতীয় দলের ঝুলিতে এসেছে ৪টি সোনা এবং একটি রুপোর পদক। সেকথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী জানান, এই সাফল্য শুধু অসংখ্য তরুণকে অনুপ্রাণিত করবে তাই নয়, নতুন প্রজন্মের মধ্যে গণিতের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে।

দেশে চালু হচ্ছে বাইনারি অ্যাক্রিডিটেশন

ন্যাকের কর্মশালায় নেই বহু উপাচার্য

সুকুমার বাড়ুই

ভুবনেশ্বর, ২১ জুলাই : ন্যাকের বাইনারি অ্যাক্রিডিটেশন ফ্রেমওয়ার্ক সংক্রান্ত পূর্বাঞ্চলীয় কর্মশালা ১৯ ও ২০ জুলাই অনুষ্ঠিত হয়েছিল ভুবনেশ্বরের উৎকল বিশ্ববিদ্যালয়ে। অংশগ্রহণ করেছিলেন পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা, বিহার, ঝাড়খণ্ড ও ছত্তিশগড়ের কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়েরপ্রতিনিধিরা।

প্রথম দিনের বিশেষ কর্মশালায় এরাজ্যের পাঁচজন প্রতিনিধি অংশ নেন। ছিলেন রাজ্যের টেকনিকাল এডুকেশন ডিরেক্টরেট অনীতা গঙ্গোপাধ্যায়, এডিপিআইয়ের মধুমিতা মান্না, কোচবিহার কলেজের অধ্যক্ষ পঙ্কজ দেবনাথ, নিউ আলিপুর কলেজের অধ্যক্ষ জয়দীপ সারেঙ্গী এবং ডেব্রা কলেজের অধ্যক্ষ রূপা দাশগুপ্তা।

২০ জুলাই ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড, ছত্তিশগড়, বিহার এবং পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৭ জন উপাচার্য সহ প্রায় ৬০০ জন অংশগ্রহণকারী কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। উপাচার্যদের মধ্যে মাত্র একজন ছিলেন এরাজ্যের।

পশ্চিমবঙ্গ থেকে অ্যাডামাস বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে অধ্যাপক সুরঞ্জন দাস ছাড়া আর কোনও উপাচার্য হাজির ছিলেন না কর্মশালায়। যা নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছে নানা মহলে।

দেশজুড়ে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মান নির্ণয়ে শুরু হচ্ছে বাইনারি অ্যাক্রিডিটেশন। ন্যাশনাল অ্যাসেসমেন্ট অ্যান্ড অ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিল (ন্যাক) এবছর সেপ্টেম্বরে সারা দেশে কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য একটি নতুন স্বীকৃতি ব্যবস্থা চালু করবে। এই বাইনারি অ্যাক্রিডিটেশন ফ্রেমওয়ার্কটি প্রচলিত ব্যবস্থার চেয়ে আলাদা।

ন্যাকের কার্যকরী সমিতির চেয়ারম্যান অনিল ডি সহস্রবুধে জানান, উচ্চশিক্ষার মানের উন্নতির জন্য রাধাকৃষ্ণন কমিটি বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ করেছে। বাইনারি অ্যাক্রিডিটেশন ফ্রেমওয়ার্ক তার অন্যতম। কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বীকৃতির জন্য একটি গ্রেডিং ব্যবস্থা রয়েছে।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি সি থেকে এ++ পর্যন্ত গ্রেড পায়। দেখা যাচ্ছে, যে অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানই ভালো গ্রেড না পাওয়ার ভয়ে ন্যাকের মূল্যায়নে অংশ নিচ্ছে না। তিনি আরও জানিয়েছেন, নতুন ব্যবস্থায় ন্যাকের মূল্যায়নকারী দলের সদস্যরা প্রতিষ্ঠানে যাবেন না। প্রযুক্তির সাহায্যে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের মান মূল্যায়ন করা হবে। প্রস্তাবিত কাঠামোটি তিন বছর মেয়াদে করা হবে। স্বীকৃতি ফিও কম হবে।

ন্যাকের এই পদ্ধতি আনুষ্ঠানিকভাবে চালু হওয়ার আগে বাইনারি অ্যাক্রিডিটেশন ম্যানুয়াল সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজগুলি থেকে প্রতিক্রিয়া সংগ্রহের জন্য সারা দেশে পাঁচটি আঞ্চলিক কর্মশালা পরিচালনা করা হয়েছে। ভুবনেশ্বরে তার মধ্যে একটি কর্মশালা আয়োজিত হয়েছিল।

কেরলে মৃত নিপা সংক্রামিত

তিরুবনন্তপুরম, ২১ জুলাই : নিপা ভাইরাসে সংক্রামিত হয়ে কেরলে এক কিশোরের মৃত্যু হয়েছে। রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী বীণা জর্জ জানিয়েছেন, শনিবার মাল্লাপুরমের বাসিন্দা ১৪ বছর বয়সি ওই কিশোরের নিপা সংক্রান্ত পরীক্ষার রিপোর্ট ইতিবাচক এসেছিল। তাকে হাসপাতালে ভেন্টিলেশনে রাখা হয়েছিল। রবিবার সকাল থেকে কিশোরের অবস্থার অবনতি ঘটতে থাকে। বেলা ১০টা ৫০ মিনিটে হৃদযন্ত্র কাজ করা বন্ধ করে দিয়েছিল। সাড়ে ১১টা নাগাদ চিকিৎসকরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

গত কয়েকদিনে কেরলে নিপা সংক্রমণের ঘটনা সামনে এসেছে। নিপা সংক্রামিত সন্দেহে ২১৪ জনকে বিশেষ পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে। সংক্রামিতদের অধিকাংশ মাল্লাপুরমের পান্ডিক্কাদ এলাকার বাসিন্দা। মাঞ্জেরি মেডিকেল কলেজে ৪ জন গুরুতর অসুস্থের চিকিৎসা চলছে। নিপা সংক্রামিত কিশোরের মৃত্যুর পর কেরলে জারি হয়েছে স্বাস্থ্য সতর্কতা। নিপা সংক্রামিতদের সংস্পর্শে আশা মানুষজনকে মাস্ক পরার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। উপসর্গ দেখা দিলেই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের কোয়ারান্টিনে থাকার পরামর্শ দিয়েছে স্বাস্থ্য দপ্তর। কোঝিকোড় মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ঢোকা ও বেরোনোর ক্ষেত্রেও বিধিনিষেধ জারি করেছে প্রশাসন।

তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পে দিনে ১৪ ঘণ্টা কাজ

কর্ণাটক সরকারের নয়া বিল ঘিরে বিতর্ক

বেঙ্গালুরু, ২১ জুলাই : বেসরকারি সংস্থায় কন্নড়দের জন্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা নিয়ে আগেই বিতর্কে জড়িয়েছিল কর্ণাটকের সিদ্দারামাইয়া সরকার। এবার তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পে কর্মরতদের জন্য কাজের সময় বাড়িয়ে দিনে ১৪ ঘণ্টা করার কথা ভাবনাচিন্তা করছে রাজ্যের কংগ্রেস শাসিত সরকার। যদি এটা শেষপর্যন্ত কার্যকর হয়, তাহলে কাজের সময় বেড়ে সপ্তাহে ৭০ ঘণ্টা হবে। এমনটা হলে দেশের তথ্যপ্রযুক্তি হাব বলে পরিচিত বেঙ্গালুরুর তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পে প্রভাব পড়তে পারে।

শনিবার কর্ণাটক স্টেট আইটি এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন (কেআইটিইউ) জানায়, কর্ণাটক শপ অ্যান্ড কমার্শিয়াল বিল ২০২৪ নিয়ে শনিবার একটি বৈঠক ডেকেছিল রাজ্য শ্রম দপ্তর। তাতে বিভিন্ন পক্ষের মতামত শোনা হয়। সিদ্দারামাইয়ার সরকার অবশ্য এখনও এই বিল কার্যকর করার ব্যাপারে চূড়ান্ত কোনও সিদ্ধান্ত নেয়নি। কেআইটিইউ এক বিবৃতিতে বলেছে, ওই বিলে দিনে ১৪ ঘণ্টা কাজকে স্বাভাবিক করার কথা বলা হয়েছে। বর্তমান আইনে ওভারটাইম সহ দিনে সর্বোচ্চ ১০ ঘণ্টা কাজ করার অনুমতি দেওয়া আছে। কিন্তু সংশোধনী আনা হলে সেটি উঠিয়ে দেওয়া হবে। এই বিল পাশ করানো হলে বেঙ্গালুরুর শ্রমজীবী মানুষের ওপর সবথেকে বড় আঘাত করা হবে।

কর্মচারী ইউনিয়নগুলির আশঙ্কা, নতুন বিল কার্যকর হলে তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থাগুলি বিদ্যমান থ্রি-শিফট সিস্টেমের বদলে টু-শিফট ব্যবস্থা কার্যকর হবে। সেইসঙ্গে এক-তৃতীয়াংশ কর্মচারীকে ছাঁটাই করা হবে। গত বছর ইনফোসিসের সহপ্রতিষ্ঠাতা নারায়ণ মূর্তি সপ্তাহে ৭০ ঘণ্টা কাজের জন্য তথ্যপ্রযুক্তি কর্মীদের তৈরি থাকতে বলেছিলেন।

অমিত শা’র নিশানায় রাহুল, উদ্ধব

মুম্বই, ২১ জুলাই : ঝাড়খণ্ডের পর মহারাষ্ট্র সফরে গিয়েও কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধিকে নিশানা করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। পুনেতে বিজেপির রাজ্য সম্মেলনে তাঁর দাবি, এই বছরের শেষে ৩টি রাজ্যের বিধানসভা ভোটে জিতে রাহুলের ঔদ্ধত্যের জবাব দেবে বিজেপি। শা বলেন, ‘মহারাষ্ট্র, ঝাড়খণ্ড ও হরিয়ানায় আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি জয়ী হয়ে রাহুলের ঔদ্ধত্ব ভেঙে দেবে।’

বর্তমানে হরিয়ানায় ক্ষমতায় রয়েছে বিজেপি। মহারাষ্ট্রেও শিবসেনা এবং এনসিপির সঙ্গে জোট বেঁধে ক্ষমতায় রয়েছে তারা। একমাত্র ঝাড়খণ্ডে সরকারে রয়েছে জেএমএম-কংগ্রেসের জোট। গত

লোকসভা ভোটে ৩টি রাজ্যেই ২০১৯-এর চেয়ে ভালো ফল করেছে কংগ্রেস। এই পরিস্থিতিতে বিধানসভা ভোটের আগে বিজেপি নেতারা যে আরও জোরালোভাবে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সুর চড়াবেন অমিত শা’র বক্তব্যে তার আভাষ মিলেছে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

রবিবার মহারাষ্ট্রের মাটিতে দাঁড়িয়ে রাহুলের পাশাপাশি শিবসেনা (ইউবিটি) প্রধান উদ্ধব ঠাকরেকেও নিশানা করেছেন শা। কংগ্রেস, উদ্ধব ঠাকরে ও শারদ পাওয়ারের জোটকে ‘আওরঙ্গজেব ফ্যান ক্লাব’ বলে কটাক্ষ করেন তিনি। অমিত শা বলেন, ‘আওরঙ্গজেব ফ্যান ক্লাবের অংশ কারা? যাঁরা কাসাবকে বিরিয়ানি পরিবেশন করেন, যাঁরা ইয়াকুব মেমনের জন্য ক্ষমা চান, যাঁরা (বিতর্কিত ইসলামিক প্রচারক) জাকির নায়েককে শান্তির বার্তাবাহক হিসেবে পুরস্কার দেন এবং যাঁরা (নিষিদ্ধ সংগঠন) পিএফআইকে সমর্থন করেন। উদ্ধব ঠাকরের এইসব লোকদের সঙ্গে বসতে লজ্জা হওয়া উচিত।’ শারদ পাওয়ারকেও ‘দুর্নীতি কা সরগনা’ (দুর্নীতির প্রধান) বলে বর্ণনা করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

কেদারনাথের পথে ধসে মৃত ৩ পুণ্যার্থী

দেরাদুন, ২১ জুলাই : পুণ্য অর্জন হল না। রবিবার সকালে চিরবাসার কাছে কেদারনাথ যাত্রাপথে প্রাকৃতিক দুর্যোগে ধসের জেরে মৃত্যু হল তিন পুণ্যার্থীর। আহত হয়েছেন ৮ জন। ঘটনা ঘিরে আতঙ্ক ছড়িয়েছে তীর্থযাত্রীদের মধ্যে। মৃতদের দুজন মহারাষ্ট্রের। একজন রুদ্রপ্রয়াগের বাসিন্দা। আহতদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ঘটনায় গভীর দুঃখপ্রকাশ করেছেন উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি। তিনি জানিয়েছেন, ঘটনাটি নিয়ে প্রশাসনিক কর্তাদের সঙ্গে তিনি যোগাযোগ রেখে চলেছেন। ত্রাণ উদ্ধারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

উত্তরাখণ্ডের কেদারনাথে গত কয়েকদিন ধরে ভারী বৃষ্টি চলছে। মাঝেমধ্যে ধসও নামছে। তারপরেও কেদারনাথের উদ্দেশে ট্রেকিং করে এগোচ্ছিলেন কয়েকজন পুণ্যার্থী। রবিবার সকাল থেকে ভারী বৃষ্টির জেরে গৌরীকুণ্ডের কাছে ধস নামে। বিশাল পাথরের চাঁই পুণ্যার্থীদের ঘাড়ে পড়ে। তাতে পিষ্ট হয়ে তিনজন মারা যান। রুদ্রপ্রয়াগের জেলাশাসক এক্স হ্যান্ডেলে জানিয়েছেন, রাজ্য ও জেলাবিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী উদ্ধারকাজ চালাচ্ছে। ধসের নীচে আরও কেউ চাপা পড়ে আছেন কি না তা দেখা হচ্ছে। আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টি চলবে নৈনিতাল, চম্পাবত, উধম সিং নগরে। রাজ্যের কিছু অংশে সোমবারের জন্য লাল সতর্কতা জারি করা হয়েছে।

লাইনের ত্রুটিতে ট্রেন দুর্ঘটনা, রিপোর্ট

নয়াদিল্লি, ২১ জুলাই : উত্তরপ্রদেশের গোন্ডায় বৃহস্পতিবার দুপুরে চণ্ডীগড়-ডিব্রুগড় এক্সপ্রেস লাইনচ্যুত হওয়ার মূলে রয়েছে দুর্বল লাইন তথা লাইনের ত্রুটি। লাইনের ক্ষমতার তুলনায় ট্রেনের গতিবেগ যা হওয়ার কথা তার চেয়ে অনেক বেশি গতিবেগ ছিল এক্সপ্রেস ট্রেনটির। রেললাইনের ত্রুটি, যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণের অভাবেই দুর্ঘটনাটি ঘটে। ছয় সদস্যের তদন্তকারী টিমের রিপোর্টে একথাই রয়েছে। এই দুর্ঘটনায় চারজন মারা যান।

রেলের বিভাগীয় ইঞ্জিনিয়ার জানিয়েছেন, দুর্ঘটনার দিন ঘণ্টায় ৮০ কিলোমিটার বেগে ট্রেনটি ছুটছিল। লাইনের যা হাল তাতে ওই লাইন দিয়ে প্রতি ঘণ্টায় ৩০ কিলোমিটার বেগে ট্রেনের যাওয়ার কথা। তদন্তকারী টিমের সূত্র বলছে, দুর্ঘটনার এক ঘণ্টা আগে লখনউ বিভাগের সিনিয়ার সেকশন ইঞ্জিনিয়ার ট্র্যাকের ত্রুটি চিহ্নিত করেছিলেন। ওই ইঞ্জিনিয়ার লাইনের দুর্বলতা সম্পর্কে এক জুনিয়ার ইঞ্জিনিয়ারকে ফোনে জানিয়েছিলেন। তারপরেও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। সতর্কতামূলক সিগনাল দেওয়া হয়নি। সতর্কতামূলক সিগনালের অনুপস্থিতির কারণে ট্রেনটি ৮০ কিলোমিটার বেগে চলছিল।

তদন্তকারী দলের ছ’জনই উত্তর-পূর্ব রেলের। তাঁরা দুর্ঘটনাস্থলে পৌঁছে ট্রেনচালক, ম্যানেজার, স্টেশন মাস্টার ও প্রযুক্তি বিভাগের বিভিন্ন ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলেছেন। তবে শুধুমাত্র এই রিপোর্টটির ভিত্তিতেই রেলকর্তৃপক্ষ যাতে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না নেন সেই বিষয়ে সতর্ক করে দিয়েছেন উত্তর-পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগকারী অফিসার পঙ্কজ সিং। তিনি জানিয়েছেন, কমিশনার অফ রেলওয়ে সেফটি তদন্ত শুরু করেছেন। তাই এই রিপোর্টকে চূড়ান্ত বলে ধরে নেওয়া ঠিক হবে না।

উত্তরপ্রদেশের দুর্ঘটনার রেশ মেলাতে না মেলাতে রাজস্থানের আলোয়ারে শনিবার গভীর রাতে একটি মালগাড়ির তিনটি বগি উলটে যায়। এর জেরে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে ওই লাইনের ট্রেন চলাচল। তবে হতাহতের কোনও খবর নেই।

কাঁওয়ার বিতর্কে যোগীর পাশে যোগগুরু

নয়াদিল্লি, ২১ জুলাই : কাঁওয়ার যাত্রাপথের ধারে থাকা সমস্ত খাবারের দোকান, ধাবা, রেস্তোঁরাগুলির সাইনবোর্ডে তাদের মালিকের নাম লিখে রাখার যে নির্দেশ উত্তরপ্রদেশ ও উত্তরাখণ্ড সরকার জারি করেছে তাতে বিতর্ক থামার আপাতত কোনও লক্ষণ নেই। এরইমধ্যে দুই সরকারের পাশে দাঁড়িয়ে মুখ খুলেছেন যোগগুরু বাবা রামদেব।

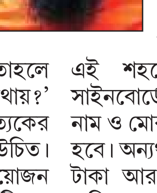

রবিবার তিনি বলেন, ‘রামদেবের যদি নিজের পরিচয় জানাতে কোনও সমস্যা না হয় তাহলে রহমানের সমস্যাটা কোথায়?’ যোগগুরুর সাফ কথা, ‘প্রত্যেকের নিজের নামের জন্য গর্ব করা উচিত। নাম লুকিয়ে রাখার কোনও প্রয়োজন নেই। যদি আমাদের কাজ খাঁটি হয় তাহলে আমরা হিন্দু না মুসলিম সেটা কোনও ব্যাপারই হয় না।’ বিরোধীরা অবশ্য বিষয়টির এত সরলীকরণ করতে রাজি নয়। সংসদে আসন্ন বাদল অধিবেশনে বিষয়টি নিয়ে সরব হবে বলে জানিয়েছেন সপা নেতা রামগোপাল যাদব। সুপ্রিম কোর্টে সোমবার এই সংক্রান্ত একটি মামলার শুনানি হওয়ার কথা।

এদিকে উত্তরপ্রদেশ, উত্তরাখণ্ডের দেখাদেখি এবার বিজেপি শাসিত মধ্যপ্রদেশের উজ্জয়িনীতে সমস্ত দোকানের সাইনবোর্ডে দোকানদারের নাম ও মোবাইল নম্বর লিখে রাখার নির্দেশ জারি করা হয়েছে। উজ্জয়িনীর মেয়র মুকেশ তৎওয়াল জানিয়েছেন, প্রাচীন এই শহরের সমস্ত দোকানের সাইনবোর্ডে দোকানের মালিকের নাম ও মোবাইল নম্বর লিখে রাখতে হবে। অন্যথা হলে প্রথমে ২ হাজার টাকা আর পরে ৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হবে। নিরাপত্তা ও স্বচ্ছতার স্বার্থেই এই পদক্ষেপ বলে জানিয়েছেন তিনি। মুসলিমদের নিশানা করার জন্য এই নির্দেশ জারি করা হয়নি বলে সাফাই দিয়েছেন মেয়র।

সম্প্রতি প্রকাশিত একটি গবেষণা অনুযায়ী, চার থেকে বারো মাস বয়সি সদ্যোজাতরা মুখ চিনতে তাদের মায়ের গন্ধ ব্যবহার করে। চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট জার্নালে প্রকাশিত গবেষণার দাবি, মায়ের গন্ধ থেকে শিশুরা উল্লেখযোগ্যভাবে উপকৃত হয়। পাশাপাশি এই বয়সের মধ্যে তাদের মুখ চেনার ক্ষমতাও বাড়ে।

১১ বছর বয়সি ছোট্ট ছেলেটি রোজ পায়রাকে খাবার দিত। সম্প্রতি শ্বাসকষ্টের সমস্যা নিয়ে ভর্তি হয় হাসপাতালে। ক্রমে অবস্থার অবনতি হয়। হাইপার সেন্সিটিভ নিউমোনিয়া ও ফুসফুসের সমস্যা ধরা পড়ে। চিকিৎসকরা বলছেন, দীর্ঘদিন ধরে পায়রার সংস্পর্শে থাকার কারণে পালক ও বিষ্ঠার মাধ্যমে ওর অ্যালার্জির সমস্যা হয়েছে। ঘটনাটি পূর্ব দিল্লির।

হঠাৎ মাথা ঘুরছে হতে পারে ভার্টিগো

অফিসে দিব্যি কম্পিউটারের সামনে বসে কাজ করছেন, হঠাৎই মনে হল মাথাটা যেন টাল খেল। কখনও বা শুয়ে ফোন ঘাঁটছেন, মনে হল মাথাটা যেন ঘুরে গেল। অনেকেই একে মনের ভুল বলে এড়িয়ে যান কিংবা দুর্বলতার লক্ষণ ভাবেন। কিন্তু আদতে তা ভার্টিগোর লক্ষণ হতে পারে। আর এই 'মাথা ঘোরা' কয়েক সেকেন্ড থেকে কয়েক ঘণ্টা পর্যন্ত স্থায়ী হতে পারে। লিখেছেন উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর এবং ইএনটি বিভাগের প্রধান **ডাঃ রাধেশ্যাম মাহাতো**

ভার্টিগো কী

ভার্টিগো এমন এক অবস্থা যাতে মনে হয় আপনার মাথা ঘুরছে বা আপনার চারপাশের সবকিছু ঘুরছে। এমনটা বিভিন্ন কারণে হতে পারে। বেশিরভাগ কারণের সঙ্গে বমি বমি ভাব বা বমি হয়ে থাকে। অস্বস্তি কমাতে এবং দীর্ঘদিন সুস্থ থাকতে যথাযথ রোগনির্ণয় ও সঠিক চিকিৎসা করানো উচিত।

ভেস্টিবুলার নিউরাইটিস

শুধু ভেস্টিবুলার নার্ভে সংক্রমণ হলে তাকে ভেস্টিবুলার নিউরাইটিস বলা হয়। সাধারণত মারাত্মক ভার্টিগোর সঙ্গে বমিবমি ভাব ও বমি হতে পারে। এক্ষেত্রে রোগী হাঁটতে পারেন না, এমনকি বেশিরভাগ সময়ে দাঁড়াতেও পারেন না এবং তাঁকে হাসপাতালে নেওয়ার প্রয়োজন হয়। তবে চিকিৎসায় ভার্টিগো ধীরে ধীরে কমে যায়। এটা সাধারণত ফিরে আসে না। আর যদি ফিরেও আসে তার তীব্রতা কম হয়।

কারণ

কারণ অনুযায়ী ভার্টিগো দু'ধরনের– পেরিফেরাল এবং সেন্ট্রাল ভার্টিগো। এদের মধ্যে পেরিফেরাল ভার্টিগো বেশি হয়। এটি সাধারণত অন্তঃকর্ণের ভেস্টিবুল বা ভেস্টিবুলার নার্ভের সমস্যার জন্য হয়ে থাকে। এই নার্ভটি ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণ করে।

অন্যদিকে, সেন্ট্রাল ভার্টিগোর জন্য দায়ী মস্তিষ্কের কেন্দ্রীয় কারণ, যার মধ্যে রয়েছে স্ট্রোক, ব্রেন টিউমার, মাথায় আঘাত এবং ইনফেকশন। তবে সেন্ট্রাল ভার্টিগো তুলনামূলক কম হয়ে থাকে।

ভার্টিগোর অন্যান্য কারণের মধ্যে রয়েছে কানে দীর্ঘস্থায়ী সংক্রমণ বা ল্যাবারিনথাইন ফিস্টুলা, মাইগ্রেন এবং কানে ক্ষতিকারক ওষুধ। এছাড়া চোখের সমস্যা এবং সাইনাস ইনফেকশনও ভার্টিগোর জন্য দায়ী।

অ্যাকিউট ল্যাবারিনথাইটিস

সংক্রমণ যখন ল্যাবারিনথে প্রভাব ফেলে তখন তাকে বলে ল্যাবারিনথাইটিস। এক্ষেত্রে উপসর্গ ভেস্টিবুলার নিউরাইটিসের মতোই হয়। অতিরিক্ত উপসর্গ হিসেবে শ্রবণক্ষমতা কমে এবং মনে হতে পারে কানে কিছু বাজছে। সেক্ষেত্রে রোগনির্ণয় করতে হিয়ারিং টেস্ট করা প্রয়োজন। শ্রবণক্ষমতা কমে গেলে বিশেষ নজর দেওয়া উচিত এবং শ্রবণক্ষমতা ফিরিয়ে আনতে বিশেষ চিকিৎসা করাতে হবে।

বিনাইন প্যারোক্সিসমাল পজিশনাল ভার্টিগো (বিপিপিভি)

ভার্টিগোর সবথেকে বড় কারণ। এক্ষেত্রে মাথা ঘোরা বা চারপাশ ঘোরার অনুভূতিটা তীব্র হয়। এটি কয়েক সেকেন্ড থেকে কয়েক মিনিট পর্যন্ত স্থায়ী হতে পারে। এমনকি এর পরবর্তী প্রভাব কয়েকদিন থাকতে পারে। মাথা নাড়ানো এবং অঙ্গভঙ্গির দ্রুত পরিবর্তনের কারণে এমনটা হয়ে থাকে। এর সঙ্গে বমিবমি ভাব ও বমি হতে পারে। এই সমস্যা বারেবারে হতে পারে। অন্তঃকর্ণের ভেস্টিবুল থেকে খুব ছোট ক্যালসিয়াম কণা বেরিয়ে অর্ধবৃত্তাকার নালিতে যায়। কণার এই নড়াচড়াই ভার্টিগোর জন্য দায়ী। এক্ষেত্রে রোগ লক্ষণ সম্পর্কিত উপসর্গ পরীক্ষানিরীক্ষা করে রোগনির্ণয় করা হয়। অ্যাকিউট স্টেজে ওষুধ সাহায্য করতে পারে। পার্টিকল রিপজিশনিং ম্যানুভার ট্রিটমেন্টে দীর্ঘস্থায়ী উপকার হয়।

মিনিয়ারস ডিজিজ

ভার্টিগোর আরেকটি কারণ মিনিয়ারস ডিজিজ। এটা তখনই হয় যখন অন্তঃকর্ণে অতিরিক্ত তরল জমা হয়। হঠাৎ করে মাথা ঘুরলে এমনটা হতে পারে, যা কয়েক ঘণ্টা থাকতে পারে। এর সঙ্গে শ্রবণক্ষমতা কমে যাওয়া কিংবা কানে কিছু বাজছে বলে মনে হতে পারে। প্রথমে এটা একটা কানেই প্রভাব ফেলে, পরে রোগ বাড়ার সঙ্গে অন্য কানকেও প্রভাবিত করতে পারে। এই রোগ বারেবারে হতে পারে। রোগের অগ্রগতির সঙ্গে উপসর্গ বাড়তে থাকে। অ্যাটাকের মাঝে রোগী উপসর্গমুক্ত থাকেন। রোগী আগেই বুঝতে পারেন যে, অ্যাটাক হতে চলেছে। সেক্ষেত্রে তিনি উপসর্গ কমাতে অ্যাটাকের আগে ওষুধ খেতে পারেন। মাথা ঘোরানোর মুহূর্তে শ্রবণক্ষমতা কমে যাওয়া, কানে কিছু বাজা কিংবা হঠাৎ করে কান বন্ধ হয়ে যাওয়ার প্রবণতা বাড়তে পারে। কিন্তু অ্যাটাকের মাঝে এই সব উপসর্গ কম হয়।

মোশন সিকনেস

গাড়িতে যাতায়াত করলে মূলত চোখ এবং কানকে প্রভাবিত করে। দ্রুতগতিতে যাত্রা করলে বাইরের দৃশ্য অনবরত বিপরীত দিকে চলছে বলে মনে হয়। অন্তঃকর্ণের ভেস্টিবুল মাথা নড়াচড়ার সময় দৃষ্টিকে স্থিতিশীল করতে সাহায্য করে। একে বলে ভেস্টিবুলো অকুলার রিফ্লেক্স। কিছু মানুষের অন্তঃকর্ণের ভেস্টিবুল এই সামঞ্জস্য রাখতে পারে না। তখনই মাথা ঘোরানো, গা গোলানো এবং বমিবমি ভাব দেখা যায়, যা চিকিৎসা পরিভাষায় মোশন সিকনেস নামে পরিচিত। পাহাড়ে গেলে অনেকের সঙ্গে এমনটা হয়ে থাকে। যাঁরা এমন সমস্যায় বেশি ভোগেন তাঁদের বেরোনোর আগে অ্যান্টি ভার্টিগো ওষুধ খাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়ে থাকে।

রোগনির্ণয় এবং সুস্থ হওয়ার উপায়

পেরিফেরাল ভার্টিগো নির্ণয় করতে রোগ লক্ষণ সম্পর্কিত পরীক্ষানিরীক্ষা ও একাধিক টেস্টের সাহায্য নেওয়া হয়। অন্যদিকে, অ্যান্টি ভার্টিগো মেডিসিন ৫-৭ দিনের জন্য বন্ধ রাখার পর ভেস্টিবুলার ফাংশন টেস্ট করানো উচিত, নয়তো রিপোর্টে বিভ্রান্তি হতে পারে। কিছু ক্ষেত্রে হিয়ারিং টেস্ট অবশ্যই প্রয়োজন। এছাড়া অন্যান্য কারণ জানতে এক্স-রে, সিটি স্ক্যান, এমআরআই এবং কিছু রক্ত পরীক্ষা করা হয়ে থাকে।

রোগনির্ণয় করে দ্রুত চিকিৎসা শুরু করা এবং রোগীকে সেরে ওঠার আশ্বাস দেওয়াই মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। এছাড়া ভেস্টিবুলার রিহ্যাবিলিটেশন এক্সারসাইজ করারও পরামর্শ দেওয়া হয়ে থাকে। তীব্র মাথা ঘোরালে ওষুধ খাওয়া যেতে পারে। তবে নিজে ডাক্তারি না করে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নেবেন।

প্রস্টেটের সমস্যা পুষে রাখবেন না

অনিয়মিত খাওয়াদাওয়া ও অস্বাস্থ্যকর জীবনযাপনের প্রভাব পড়ে কিডনির উপরে। আর কিডনির সমস্যা ধরা পড়ে অনেক দেরিতে। তাই স্বাস্থ্যকর জীবনযাপনের ওপর জোর দিতে বলা হয়। অন্যদিকে, বয়স বাড়লে অনেক পুরুষই প্রস্টেটের সমস্যায় ভোগেন। অথচ বিষয়টিকে তেমন আমল দেন না। কিন্তু সমস্যা বেড়ে গিয়ে পরিস্থিতি আরও জটিল হতে পারে। তাই প্রস্টেটের সমস্যা পুষে রাখতে নেই। কিডনি ও প্রস্টেট সংক্রান্ত যাবতীয় প্রশ্নের উত্তর দিলেন শিলিগুড়ির এশিয়ান ইনস্টিটিউট অফ নেফ্রোলজি অ্যান্ড ইউরোলজির কনসালট্যান্ট ইউরোলজিস্ট **ডাঃ দেবব্রত দাস**

কখন ইউরোলজিস্টের কাছে যাবেন?

মূত্রনালির সংক্রমণ, প্রস্রাবে জ্বালা, কিডনি বা মূত্রনালিতে পাথর, প্রস্টেটের সমস্যা, মূত্রনালি সংকুচিত হওয়া, কিডনি, মূত্রনালি বা প্রস্টেটের ক্যানসার, পুরুষের যৌনগত সমস্যা বা প্রজনন সংক্রান্ত সমস্যা, কিডনি প্রতিস্থাপন বা ডায়ালিসিসের জন্য প্রয়োজনীয় ফিস্টুলা সার্জারি করাতে একজন ইউরোলজিস্টের পরামর্শ নেওয়া যেতে পারে।

কিডনিতে পাথর হওয়ার কারণ?

পরিমাণমতো জল না খাওয়া, যা প্রস্রাবের ঘনত্বকে বাড়িয়ে দেয় এবং কিডনিতে পাথর তৈরিতে সাহায্য করে। এছাড়া অতিরিক্ত লবণ, অতিরিক্ত প্রোটিন যেমন মাংস, অতিরিক্ত অক্সালেট ও ইউরিক অ্যাসিড সমৃদ্ধ খাবার কিডনিতে পাথর তৈরির পথ প্রশস্ত করে। কিছু রোগ যেমন গাউট, বারবার মূত্রনালির সংক্রমণ, প্যারাথাইরয়েড সংক্রান্ত সমস্যা পাথর তৈরির সম্ভাবনা বাড়িয়ে দেয়। পারিবারিক ইতাহাস থাকলেও পাথর হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়।

পাথর হলে কী উপসর্গ হতে পারে?

পাথরের অবস্থান এবং তা কত বড় - তার উপরই উপসর্গ নির্ভর করে। পাথর হলে সাধারণত তলপেটে ব্যথা, কোমরের দিকে ব্যথা, বমি বমি ভাব, প্রস্রাবের সঙ্গে রক্ত পড়া, প্রস্রাব করার সময় ব্যথা বা জ্বরও হতে পারে। অনেক সময় কিডনিতে পাথর থাকলেও কোনওরকম উপসর্গ নাও থাকতে পারে।

পাথর হলে কোন পরীক্ষা করা প্রয়োজন?

আল্ট্রাসনোগ্রাফি, এক্স-রে বা সিটি স্ক্যানের মাধ্যমে নির্ধারণ করা যায়। এছাড়া কিছু রক্ত পরীক্ষা এবং ইউরিন পরীক্ষা করার প্রয়োজন পড়তে পারে।

চিকিৎসা কী?

চিকিৎসা নির্ভর করে পাথরটা কত বড় এবং কোথায় রয়েছে তার ওপরে। সাধারণত ৭ মিলিমিটারের কম পাথর হলে কিছুই করার প্রয়োজন পড়ে না। পরিমিত জল খাওয়া এবং কিছু খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন করলেই হয়। তবে মূত্রনালিতে ছোট পাথরও খুব ব্যথার কারণ হয়ে উঠতে পারে যার জন্য অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন পড়তে পারে। অনেক সময় ছোট পাথর ইউরেটারের একদম নীচের দিকে থাকলে ওষুধের মাধ্যমেও বের করে দেওয়া যেতে পারে।

আজকাল কোনও কাটাছেঁড়া ছাড়াই কিডনিতে পাথরের অস্ত্রোপচার আমরা করে থাকি। কিছু অস্ত্রোপচার যেমন ইউআরএসএল, পিসিএনএল, আরআইআরএস নিয়মিত করা হয়ে থাকে। অতি সম্প্রতি আধুনিক পদ্ধতিতে লেজার ব্যবহার করে ইসিআইআরএস প্রক্রিয়ায় কিডনির পাথরের অস্ত্রোপচার করা যায়।

কিডনিতে পাথর প্রতিরোধের উপায় কী?

সারা দিনে অন্তত দুই থেকে আড়াই লিটার জল খাওয়া উচিত। এছাড়া অতিরিক্ত প্রোটিন ও আমিষ জাতীয় খাবার এড়িয়ে চলতে হবে। ফুলকপি, ব্রোকোলি, পালং শাক, পুঁই শাক, বেগুন, টমেটো, ফলের মধ্যে আতা, চিকু, আঙুর, ড্রাই ফ্রুটস যেমন কাজুবাদাম এড়িয়ে চলাই ভালো। অতিরিক্ত লবণ ও প্যাকেটজাতীয় খাবার এড়িয়ে চলুন। বেশি ঘি, মাখন, চিজ, চকোলেট, কোকো পাউডার, কফি না খাওয়াই ভালো।

প্রস্টেটের সমস্যায় কী উপসর্গ দেখা দেয়?

প্রধান উপসর্গের মধ্যে রয়েছে - মূত্রত্যাগের সময়ে সমস্যার সম্মুখীন হওয়া, ঘন ঘন মূত্রত্যাগের প্রয়োজন বিশেষ করে রাতে, দুর্বল বা বিঘ্নিত মূত্র প্রবাহ, মূত্রত্যাগের শেষে ফোঁটা ফোঁটা মূত্র পড়া, সম্পূর্ণ মূত্রাশয় খালি করতে না পারা, তলপেট, কুঁচকি বা পিঠে ব্যথা।

প্রস্টেটের সমস্যা কীভাবে নির্ণয় করা যায়?

পুরুষদের মধ্যে প্রস্টেট গ্রন্থি বৃদ্ধি সাধারণত বয়সজনিত কারণে হতে পারে বা প্রস্টেটের ক্যানসার হলেও হতে পারে। প্রস্টেটের সমস্যায় যেসব পরীক্ষা করা হয় তার মধ্যে রয়েছে -

ডিজিটাল রেক্টাল এগজাম (ডিআরই) : মলদ্বারের দেয়ালের মাধ্যমে প্রস্টেট পরীক্ষা করা হয়।

মূত্র পরীক্ষা : সংক্রমণ বা অন্যান্য অবস্থার পরীক্ষা করা হয়।

রক্ত পরীক্ষা : পিএসএ (প্রোস্টেট-নির্দিষ্ট অ্যান্টিজেন) স্তর পরীক্ষা করা হয়।

ইমেজিং পরীক্ষা : প্রস্টেট এবং মূত্রনালির মূল্যায়নের জন্য আল্ট্রাসাউন্ড বা এমআরআই।

ইউরোডায়নামিক পরীক্ষা : মূত্রের চাপ এবং প্রবাহ পরিমাপ করা হয়।

প্রস্টেটের সমস্যার চিকিৎসা কী?

সবার আগে জীবনযাত্রায় পরিবর্তন আনতে হবে। যেমন, শোয়ার আগে জল খাওয়া কমানো, ক্যাফিন এবং অ্যালকোহল সীমিত করা এবং নিয়মিত ব্যায়াম করা উচিত। পাশাপাশি ওষুধ তো রয়েইছে। প্রতিরোধের উপায় হিসেবে নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করানো উচিত। এছাড়া স্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়ার পাশাপাশি জীবনধারা বজায় রাখতে হবে।

প্রস্টেটের সমস্যায় অস্ত্রোপচার করার প্রয়োজনীয়তা আছে কি?

সবক্ষেত্রে অস্ত্রোপচার করার প্রয়োজন হয় না। তবে কিছু ক্ষেত্রে মিনিমালি ইনভেসিভ সার্জারি করার প্রয়োজন পড়তে পারে। যেমন-

ট্রান্সইউরেথ্রাল রিসেকশন অফ দ্য প্রস্টেট : মূত্রনালির মধ্য দিয়ে একটি যন্ত্র প্রবেশ করিয়ে প্রস্টেট টিস্যু অপসারণ করা হয়।

লেজার সার্জারি : লেজারের মাধ্যমে প্রস্টেট টিস্যু ধ্বংস করা হয়।

ছোট তারা

দার্জিলিং পাবলিক স্কুলের প্রথম শ্রেণির ছাত্র দ্রাবিড় নন্দী আঁকায় পারদর্শী। স্কুলের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে দ্রাবিড়।

চায়না রসুন বিক্রি নিষিদ্ধ

ভাস্কর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২১ জুলাই : শিলিগুড়ির বাজার ছেয়ে গিয়েছে চায়না রসুনে। কোথাও ২৫০ টাকা, আবার কোথাও ২৮০ টাকা কিলো দরে বিকোচ্ছে এই রসুন। দীর্ঘদিন ধরে শহরের বিধান মার্কেট, সুভাষপল্লি সহ বড় বাজারগুলিতে খুল্লম খুল্লা বিক্রি হচ্ছে এই রসুন। প্রশাসনের তরফে বারবার বলা সত্ত্বেও তা বন্ধ হয়নি। অথচ এই চায়না রসুন স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর।

রবিবার শিলিগুড়ির বিভিন্ন সবজির বাজারে গিয়ে চায়না রসুন বিক্রি হচ্ছে দেখে রীতিমতো হতবাক টাস্ক ফোর্সের প্রতিনিধিরা। তাঁরা ব্যবসায়ীদের পরিষ্কার জানিয়ে দেন, কোনওমতেই চায়না রসুন বাজারে বিক্রি করা যাবে না। এদিন বাজার থেকে চায়না রসুনের কিছু নমুনা সংগ্রহ করে নিয়ে যান টাস্ক ফোর্সের কর্তারা। উল্লেখ্য, ধবধবে সাদা এই রসুন দেখতে সুন্দর হলেও নিয়মিত খেলে স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটায়। ভারতের বাজারে এই রসুন নিষিদ্ধ হলেও চোরাগোপ্তাভাবে ঢুকে পড়ছে বলে জানান টাস্ক ফোর্সের কর্তারা।

এদিকে, শিলিগুড়ির বড় সবজি বাজারগুলিতে কয়েকজন বিক্রেতা এখনও দাম নিয়ন্ত্রণে না আনায় তাঁদের সতর্ক করেছেন টাস্ক ফোর্সের কর্তারা। আগামী দু-একদিনের মধ্যে সবজির দাম নিয়ন্ত্রণে আনা না হলে ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়ে দিয়েছেন কর্তারা। প্রয়োজনে দোকান বন্ধ করে দেওয়া হতে পারে বলে হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে, জানান কৃষিকর্তা দেবাশিস ঘোষ।

এদিন শহরের বিধান মার্কেট, হায়দরপাড়া, বাগরাকোট ও সুভাষপল্লি-রথখোলা বাজারে যান টাস্ক ফোর্সের কর্তারা। প্রতিটি বাজারেই অবশ্য সিংহভাগ দোকানদার আলু, পেঁয়াজ, কাঁচা লংকা, টমেটোর দাম নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এলেও এখনও বেশ কয়েকজন ব্যবসায়ী বেশি দাম নিচ্ছেন বলে অভিযোগ। টাস্ক ফোর্সের কর্তারা সেই ব্যবসায়ীদের পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন, খুচরো ব্যবসায়ীদের পাইকারি ব্যবসায়ীদের থেকে সবজি কেনার রসিদ অবশ্যই সংগ্রহ করতে হবে।

পাশাপাশি আলু কিলো প্রতি ৩০ টাকা ও পেঁয়াজ কিলো প্রতি ৪০ টাকার বেশি নেওয়া যাবে না ক্রেতাদের থেকে। যদি বেশি দাম নেওয়া হয়, তবে দোকানদারের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। টাস্ক ফোর্সের কর্তারা জানিয়েছেন, যতদিন পর্যন্ত সমস্ত জায়গায় সবজির দাম নিয়ন্ত্রণে না আসছে, ততদিন পর্যন্ত সপ্তাহে দু'দিন করে বাজারে এই অভিযান চলবে।

আলু, পেঁয়াজ, কাঁচা লংকা সুলভমূল্যে ক্রেতাদের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য ইতিমধ্যেই বাজারগুলির সামনে স্টল করে সবজি বিক্রি করছে শিলিগুড়ি পুরনিগম। এদিনও দেখা গেল শহরের বাজারগুলিতে পুরনিগমের স্টল থেকে নিমেষের মধ্যে সবজি বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। পাশাপাশি সুফল বাংলার স্টল থেকেও বিক্রি হচ্ছে সবজি। বৃহত্তর শিলিগুড়ি খুচরা ব্যবসায়ী সমিতির তরফেও বাগরাকোট বাজারের সামনে সুলভমূল্যে আলু, পেঁয়াজ বিক্রি শুরু হয়েছে।

বাজারে টাস্ক ফোর্সের অভিযান

বিধান মার্কেটে টাস্ক ফোর্সের প্রতিনিধিরা। রবিবার। -সংবাদচিত্র

কীভাবে চিনবেন

- দেখতে ধবধবে সাদা
- কোয়াগুলো তুলনায় গোল

কেন ক্ষতিকারক

- সাদা করার জন্য ক্লোরিন দিয়ে ব্লিচ করা হয়
- আর্সেনিক, ক্রোমিয়ামের মতো ভারী ধাতু থাকে
- ছারপোকা মারার মিথাইল ব্রোমাইড থাকে

কী কী প্রভাব

- ক্যানসার হতে পারে
- ফুসফুস এবং কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের ক্ষতি করে

নমুনা সংগ্রহ

- শিলিগুড়ির বিভিন্ন সবজি বাজারে ছেয়ে গিয়েছে ক্ষতিকারক চায়না রসুনে
- রবিবার টাস্ক ফোর্সের কর্তারা এই রসুনের নমুনা সংগ্রহ করেছেন
- এদিন তাঁরা বিক্রেতাদের দাম নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য কড়া হুঁশিয়ারি দিয়েছেন
- আলু ও পেঁয়াজ কিলোপ্রতি যথাক্রমে ৩০ ও ৪০ টাকার বেশি না নেওয়ার সতর্কবার্তা
- নির্দেশ না মানলে কড়া পদক্ষেপ করার হুঁশিয়ারি

বৃষ্টি শেষে ফের কড়া রোদ শিলিগুড়িতে। রবিবার। ছবি : সূত্রধর

কাউন্সিলারের বিরুদ্ধে সরব এক সময়ের সতীর্থ

শিলিগুড়িতে পদ্মের গোষ্ঠীকোন্দল প্রকাশ্যে

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২১ জুলাই : গঙ্গানগর ২ নম্বর রাস্তায় যে অঞ্জলি অ্যাপার্টমেন্টের চারতলায় ৫ নম্বর ওয়ার্ডের বিজেপি কাউন্সিলার অনীতা মাহাতো থাকেন সেটা অবৈধ। অ্যাপার্টমেন্টের উপরে যে টিনের ছাউনি দেওয়া হয়েছে তার অনুমতিপত্র কোথায়? কাউন্সিলার যে পার্টি অফিসে বসেন খাতায়-কলমে ওটা গ্যারাজ। তিনি সেই গ্যারাজ কীভাবে কাউন্সিলার কার্যালয় হিসাবে ব্যবহার করছেন? সপ্তাহখানেক আগে পুরনিগম থেকে সন্তোষীনগরের রাস্তায় বড় নালা দখল করে তৈরি দুটি দোকান ভাঙা হয়েছিল। সেই দোকানের মালিক তথা স্থানীয় বাসিন্দা বিকাশ শা ও তাঁর এক আত্মীয় এমনই প্রশ্ন তুলেছেন। বিকাশ এক সময় এলাকায় বিজেপি কর্মী হিসাবেই পরিচিত ছিলেন। যদিও লোকসভা ভোটের বহু আগে তিনি দল থেকে দূরত্ব তৈরি করেন। গোটা ঘটনার পিছনে গোষ্ঠীকোন্দল তত্ত্ব প্রকাশ্যে এসেছে।

যদিও সম্প্রতি কাউন্সিলার অফিসের বৈধতা নিয়ে পুরনিগমের কমিশনার সহ নানা মহলে চিঠি দিয়েছেন বিকাশ। বিকাশের স্পষ্ট কথা, 'কাউন্সিলার হওয়ার পর থেকেই অনীতা মাহাতো নানা অবৈধ কাজ করছেন। আমি নানা সময় তার বিরোধিতা করেছি। প্রতিবাদে বসেও গিয়েছি। ফের দলের ফেরার জন্য চাপ দেওয়া হচ্ছিল। তা না মানায় কাউন্সিলার দোকান ভেঙে দেবেন বলে প্রকাশ্যেই হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন। তবে আমি এখন কোনও দলের সঙ্গে জড়িত নই', স্পষ্ট জানান বিকাশ।

তাঁর দাবি, 'পুরনিগমের নির্দেশেই নালার জল বের করার জন্য চেম্বার তৈরি করেছিলাম। এরপরেও কাউন্সিলার শুধুমাত্র নিজের ক্ষমতা দেখাতে আমাদের দুটি দোকান পুরনিগমকে দিয়ে ভেঙে দেন।' এ সম্পর্কে বিজেপি কাউন্সিলার অনীতা মাহাতো বলেন, 'উনি যে দলই করুন সেটা কোনও ব্যাপার নয়, আমার অ্যাপার্টমেন্টের ফ্লোর কিংবা কাউন্সিলার অফিস যদি অবৈধ হয় তাহলে সেটাও অবশ্যই ভাঙা হোক। এখানে কোনও দল কিংবা ব্যক্তিগত রোষের ব্যাপার নেই।' পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার এ প্রসঙ্গে বলেন, 'যে কেউ অভিযোগ করতেই পারেন। তবে তার বৈধতা রয়েছে কিনা সেটা আগে দেখা হবে। যদি অভিযোগের সত্যতা মেলে তাহলে আইন সবার ক্ষেত্রেই সমানভাবে প্রযোজ্য হবে।'

গঙ্গানগর ২ নম্বর রাস্তায় কাউন্সিলারের এই অ্যাপার্টমেন্ট ঘিরে বিতর্ক।

বিকাশ অভিযোগপত্রে কাউন্সিলারের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ তুলেছেন। তাঁর অভিযোগ, গঙ্গানগরের সন্তোষীনগর রোডে নালার ওপর বহু দোকান রয়েছে। তাহলে শুধু তাঁদের দুই দোকানই ভাঙা হল কেন? এর পিছনে ব্যক্তি আক্রোশের পাশাপাশি গোটা ওয়ার্ডের নানা স্থানে নালা দখলের পিছনে তিনি কাউন্সিলারের মদতদানের দাবি করেন। ওই দখলের বিরোধিতা না করার পিছনে কাউন্সিলারের ব্যক্তিস্বার্থ রয়েছে বলে তাঁর অভিযোগ। এক্ষেত্রে স্থানীয় এক হোটেলের কথা অভিযোগপত্রে তিনি স্পষ্ট লিখেছেন। তাঁর দাবি, বড় নালা দখল করেই ওই হোটেলের প্রবেশপথ ও পার্কিং প্লেস তৈরি করা হয়েছে। বিকাশের অভিযোগ, 'কাউন্সিলারের বাবার মদতেই ওই নির্মাণ হয়েছিল। হোটেলটি আগে রেসিডেন্সিয়াল ছিল। সেটাও রাতারাতি কীভাবে কমার্সিয়াল হয়ে গেল?' এ ব্যাপারে তিনি পুরনিগমকে সমীক্ষা করার আবেদন জানান। যদিও ওয়ার্ডে চলা অবৈধ নির্মাণে মদতের অভিযোগ এড়িয়ে যান অনীতা।

সংস্কারের অভাবে বেহাল যাত্রী প্রতীক্ষালয়

মিঠুন ভট্টাচার্য

শিলিগুড়ি, ২১ জুলাই : গত বুধবার ছিল মহরম। ঘড়ির কাঁটায় তখন রাত ন'টা। ঝমঝমিয়ে শুরু হল বৃষ্টি। হিলকার্ট রোড ধরে একের পর এক তাজিয়া এগিয়ে চলছে। বৃষ্টি থেকে বাঁচতে কয়েকজন ছুটে সেবক মোড় সংলগ্ন একটি যাত্রী প্রতীক্ষালয়ে গিয়ে দাঁড়ালেন। কিন্তু রেহাই মিলল কই! মাথা সেই ভিজল।

ডাঙ্গিপাড়ার বাসিন্দা রেজাউল খান সপরিবারে সেদিন সেখানে ছিলেন। বিরক্তির সুরে তিনি বলেছিলেন, 'রোদ-বৃষ্টি থেকে বাঁচতে মানুষ যাত্রী প্রতীক্ষালয়ে এসে দাঁড়ায়। এখানে এসেও ভিজতে হবে জানলে অন্য কোথাও গিয়ে ঠাঁই নিতাম।' ওই যাত্রী প্রতীক্ষালয়ের ছাউনি ভাঙাচোরা অবস্থায় পড়ে রয়েছে। যে কোনও সময় সেটি ভেঙে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। রেজাউলের সেদিনের ভোগান্তির অভিজ্ঞতা তাঁর একার নয়, আরও অনেকের। প্রায় একই অবস্থা সেবক রোডের ইসকন মন্দির মোড়, জলপাই মোড়, এসএফ রোডের যাত্রী প্রতীক্ষালয়গুলির। বসার কোনও ব্যবস্থা নেই। রেলিংগুলি ভাঙা। তিনদিক খোলা, ফলে বর্ষায় জলের ঝাপটায় ভিজতে হয় যাত্রীদের।

বিষয়টি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন শিলিগুড়ি পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার। তিনি বলেন, 'বেশ কয়েকটি যাত্রী প্রতীক্ষালয় সংস্কার করা প্রয়োজন। অনেকগুলো প্রতীক্ষালয় দখল হয়ে রয়েছে। এই বিষয়ে পুরনিগমের পরিকল্পনা চলছে। পুরনিগমের তরফে নতুন করে কয়েকটি প্রতীক্ষালয় তৈরি করা হয়েছে। আরও কিছু তৈরির পরিকল্পনা করা হচ্ছে।'

এদিকে, বিধান মার্কেটে অটোস্ট্যান্ডের কাছে গেলেই দেখা মিলবে যাত্রী প্রতীক্ষালয়ে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে বেশ কয়েকটি অটো। পাশের একটি খাবারের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে রিনিতা মাঝি, খুশি প্রসাদ একসুরে প্রশ্ন ছোড়েন, 'যাত্রীরা দাঁড়াবে কোথায়?' এক অটোচালককে এব্যাপারে প্রশ্ন করতেই তাঁর সাফাই, 'অসুবিধা হলে অটো সরিয়ে দেব।' এভাবে অটো দাঁড় করিয়ে রাখা আদৌ কতটা যুক্তিসংগত? তাঁর জবাব, 'বিকেলে তো দোকানদাররা জায়গাটা দখল করে রাখে।'

'শহরের জনবহুল এলাকাগুলিতে আরও যাত্রী প্রতীক্ষালয় প্রয়োজন' বলে মনে করেন পানিট্যাঙ্কি মোড় এলাকার ব্যবসায়ী পবন সিং চৌহান। তাঁর দাবি, 'সারাদিন বহু মানুষকে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতে হয় গাড়ি ধরার জন্য। তাই আরও যাত্রী প্রতীক্ষালয় নির্মাণ করা হোক।'

শহরের বহু জায়গায় যাত্রী প্রতীক্ষালয়গুলি রয়েছে রাস্তার মোড় থেকে কিছুটা দূরে। প্রতীক্ষালয়গুলি বেহাল থাকায় যাত্রীরাও সেখানে গিয়ে অপেক্ষা করতে দ্বিধা বোধ করছেন। বহু পথচলতি মানুষ দাঁড়িয়ে থাকেন রাস্তার মোড়ে। সেখান থেকেই যাত্রী ওঠানো-নামানো চলছে। অকারণেই যানজট সমস্যা সৃষ্টি হয়। এই সমস্যা থেকে কবে পরিত্রাণ মিলবে, সেই আশায় রয়েছেন শহরবাসী।

> বেশ কয়েকটি যাত্রী প্রতীক্ষালয় সংস্কার করা প্রয়োজন। অনেকগুলো প্রতীক্ষালয় দখল হয়ে রয়েছে। এই বিষয়ে পুরনিগমের পরিকল্পনা চলছে। পুরনিগমের তরফে নতুন করে কয়েকটি প্রতীক্ষালয় তৈরি করা হয়েছে। আরও কিছু তৈরির পরিকল্পনা করা হচ্ছে।
>
> – রঞ্জন সরকার ডেপুটি মেয়র

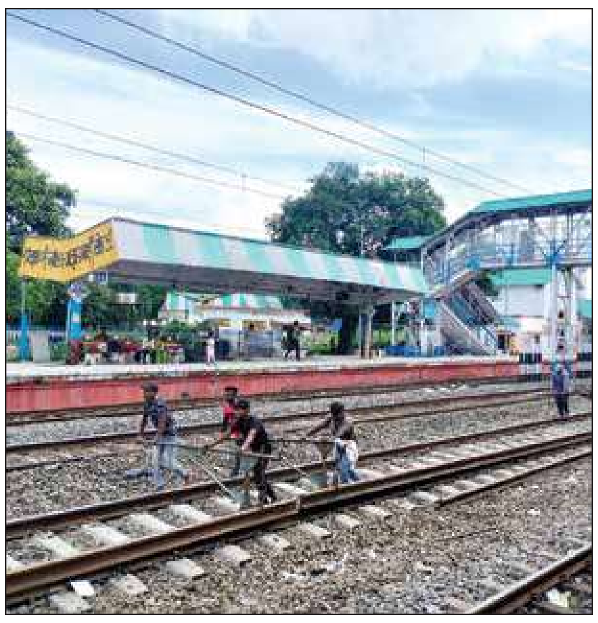

রেললাইন মেরামতি। ইসলামপুরের আলুয়াবাড়ি রোড জংশনে। -রাজু দাস

দেড় মাস বন্ধ থাকা সত্ত্বেও স্কুলে বিদ্যুতের বিল বেশি

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ২১ জুলাই : একই পরিমাণ বিদ্যুৎ ব্যবহার করা হচ্ছে। তার পরেও আচমকা বিদ্যুতের মাশুল বেশি আসছে। এমনই অভিযোগ বেশ কয়েকটি প্রাথমিক স্কুল কর্তৃপক্ষের। প্রায় দেড় মাস গরমের ছুটির জন্য স্কুল বন্ধ থাকার পরেও কীভাবে বিল এত বেশি, তা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছে না কর্তৃপক্ষ। পাশাপাশি প্রতি মাসে বিদ্যুতের বিল দেওয়া হলে সুবিধা হবে বলে জানানো হয়েছে।

প্রাথমিক স্কুলোগুলো কম্পোজিট অনুদানের উপর নির্ভরশীল। সেখানে বিদ্যুতের বিল আচমকা বেশি আসার ফলে সমস্যায় পড়েছে বেশ কয়েকটি স্কুল। যদিও বিদ্যুৎ দপ্তরের তরফে জানানো হয়েছে, মাশুল বৃদ্ধি করা হয়নি। তাহলে কীভাবে স্কুলের বিল বেশি এল, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

নবগ্রাম প্রাথমিক স্কুলের প্রধান শিক্ষক হিরণ্ময় হাজরা বলেন, 'জুলাই মাসে বিদ্যুতের বিল এসেছে ৭৬০ টাকা। তিন মাস মিলিয়ে বিল গড়ে ৮৫০-৯০০ টাকা হয়। সেখানে প্রায় দেড় মাস স্কুল বন্ধ থাকার পরেও ৮০০-র কাছাকাছি বিল এসেছে।' মাসে মাসে যদি বিল নেওয়া হয়, তাহলে তাঁদের অনেক বিল দিতে হবে দাবি করেন তিনি।

হাইস্কুল সংযুক্ত প্রাথমিক স্কুলগুলোতে দেখা যায় হাইস্কুলই প্রাথমিকের বিল মিটিয়ে দেয়। সেক্ষেত্রে প্রাথমিক স্কুলগুলি সমস্যায় পড়ে না। তবে যে স্কুলগুলি হাইস্কুল সংযুক্ত নয়, সেগুলিতে মাশুল বেশি এলে সমস্যা হয়। পাবলিক প্রাইমারি স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা সুজাতা নন্দী বলেন, 'স্কুলে আগে ৪০০ টাকার মধ্যে থাকত বিদ্যুতের বিল। কিন্তু এখন ৭৫০-র মতো বিল আসছে।' স্কুলের সামান্য কম্পোজিট অনুদান থেকে এত বিল দেওয়া কি সম্ভব? প্রশ্ন তুলেছেন তিনি।

যদিও বিদ্যুৎ দপ্তরের ডিভিশনাল ম্যানেজার (শিলিগুড়ি) শুভদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'অনেক সময় রিডিং নিতে সমস্যা হলে আগের বিল দেখে অনুমানিক বিল দেওয়া হয়। সেক্ষেত্রে কারও কোনও সমস্যা হলে দপ্তরে যোগাযোগ করলে তা খতিয়ে দেখে ঠিক করে দেওয়া হবে।'

ডাঙ্গুজোত হিন্দি প্রাথমিক স্কুলের প্রধান শিক্ষক অম্বুজ রায় বলেন, 'আমি শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলার অন্তর্গত রামজনম প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক থাকাকালীন একবার আট হাজার টাকা বিদ্যুতের বিল এসেছিল। পরে দপ্তরের দ্বারস্থ হয়ে সমস্যা মিটিয়েছিলাম।'

সমস্যায় কর্তৃপক্ষ

- গরমের ছুটির জন্য প্রায় দেড় মাস বন্ধ ছিল স্কুল
- তা সত্ত্বেও বিদ্যুতের বিল বেশি এসেছে প্রাথমিক স্কুলে
- কোথাও বিল গড়ে ৪০০ টাকা এলেও তা বেড়ে এখন ৭৫০ টাকা
- কর্তৃপক্ষের দাবি, প্রতি মাসে বিল দেওয়া হলে স্কুলের সুবিধা হবে

কোর্স শেষ

শিলিগুড়ি, ২১ জুলাই : শিলিগুড়ি সূর্যনগর সমাজকল্যাণ সংস্থার উদ্যোগে রবিবার 'রক্তদাতা উদ্বুদ্ধকরণ ও সংগ্রহ' শীর্ষক সার্টিফিকেট কোর্স শেষ হল। ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের প্রীতিলতা ভবনে আয়োজিত তিনদিনের এই কোর্সের পরিচালনা করেছে কলকাতার অ্যাসোসিয়েশন অফ ভলান্টারি ব্লাড ডোনার্স। অগাস্ট মাসের শেষ সপ্তাহে রাজ্য স্তরের পরীক্ষা হবে বলে জানান সংস্থার সাধারণ সম্পাদক নরেন্দ্র বারিরি।

গুরুরূপে সম্মান

শিলিগুড়ি, ২১ জুলাই : রবিবার শিলিগুড়িতে বিহারি সেবা সমিতির তরফে গুরুপূর্ণিমা উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে স্মারক ও খাদা প্রদানের মাধ্যমে শহরের চারজনকে গুরুরূপে সম্মান জানানো হয়েছে। প্রতিবছরের মতো এবারও এই আয়োজন করা হল।

মাঠের ধারে জুয়ার আসর

শিলিগুড়ি, ২১ জুলাই : মাঠের ধারে রয়েছে নালা। সেই নালা দখল করে বসেছে দোকান। আর এই দোকানগুলিকে কেন্দ্র করে বসছে নেশার আসর। চলছে জুয়াও। শিলিগুড়ি পুরনিগমের চার নম্বর ওয়ার্ডের বিবেকানন্দ মাঠের চারপাশের পরিস্থিতিটা এমনই।

মাঠের চারপাশে লোহার গ্রিল বসানোয় ভেতরে ঢুকতে পারে না কেউ। কিন্তু তাতে কী, গ্রিলের সামনেই বসছে নেশা ও জুয়ার আসর। বিষয়টি নিয়ে রীতিমতো ক্ষুব্ধ স্থানীয় বাসিন্দারা। এলাকাবাসীদের দাবি, মাঠের চারপাশে যদি এধরনের পরিস্থিতি থাকে তাহলে বাচ্চাদের সেখানে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে না। যাঁরা আসর বসাচ্ছেন, সেই দোকানদারদের ওয়ার্ড কাউন্সিলার একাধিকবার সচেতন করলেও কাজের কাজ কিছু হয়নি।

বিষয়টি নিয়ে ক্ষুব্ধ ওয়ার্ড কাউন্সিলার বিবেক সিং। তিনি বলছেন, 'আমি বিষয়টা পুরনিগমে জানিয়েছি। দ্রুত ওই দোকানগুলো ভেঙে নালা দখলমুক্ত করা হবে। এলাকার পরিবেশও স্বাভাবিক হবে।'

ওয়ার্ডের বিবেকানন্দ মাঠ এলাকায় জুয়া ও নেশার আসর বসছে দীর্ঘদিন ধরেই। একসময় মাঠেই বসত এই সমস্ত আসর। মাঠের পরিবেশ বাঁচাতে মাস কয়েক আগে গ্রিল দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়। তাতেও সমস্যা মেটেনি। সম্প্রতি ওই এলাকায় যেতেই নজরে পড়ল, মাঠে ঢোকার রাস্তায় নালার উপরে গড়ে উঠেছে দোকান। এক নজর দেখলে মনে হবে চা, পানমশলার দোকান। কিন্তু চারপাশে বসা আসর দেখে বোঝা গেল, আসল উদ্দেশ্য। বিষয়টা নিয়ে প্রশ্ন করতেই খোলসা করলেন স্থানীয় বাসিন্দা মানস শর্মা। তিনি বলেন, 'সকাল থেকেই এই দোকানগুলিতে আড়ালে নেশার সামগ্রী বিক্রি হয়। সন্ধের পর সবটাই খুল্লামখুল্লা।'

সকাল থেকে জুয়ার আসর চলায় রীতিমতো ক্ষুব্ধ সচেতন নাগরিকরা। স্থানীয় এক বাসিন্দার কথায়, 'এলাকারই কিছু মানুষ এই পরিস্থিতি তৈরি করে রেখেছে। মাঠটাও দখল হয়ে যাচ্ছিল। পুলিশ মাঝেমধ্যে অভিযান চালালেও পরিস্থিতি ফের যে কে সেই।' এই পরিস্থিতিতে দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন কাউন্সিলার। বিবেক বলছেন, 'দ্রুত আমরা মাঠের আশপাশের পরিবেশ ঠিক করব।'

> আমি বিষয়টা পুরনিগমে জানিয়েছি। দ্রুত ওই দোকানগুলো ভেঙে নালা দখলমুক্ত করা হবে। এলাকার পরিবেশও স্বাভাবিক হবে।
>
> – বিবেক সিং
> কাউন্সিলার, ৪ নম্বর ওয়ার্ড

বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষা

শিলিগুড়ি, ২১ জুলাই : রবিবার লায়ন্স ক্লাব অফ শিলিগুড়ি প্রগতির তরফে পূর্ব অম্বিকানগরে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হয়। শিবিরে এলাকার বেশ কয়েকজনের চোখ ও সুগার পরীক্ষা করা হয়েছে। পাশাপাশি বেশ কয়েকজনের হাতে ছাতা, ত্রিপল ও খাদ্যসামগ্রী তুলে দেওয়া হয়। ক্লাব সভাপতি সুজাতা ঘোষ সহ অনেকেই এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন।

স্মরণসভা

শিলিগুড়ি, ২১ জুলাই : প্রয়াত সিপিএম নেতা শান্তি চক্রবর্তীর স্মরণে একটি সভা আয়োজন করা হয় রবিবার। গত ১৩ জুন তাঁর জীবনাবসান ঘটে। তিনি শিলিগুড়ি পুরনিগমের কাউন্সিলার ও মেয়র পারিষদ ছিলেন। সুভাষপল্লির নিউ রয়্যাল স্পোর্টিং ক্লাবের হলঘরে সিপিএম দার্জিলিং জেলা কমিটির তরফে এই স্মরণসভা আয়োজন করা হয়।

খুঁটিপুজো

শিলিগুড়ি, ২১ জুলাই : রবিবার শিলিগুড়ি সংঘশ্রী ক্লাব প্রাঙ্গণে খুঁটিপুজো সম্পন্ন হল। এই উপলক্ষ্যে এদিন সকালে ক্লাবের কর্তা ও সদস্যরা ক্লাবে উপস্থিত হন। প্রতিবছরের মতো এবারও ক্লাবের তরফে জমজমাট পুজোর আয়োজন করা হবে বলে ক্লাব সূত্রে জানা গিয়েছে।

থমকে রাজ্য সড়ক সম্প্রসারণ

শুভজিৎ চৌধুরী

ইসলামপুর, ২১ জুলাই : ইসলামপুর শহরের মাঝখান দিয়ে যাওয়া রাজ্য সড়ক সম্প্রসারণের কাজ এখনও অসমাপ্ত। যার ফলে সাধারণ মানুষের ভোগান্তির শেষ নেই। চলতি বছর ফেব্রুয়ারি মাসে এই রাস্তা সম্প্রসারণের কাজ শুরু হয়। প্রায় ২৪ কোটি টাকা ব্যয়ে শ্রীকৃষ্ণপুর মোড় থেকে অলিগঞ্জ মোড় পর্যন্ত সাড়ে সাত কিলোমিটার রাস্তা সম্প্রসারণ হওয়ার কথা। তবে বর্ষার কারণে বেশ কয়েকদিন ধরে রাস্তা সম্প্রসারণের কাজ থমকে রয়েছে।

শহরের মাঝখানে ১০ মিটার সড়কের দু'পাশে দুই মিটার করে পেভার্স ব্লকের ফুটপাথ তৈরি করা হবে। ইতিমধ্যেই শ্রীকৃষ্ণপুরের দিকে তিস্তা মোড় পর্যন্ত এবং অলিগঞ্জের দিকে শিবডাঙ্গিপাড়া মোড় পর্যন্ত ১০ মিটার করে রাস্তা সম্প্রসারণের কাজ শেষ হয়েছে।

বর্তমানে ওই রাস্তায় গেলেই দেখা যাবে, পুরোনো রাস্তার পিচের প্রলেপ তুলে দেওয়া হয়েছে। পুরোনো রাস্তার দু'পাশে মাটি কেটে বেডমিশালি দিয়ে ভরাট করে রাখা হয়েছে। কাজ অসমাপ্ত থাকায় এলাকাবাসী এবং পথচারীদের যাতায়াতের ক্ষেত্রে নানা সমস্যা তৈরি হচ্ছে।

হাইস্কুল মোড়, পিডব্লিউডি মোড়, হাসপাতাল মোড়ে গেলেই দেখা যাবে রাস্তার দু'পাশের উচ্চতা মাটি থেকে অনেকটাই উঁচু হয়ে গিয়েছে। এর জেরে মাঝেমধ্যেই ছোটখাটো দুর্ঘটনা ঘটছে। যাত্রী সহ টোটো উলটে গিয়েছে বলে অভিযোগ স্থানীয়দের। পুরোনো রাস্তার পিচের প্রলেপ তুলে দেওয়ার কারণে গোটা রাস্তাটা বর্তমানে এবড়োখেবড়ো। ফলে গাড়ি নিয়ে চলাচলে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। রয়েছে ধুলোর সমস্যাও।

কারণ বৃষ্টি

হাইস্কুল মোড়ের এক ব্যবসায়ী পবন নন্দী বলেন, 'মূল রাস্তায় উঠতে গিয়ে প্রতিদিন বহু মানুষ দুর্ঘটনার কবলে পড়ছেন। টোটো উলটে যাচ্ছে। হাইস্কুল সহ পাশের একটি বেসরকারি স্কুলে পড়ুয়াদের দিতে এসে অভিভাবকরাও ছোটখাটো দুর্ঘটনার কবলে পড়ছেন।' তিনি চাইছেন, 'কয়েকদিন ধরে বৃষ্টি নেই। তাই দ্রুত কাজ শেষ করা প্রয়োজন।'

ইসলামপুর পূর্ত দপ্তরের (রোডস) অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার ভবতোষ দাস বলেন, 'বর্ষার কারণে কাজ বন্ধ ছিল। বৃষ্টি হলে মাটিতে আর্দ্রতা বেশি থাকে। সেক্ষেত্রে পিচের কাজ ভালো হবে না।' বৃষ্টি বন্ধ হলেই দ্রুত কাজ শেষ করা হবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন তিনি।

শ্রীকৃষ্ণপুর মোড় থেকে অলিগঞ্জ মোড় পর্যন্ত অসমাপ্ত রাস্তা।

নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ালেন বাইডেন

ওয়াশিংটন, ২১ জুলাই : আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের লড়াই থেকে সরে দাঁড়ালেন বাইডেন। রবিবার একটি বিবৃতি দিয়ে এই ঘোষণা করেছেন বর্তমান মার্কিন প্রেসিডেন্ট। যদিও হঠাৎ কেন তাঁর এই সিদ্ধান্ত, সেব্যাপারে এদিনের ওই প্রেস বিবৃতিতে খোলসা করে কিছু বলেননি বাইডেন। দিন কয়েক পরে এব্যাপারে তিনি বিস্তারিত জানাবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন। বাইডেনের কথায়, 'এই মুহূর্তে দলের ও দেশের স্বার্থে আমার এই নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানোই ভালো। প্রেসিডেন্ট হিসেবে দেশের প্রতি আমার দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করব।'

গত রবিবারের সেই গুলি কাণ্ডের পর থেকেই আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে রিপাবলিকান পার্টির তুরুপের তাস ডোনাল্ড ট্রাম্পের সামনে ক্রমশ ম্রিয়মাণ দেখাচ্ছিল রিপাবলিকান প্রার্থী জো বাইডেনকে। মার্কিন সংবাদমাধ্যম সূত্রে দাবি, শাসকদলের তরফে বাইডেনের ওপর দ্বিতীয়বার প্রেসিডেন্ট হওয়ার দৌড় থেকে সরে দাঁড়ানোর চাপও বাড়ছিল। এদিন তাঁর এই সিদ্ধান্ত কি সেই চাপের প্রভাবেই? আমেরিকার রাজনৈতিক মহলে জল্পনা বাড়ছে।

ডেমোক্র্যাট পার্টিতে যাঁরা বাইডেনের প্রার্থীপদের বিরোধিতা করে আসছিলেন, তাঁদের অন্যতম প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা। ইতিপূর্বে ঘরোয়াভাবে বাইডেনকে প্রার্থীপদ প্রত্যাহারের অনুরোধও জানিয়েছিলেন তিনি। তখন তাতে বাইডেন রাজি হয়েছেন বলে অবশ্য কোনও খবর নেই। বরং ওবামার অনুরোধে নাকি বিরক্ত হয়েছিলেন প্রেসিডেন্ট। প্রার্থী হওয়ার লড়াই থেকে সরতে চাননি। তাহলে এখন কী এমন হল যে এই

সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি? আগামী নভেম্বর মাসে আমেরিকায় ভোট হওয়ার কথা। ভোটের মাস চারেক আগে বাইডেনের এই সিদ্ধান্ত ডেমোক্র্যাটকে এখন বাধ্য করবে প্রার্থীপদে অন্য মুখ খুঁজে বের করতে। সেক্ষেত্রে উঠে আসছে বাইডেনেরই মন্ত্রীসভায় ভাইস প্রেসিডেন্টের পদে থাকা কমলা হ্যারিসের নাম।

ওবামা আমেরিকার প্রেসিডেন্ট থাকাকালীন বাইডেন ছিলেন ভাইস প্রেসিডেন্ট। গত নির্বাচনেই তো বাইডেনের হয়ে প্রচারে নেমেছিলেন ওবামা। আসন্ন নির্বাচনের প্রচারের শুরুতেও বাইডেনের হয়ে সওয়াল করতে দেখা গিয়েছিল তাঁকে। তবে সম্প্রতি ট্রাম্পের সঙ্গে বিতর্কে বারবার খেই হারিয়েছেন বাইডেন। পরবর্তীকালে একাধিক অনুষ্ঠান ও সাংবাদিক বৈঠকেও তাঁকে বিভ্রান্তিকর মন্তব্য করতে দেখা গিয়েছে। এদিকে, বন্দুকবাজের হামলা থেকে বেঁচে ফেরা ট্রাম্পের পাল্লা ক্রমাগত ভারী হচ্ছে। ওবামা সহ ডেমোক্র্যাট শিবিরের অনেকেই মনে করছিলেন, বাইডেন প্রার্থী হলে রিপাবলিকানদের জয় অনিবার্য। তাই তাঁরা বাইডেনকে প্রার্থীপদ প্রত্যাহারের অনুরোধ জানিয়েছিলেন। দলের অন্দরের সেই ক্ষোভ সামাল দিতেই কি এই সিদ্ধান্ত নিলেন বাইডেন?

রবিবার সেই প্রেস বিবৃতিতে বাইডেন দেশবাসীকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। জানিয়েছেন, কীভাবে তাঁর সরকার দেশকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে। সেই ধারা অক্ষুণ্ণ রাখার কথাও জানিয়েছেন বাইডেন। ভোটের লড়াই থেকে সরে দাঁড়ানোর কথা জানালেও বাইডেনের আশ্বাস, প্রেসিডেন্ট পদে তাঁর বাকি মেয়াদটুকু সুষ্ঠুভাবেই পালন করবেন তিনি।

ফুলবাড়ি সীমান্তে স্থলবন্দরের জমি পরিদর্শনে সাংসদ জয়ন্ত রায় ও বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায়। রবিবার। -সূত্রধর

ফুলবাড়িতে স্থলবন্দর তৈরির তোড়জোর

মিঠুন ভট্টাচার্য

শিলিগুড়ি, ২১ জুলাই : ফুলবাড়িকে স্থলবন্দর হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হলেও নেই পরিকাঠামো। পরিকাঠামোর উন্নয়ন ঘটিয়ে এখানেই এবার তৈরি হতে চলেছে অত্যাধুনিক মানের স্থলবন্দর। রবিবার দুপুরে ফুলবাড়ি সীমান্ত পরিদর্শনে গিয়ে এমনই জানালেন জলপাইগুড়ির সাংসদ জয়ন্ত রায়। এদিন তাঁর সঙ্গে ছিলেন ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায় সহ অন্যরা। প্রথমে ফুলবাড়ি বিএসএফ ক্যাম্প অফিসে আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেন জয়ন্ত। সেখান থেকে বেরিয়ে কিছুটা দূরে সীমান্তের কাঁটাতার ঘেঁষা একটি জায়গায় হাজির হন সাংসদ, বিধায়ক এবং বিএসএফ আধিকারিকরা। সাংসদকে প্রকল্প বুঝিয়ে দিতে দেখা যায় আধিকারিকদের। এই বিষয়ে বিএসএফের উত্তরবঙ্গের ডিআইজি ও জনসংযোগ আধিকারিক অমিতকুমার ত্যাগী বলেন, 'হিলি, ফুলবাড়ি সীমান্ত সহ আরও এক জায়গায় স্থলবন্দর তৈরির সিদ্ধান্ত হয়েছে। জমিজটের কারণে কিছু সমস্যা রয়েছে। তবে তা মিটে যাবে বলেই আশা।'

ফুলবাড়ি অভিবাসন দপ্তরের পাশ দিয়ে একটি রাস্তা রাজগঞ্জের সন্ন্যাসীকাটার দিকে চলে গিয়েছে। সেই রাস্তা দিয়ে প্রায় এক কিলোমিটার গিয়ে এদিন বিএসএফ আধিকারিকরা সাংসদকে এলাকার একটি জমি দেখান। ওই এলাকায় বন্দরের পরিকাঠামো গড়ে তোলা হবে বলে মনে করা হচ্ছে। যদিও সম্পূর্ণ জমি সমীক্ষা এখনও শেষ হয়নি। এলাকায় বেশ কিছু সরকারি জমি রয়েছে। জায়গাগুলিতে কয়েকটি পরিবারের বাস। সেই জমিতে চা বাগানও দেখা গিয়েছে। তাই বন্দর কর্তৃপক্ষের হাতে জমি তুলে দিতে রাজ্য সরকার তথা জেলা প্রশাসনের সাহায্য প্রয়োজন।

অন্যদিকে জয়ন্ত বলেছেন, 'তিন বছর আগে এলাকায় বড় আকারের স্থলবন্দর তৈরির জন্য চেষ্টা শুরু করেছিলাম। কিন্তু রাজ্য সরকারের অসহযোগিতার কারণে জমি পাওয়া যাচ্ছিল না। কিন্তু বর্তমানে জেলা প্রশাসন অনেকটা নমনীয় হওয়ায় মনে হচ্ছে সেই সমস্যা মিটবে।' রাজ্য সরকার জমি চিহ্নিত করবে বলে খবর। রাজ্যের মুখ্যসচিব বিষয়টির তদারকি করেছিলেন বলেও জানিয়েছেন জয়ন্ত।

তাঁর সংযোজন, 'মুখ্যসচিব বিষয়টি নিয়ে তদবির করেছেন জানার পর আমি বিএসএফ আধিকারিক ও অন্যদের সঙ্গে যোগাযোগ শুরু করি।' এপ্রসঙ্গে তৃণমূলের জলপাইগুড়ি জেলা চেয়ারম্যান খগেশ্বর রায়ের বক্তব্য, 'বিষয়টি আমার জানা নেই। ওই এলাকায় তো বিজেপির বিধায়ক রয়েছেন। জমি সমস্যার বিষয়টি তো আমাকে বলতে পারতেন।'

কবর থেকে দেহ তুলে ময়নাতদন্ত

কিশনগঞ্জ, ২১ জুলাই : কিশনগঞ্জের সুখানি গ্রামে কবর থেকে নাবালকের দেহ তুলে ময়নাতদন্তে পাঠাল বাহাদুরগঞ্জ থানার পুলিশ। ৩৭ দিন আগে স্থানীয় এক ডোবা থেকে মহম্মদ নেহাল (৬)-এর দেহ উদ্ধার করে কবর দেওয়া হয়েছিল। শনিবার সন্ধ্যায় পুলিশ সেই পচাগলা দেহটি কবর থেকে তুলে কিশনগঞ্জ সদর হাসপাতালে ময়নাতদন্তে পাঠায়।

অভিযোগ, গত ১৪ জুন বাহাদুরগঞ্জের চিকাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের সুখানি গ্রামে এক ইটভাটার ডোবায় ডুবে মারা গিয়েছিল নেহাল। ভাটার মালিক মাস্টার দবির তড়িঘড়ি দেহটি কবর দিয়ে দেন। ঘটনার ৩২ দিন পর গত ১৬ জুলাই বাহাদুরগঞ্জ থানায় দবিরের বিরুদ্ধে ছেলেকে হত্যার অভিযোগ দায়ের করেন মহম্মদ নাইয়ার আলম। ভাটার ম্যানেজার মহম্মদ রাগীবের বিরুদ্ধেও নানা হুমকি দেওয়ার অভিযোগ জানানো হয়। এ ব্যাপারে বাহাদুরগঞ্জ থানার আইসি তথা ট্রেনি ডিএসপি অভিনব পরাশর জানান, অভিযোগ মিলতেই আইনমাফিক ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে শনিবার সন্ধ্যায় কবর থেকে দেহটি তুলে কিশনগঞ্জ সদর হাসপাতালে ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়। শনিবার রাত থেকে অভিযুক্ত মালিক ও ম্যানেজার পলাতক।

মুখ্যমন্ত্রী, অভিষেকের হুঁশিয়ারির পর তৃণমূলে জল্পনা

কলকাতা, ২১ জুলাই : রবিবার ভরা সমাবেশে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও দলের 'সেনাপতি' অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কড়া হুঁশিয়ারির পর তৃণমূলের সর্বস্তরের অন্দরে রীতিমতো জল্পনার সৃষ্টি হয়েছে। সদ্য বিভিন্ন ভোটে তৃণমূলের ধারাবাহিক বিপুল জয়ের পরও যে দলে দুর্নীতির প্রশ্নে মুখ্যমন্ত্রী তথা দলনেত্রী সহ রাজ্য নেতৃত্ব এখনও চরম অস্বস্তিতে, তাঁদের ভাষণে বারবার তা স্পষ্ট হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বারবার তাঁর ভাষণে হুঁশিয়ারির সুরে বলেছেন, 'দুর্নীতি করলে, অন্যায় করলে দলের জনপ্রতিনিধিদের কাউকে রেয়াত করা হবে না। কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

অভিষেকের কঠোর হুঁশিয়ারি, 'সদ্য লোকসভা ভোটে যেসব পুরসভায় দল খারাপ ফল করেছে সেই সব জায়গায় দলের পুর চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান ও কাউন্সিলারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' আগামী তিন মাসের মধ্যে এর ফল মিলবে বলে অভিষেক জানানোর পর দলের অনেক জনপ্রতিনিধি প্রমাদ গুনছেন।

সমাবেশে হাজির শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেবকে বলেন, 'ঠিকই বলেছেন অভিষেক। ভুল কথা বলেননি। 'পারফরমেন্সই' শেষ কথা। পারফরমেন্স করতে না পারলে দল ব্যবস্থা নেবেই, নেওয়ারই কথা।' শুধু পুরসভা নয়, পঞ্চায়েত থেকে শুরু করে দলের সবস্তরের জনপ্রতিনিধির ক্ষেত্রে পারফরমেন্স শেষ কথা, বুঝিয়ে দিয়েছেন অভিষেক।

রাজ্যে কংগ্রেসের ভূমিকা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী প্রশ্ন তুললেও জাতীয় স্তরে ওই দলের ভূমিকা নিয়ে কোনও কথা বলেননি মুখ্যমন্ত্রী। অখিলেশও কংগ্রেস সম্পর্কে কিছু বলেননি। 'ইন্ডিয়া' জোটের স্বার্থে এই নীরবতা বলে মনে করা হচ্ছে। বরং দু'জনই কেন্দ্রে বিজেপি সরকারের স্বল্পায়ুর কথা বলেছেন।

বন দপ্তরের জমিও অবাধে জবরদখল

শুভদীপ শর্মা

লাটাগুড়ি, ২১ জুলাই : শুধুমাত্র নদীর চর কিংবা খাসজমি নয়, জলপাইগুড়ি জেলাজুড়ে একাধিক জায়গায় বন দপ্তরের প্রচুর জায়গাও দখল হয়ে গিয়েছে। কোথাও বনের জায়গা দখল করে গড়ে উঠেছে আস্ত চা বাগান আবার কোথাও সীমানা প্রাচীর কিংবা, খুঁটি গেড়ে জায়গা দখল করা হয়েছে। মূলত বন দপ্তরের নজরদারির অভাবেই স্থানীয় প্রভাবশালীদের সহযোগিতায় এই জায়গাগুলি একের পর এক দখল করা হয়েছে বলে অভিযোগ। দপ্তরের তরফে এবারে সেই সমস্ত জায়গা পুনরুদ্ধারের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। বন দপ্তর সূত্রে খবর, আটঘাট বেঁধেই এই সমস্ত জায়গা পুনরুদ্ধার করা হবে।

লাটাগুড়ি গ্রিন লেভেল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সম্পাদক অনির্বাণ মজুমদারের অভিযোগ, 'বন দপ্তরের এক শ্রেণির আধিকারিক এভাবে দখলদারিতে মদত দিয়েছেন। অবিলম্বে এই সমস্ত জমি পুনরুদ্ধার করতে হবে।' জলপাইগুড়ি বন বিভাগের ডিএফও বিকাশ ভি বললেন, 'বন দপ্তরের কোন কোন জমি দখল হয়েছে, আমরা অবিলম্বে সেগুলির তালিকা তৈরি করা শুরু করেছি।' গরুমারা বন্যপ্রাণী বিভাগের ডিএফও দ্বিজপ্রতিম সেনেরও একই বক্তব্য। তিনি বললেন, 'সংশ্লিষ্ট সমস্ত কাগজপত্র খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরেরও

উদ্ধারের তৎপরতা

- জলপাইগুড়ি জেলাজুড়ে একাধিক জায়গায় বন দপ্তরের জায়গা দখল
- কোথাও বনের জায়গা দখল করে গড়ে উঠেছে আস্ত চা বাগান
- আবার কোথাও সীমানা প্রাচীর কিংবা খুঁটি গেড়ে অবাধে জবরদখল
- জায়গাগুলি উদ্ধারে নথি মিলিয়ে বন দপ্তর অভিযানে নেমেছে

সহযোগিতা নেওয়া হচ্ছে।'

বন দপ্তর সূত্রে খবর, সমস্ত নথি মিলিয়েই দখল হওয়া জমি পুনরুদ্ধারে নামা হবে। জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ কর্মাধ্যক্ষ মহুয়া গোপ বললেন, 'কোনওভাবেই সরকারি জমি জবরদখল বরদাস্ত করা হবে না। প্রশাসন সমস্ত কিছু খতিয়ে দেখছে। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে দখল হওয়া জেলার সমস্ত জমি পুনরুদ্ধার হবে।'

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশের পর প্রশাসন গোটা পশ্চিমবঙ্গের পাশাপাশি জলপাইগুড়ি জেলাতেও দখল হয়ে যাওয়া সরকারি জমি পুনরুদ্ধারে নেমেছে। প্রশাসনের কোথাও সরকারি জমি দখল হয়ে গড়ে তোলা রিসর্ট ভেঙে দেওয়া হচ্ছে। আবার কোথাও দখলদারদের কাছে জমির কাগজপত্র চাওয়া হয়েছে। কোথায় কোন সরকারি জমি দখল হয়ে রয়েছে, প্রশাসন তার তালিকাও তৈরি করছে।

জলপাইগুড়ি জেলায় একাধিক জায়গায় সরকারি জমি দখলের পাশাপাশি বন দপ্তরের একের পর এক জায়গাও দখল হয়ে গিয়েছে। অভিযোগ, বন দপ্তরের এক শ্রেণির আধিকারিকদের সহযোগিতায় এই জমি ধীরে ধীরে দখল হয়েছে। বনের জঙ্গল লাগোয়া বিভিন্ন বনবস্তি, চা বাগান গড়ে তোলার আড়ালে বন দপ্তরের জমি দখল করেও একাধিক চা বাগান গড়ে উঠেছে। সমস্যা মেটাতে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জোরালো হয়েছে।

তিন প্রতারক গ্রেপ্তার

কিশনগঞ্জ, ২১ জুলাই : কিশনগঞ্জ শহরের পশ্চিমপালিতে শনিবার রাতে দোকান বন্ধের সময় এক কাপড়ের দোকানে নকল সোনার গয়না বিক্রি করতে আসা এক মহিলা সহ তিন প্রতারককে আটক করা হয়। সঙ্গে থাকা বাকি দুজন পালিয়ে যায়। খবর পেয়ে কিশনগঞ্জ সদর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে তাদের গ্রেপ্তার করে। পুলিশ জানায়, ধৃতরা হল গঙ্গা দেবী, রংধবা সিং ও সঞ্জয় সিং। তারা সবাই উত্তরপ্রদেশের মুজফফরনগরের বাসিন্দা। রবিবার কিশনগঞ্জ আদালত ধৃতদের ১৪ দিনের জন্য জেল হেপাজতে পাঠায়।

উত্তরপ্রদেশের এক দুর্গ সংস্কারের সময় এগুলি পাওয়া যায় বলে প্রতারকরা জানায়। সেগুলি ওখানে বিক্রি করলে পুলিশ বাজেয়াপ্ত করবে বলে তারা কিশনগঞ্জে নিয়ে এসেছে। তারা আগে দোকানদার মহম্মদ রাজা মল্লিককে সব দেখিয়ে গিয়েছিল। সেইমতো শনিবার প্রায় চার কেজি সোনার গয়না মাত্র দশ লাখ টাকায় বিক্রির সিদ্ধান্ত হয়। রাজার সন্দেহ হওয়ায় তখনই এই মহিলা সহ তিনজনকে আটকে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। পুলিশ সূত্রে খবর, তারা মোট পাঁচজন ছিল। দুজন পালিয়ে যায়। তাদের ধরতে তল্লাশি চলছে।

চরে তৃণমূল নেতার

প্রথম পাতার পর

কড়াইবাড়ি এলাকায় ঘুরে দেখা গেল, মহানন্দা নদীর ধারে গজিয়ে উঠেছে সুইমিং পুলওয়ালা রেস্তোরাঁ। রবিবার যেখানে অনেক মানুষের আনাগোনা। রেস্তোরাঁর ভেতর ঢুকতেই মালিক সলোমান সুব্বা দাবি করেন, তিনি দার্জিলিং পাহাড়ের তৃণমূলের নেতা। তাঁর বক্তব্য, 'নদীর গা ঘেঁষে হলেও রেস্তোরাঁর সমস্ত বৈধ কাগজপত্র রয়েছে। কিছু মানুষ আমার রেস্তোরাঁটিকে অবৈধ বলে প্রমাণ করতে চাইছেন।' যদিও ওই রেস্তোরাঁর আগে দুটি জমি দখলমুক্ত করে ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের তরফে বোর্ড লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। দুটি জমির সীমানা প্রাচীর ভেঙে দেওয়া হলেও সংশ্লিষ্ট রেস্তোরাঁতে হাত পড়েনি।

চম্পাসারি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান জনক সাহা বলেন, 'ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের তরফে ওই রেস্তোরাঁর মালিককে জমির কাগজ নিয়ে দেখা করতে বলা হয়েছে। বেশ কিছু জায়গায় অবৈধভাবে সরকারি জমির ঘেরা ভেঙে দেওয়া হয়েছে। সরকারি জমি দখলের যেখান থেকে অভিযোগ আসছে সেই বিষয়টি ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরকে জানিয়ে দিচ্ছি।' মাটিগাড়ার ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক ক্লিমেন্ট ভুটিয়াকে একাধিকবার ফোন করা হলেও তিনি ফোন ধরেননি। গুলমাতে বন দপ্তরের জায়গা দখল করে যে রেস্তোরাঁ গড়ে উঠেছে তাতেও যেন কারও হেলদোল নেই। সেখানে সরকারি জমি কাঠা প্রতি লাখ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। একটি রেস্তোরাঁর মালিক গৌত ছেত্রীর কথায়, 'ব্যবসা করতে হলে গুলমার জমি বেশি ভালো। কিন্তু জমির কোনও কাগজ পাওয়া যাবে না।' বিষয়টি নিয়ে দার্জিলিং-এর ডিএফও (ওয়াইল্ড লাইফ) বিশ্বনাথ প্রতাপের বক্তব্য, 'জমি দখলের বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখব। তবে বন দপ্তরের জায়গায় বোর্ড লাগানো রয়েছে।'

কাঁটাতারের ওপারে ভারতীয় গ্রামে জওয়ান মোতায়েন

'স্লোগান শুনলে বুক কাঁপত'

হিলি, ২১ জুলাই : পদ্মাপারের ছাত্র আন্দোলনের প্রভাব পড়ল এপার বাংলাতেও। ফলে সীমান্তে নজরদারি আরও বাড়ানো হয়েছে। কাঁটাতারের ওপারে ভারতীয় গ্রামে মোতায়েন করা হয়েছে অতিরিক্ত জওয়ান। বাংলাদেশে বন্দি ভারতীয় পড়ুয়াদের যুদ্ধকালীন তৎপরতায় দেশে ফিরিয়ে আনার কাজ চলছে।

রবিবার সকালে বগুড়ার টিএমএসএস মেডিকেল কলেজ থেকে ৩২২ জন ভারতীয় ও নেপালের প্রায় শতাধিক পড়ুয়াকে হিলি স্থলবন্দর দিয়ে ভারতে ফিরিয়ে এনে তাঁদের বাড়ি পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়।

ডাক্তারি পড়ার জন্য বাংলাদেশ গিয়েছিলেন মুর্শিদাবাদের আবদুল জব্বার। দেশে সুস্থভাবে ফিরে আসায় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন তিনি। আবদুল জানান, 'মেডিকেল পড়ার জন্য বগুড়ার টিএমএসএস কলেজে ভর্তি হয়েছিলাম। ছাত্র আন্দোলনের জেরে আমরা সবাই গৃহবন্দি হয়ে পড়ি। রীতিমতো আতঙ্কে ছিলাম। ইন্টারনেট বন্ধ থাকায় কারও সঙ্গে কোনও যোগাযোগ করতে পারছিলাম না। ঘনঘন ভারত বিরোধী স্লোগান। ওই স্লোগান

সীমান্তে ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে বিএসএফ জওয়ানরা। - সংবাদচিত্র

শুনলে বুক এমনতেই ধড়ফড় করে উঠবে।'

এদিকে বাংলাদেশ উত্তাল হওয়ায় হিলি স্থলবন্দরে আপাতত রবি ও সোম, এই দু'দিনের জন্য দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য বন্ধ রাখা প্রসঙ্গে হিলি ব্যবসায়ী সংগঠনের সহ সম্পাদক রাজেশ আগরওয়াল বলেন, 'বাংলাদেশে আন্দোলনের জেরে ইন্টারনেট বন্ধ রয়েছে। আমদানি-রপ্তানি প্রভাবিত হচ্ছিল। আজ ও আগামীকাল কার্ফিউ থাকায় আমদানি-রপ্তানি বন্ধ থাকছে। পরিস্থিতির দিকে আমরাও নজর রাখছি।'

বিএসএফের এক কর্তার কথায়, 'সীমান্ত জওয়ানদের সতর্ক করা হয়েছে। আন্দোলনের জেরে সীমান্তে যাতে অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে, তার জন্য নজরদারি আরও বাড়ানো হয়েছে। সীমান্তের ওপারে ভারতীয় গ্রামে অতিরিক্ত জওয়ান মোতায়েন করা হয়েছে। সেখানেও কড়া নজর রাখা হয়েছে।'

জোটে ভিন্ন রসায়ন

প্রথম পাতার পর

সরাসরি না বললেও উত্তরপ্রদেশ ও বাংলার ঐক্যের ইঙ্গিত ছিল সমাজবাদী পার্টির প্রধানের মন্তব্যে।

তাঁর কথায়, 'বাংলায় বিজেপিকে আপনারা হারিয়ে দিয়েছেন। উত্তরপ্রদেশের মানুষও তাই করেছে।' মমতার মুখে ছিল অখিলেশের ভূয়সী প্রশংসা। তিনি বলেন, 'আমরা কখনও বিজেপির সঙ্গে হাত মেলাব না। এজেন্সির ভয় দেখিয়ে আমাদের থামানো যাবে না। আমরা লড়াই করব। যো ডরতে হ্যায়, উও মরতে হ্যায়।' অঝোর বৃষ্টিতে অবিচল বিপুল জনসমাবেশ দেখে বিস্ময় গোপন করলেন না অখিলেশ।

মুক্তকণ্ঠে বললেন, 'কর্মীদের বলতে চাই, আপনাদের নেতা অনেক বড় নেতা। যিনি প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে দলকে এই জায়গায় পৌঁছে দিয়েছেন। আগামী লড়াইয়ে আমরাও আপনাদের পাশে থাকব।' তৃণমূল নেত্রীর কথায় ছিল বাঙালি অস্মিতার সুর। তিনি স্মরণ করান ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার গুরুত্ব। মনে করান, এ রাজ্যের তমলুকে প্রথম স্বাধীন সরকার তৈরি হয়েছিল। এ রাজ্যের নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু বিদেশে থেকে ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়েছিলেন। এ দেশের জাতীয় সংগীতের রচয়িতা এ রাজ্যের মানুষ।

অখিলেশ বলেন, 'দিল্লির মসনদে যাঁরা আছেন, তাঁরা ভাগ করে রাজত্ব চালাতে চান। দেশের জনতা যখন জেগে ওঠে, তখন এ ধরনের বিভেদকামী শক্তিকে হারতেই হয়। আমরা নেগেটিভ নয়, পজিটিভ রাজনীতি করি। দেশ ও সংবিধান বাঁচানোর জন্য একসঙ্গে লড়াই করব।'

এবার কেন্দ্রে সরকার গঠনে বিশেষ ভূমিকা ছিল চন্দ্রবাবু নাইডু ও নীতীশ কুমারের। মমতার অভিযোগ, 'বিজেপি সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পেলেও কাউকে কিনে নিয়েছে, কারও ঘাড়ে কেলেঙ্কারি চাপিয়েছে। আপনারা কখনও শুনেছেন, টাকা দিয়ে সমর্থন নিয়েও মন্ত্রিত্ব দেয়নি? আর এই লোকগুলো এত ভীতু, এত নোংরা ও লোভী যে ওঁরা টাকার জন্য সম্মান বিকিয়ে দিয়েছেন।'

সংরক্ষণ কমে

প্রথম পাতার পর

বলে তিনি সওয়াল করেন। ১৯৭২ সালে চালু ব্যবস্থায় সরকারি চাকরিতে ৫৬ শতাংশ সংরক্ষণ ছিল। মুক্তিযোদ্ধাদের পরিবারের জন্য ছিল ৩০, মহিলাদের ১০, বিভিন্ন জেলার ১০, জনজাতিদের ৫ এবং প্রতিবন্ধীদের জন্য ১ শতাংশ। ২০১৮ সালে সংরক্ষণ সংস্কার আন্দোলনের জেরে ওই সংরক্ষণ ব্যবস্থা বাতিল করে সরকার। সেই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে তিন বছর আগে ৭ মুক্তিযোদ্ধার পরিবারের আর্জি মেনে গত ৫ জুন হাইকোর্ট সংরক্ষণ ব্যবস্থা ফিরিয়ে আনে।

জেলার খেলা

প্রথম ত্রিপর্ণ, অদিতি

নিজস্বপ্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২১ জুলাই : দার্জিলিং জেলা দাবা সংস্থার আন্তঃস্কুল দাবায় রবিবার অনূর্ধ্ব-১৬ ছেলেদের বিভাগে প্রথম হয়েছে ত্রিপর্ণ ঘোষ। শিলিগুড়ির একটি স্কুলে আয়োজিত প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় ও তৃতীয় যথাক্রমে আত্রেয় সাহা ও অমিয়াংশু ভাওয়াল। অনূর্ধ্ব-১৬ মেয়েদের বিভাগে প্রথম অদিতি গোস্বামী। দ্বিতীয় সুমেধা রায়। ছেলেদের অন্যান্য বিভাগে প্রথম তিন স্থানাধিকারী যথাক্রমে অঙ্কিত দাস, সোমার্য সরকার ও নৈয়ায়িক বিশ্বাস (অনূর্ধ্ব-১২), ঋতভাস ভট্টাচার্য, কৃদয়নারায়ণ রায় ও আকাশনীল মিত্র (অনূর্ধ্ব-১০), আহিলান বৈশ্য, কৌস্তভ রায় ও প্রয়াস মণ্ডল (অনূর্ধ্ব-৮)। মেয়েদের বিভিন্ন বিভাগে সফল অনুশ্রী দে (অনূর্ধ্ব-১২), ঐশানী দে ও পৃথিকা সাহা (অনূর্ধ্ব-১০), সানভি দাস ও সরোজিনী শিকদার (অনূর্ধ্ব-৮)।

ইলেভেনের ফুটবল শুরু

ইসলামপুর, ২১ জুলাই : মিলনপল্লি ইলেভেন স্টারের সুপ্রকাশ মাহাতো ও চুনডা মার্ডি ট্রফি ফুটবল রবিবার শুরু হল। উদ্বোধনী ম্যাচে নেপালের ভদ্রপুর ইলেভেন শাইনিং স্টার ২-১ গোলে ঘোষপুকুরের কমলাবাগান ভৌমিক ফুটবল কোচিং সেন্টারকে হারিয়েছে। মিলনপল্লি আদিবাসী স্পোর্টিং ক্লাব মাঠে শাইনিংয়ের প্রদীপ বুদাঠকি ও ম্যাচের সেরা চন্দ্র প্রধান গোল করেন। অন্যদিকে ভৌমিক ফুটবল কোচিং সেন্টারের গোলটি আনমোল ওরাওঁয়ের। সোমবার খেলবে শালুগারা আর্মি ৩/৯ জিআর চিনডিটস ও খড়িবাড়ি মারুতি টি এস্টেট।

বিবাদীর ফুটবল শুরু

নিজস্বপ্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২১ জুলাই : বিবাদী সংঘের অনূর্ধ্ব-১৩ ছেলেদের ফুটবল রবিবার শুরু হল। উদ্বোধনী ম্যাচে আয়োজকদের ফুটবল অ্যাকাডেমি ৬-০ গোলে রায় ফুটবল অ্যাকাডেমিকে হারিয়েছে। বিবাদীর আয়ুস্মান দেবনাথ জোড়া গোল করে। তাদের বাকি গোলগুলি আমজাদ আলি, অভয় মুন্ডা, অবিনাশ মণ্ডল ও জয়দীপ সোরেনের।

নিয়ম ভেঙে চিকিৎসা

প্রথম পাতার পর

কিন্তু এখনও বহু চিকিৎসকের বিষয়েই কোনও তথ্য নেই বলে স্বীকার করেছেন ওয়েস্ট বেঙ্গল মেডিকেল কাউন্সিলের সহ সভাপতি ডাঃ সুশান্ত রায়। তাঁর কথায়, 'আমরা প্রতিটি জেলায় মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিককে চিঠি দিয়ে বেসরকারি হাসপাতাল এবং নার্সিংহোমের চিকিৎসকদের বিস্তারিত তথ্য জানতে চেয়েছি। এই তথ্য পাওয়ার পরেই পদক্ষেপ করা হবে।'

সূত্রের খবর, মেডিকেলের অন্তত ৩০-৩৫ জন ডাক্তারি পড়ুয়া (যাঁদের কেউ কেউ এমডি করছেন) বিভিন্ন নার্সিংহোমের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন। তাঁরা আবার মেডিকেলের আশপাশে ওষুধের দোকানগুলিতে চেম্বারে বসে রোগীও দেখছেন। মেডিকেলের চিকিৎসকদের অনেকেই বলেছেন, এমবিবিএস পাশ করার পরে একজন চিকিৎসক অস্থায়ী রেজিস্ট্রেশন নম্বর পান। সেটা দিয়ে তিনি প্রাইভেট প্র্যাকটিস করতে পারেন না। পোস্ট গ্র্যাজুয়েশন কোর্স সম্পূর্ণ করার পরেই স্থায়ী রেজিস্ট্রেশন দেওয়া হয়। তার পরেই একজন চিকিৎসক প্রাইভেট প্র্যাকটিস করতে পারেন। কিন্তু পুরোপুরি ডাক্তার না হয়েই চিকিৎসক হিসাবে নিজেকে তুলে ধরাটা অন্যায়।

স্টুডেন্টস অ্যাফেয়ার্সের ডিন অবশ্য বলছেন, 'কেউ কেউ সিনিয়ার চিকিৎসকদের সঙ্গে বেসরকারি হাসপাতালে যেতে পারেন। কিন্তু সেটা অবশ্যই শেখার জন্য। তবে, পিজিটি হিসেবে প্র্যাকটিস করা যায় না।'

বাঙালির অস্মিতা এবার অস্ত্র মমতার

প্রথম পাতার পর

মমতা এবং অভিষেক যে এই বার্তা দেবেন, এটা দলের নেতারা আগেই আঁচ করেছিলেন। এতে খুব একটা চমকিত তাঁরা হননি। তৃণমূলেরই এক নেতা রবিবারই বলছিলেন, লোকসভা ভোটের পর থেকেই দলনেত্রী বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, দলের তৃণমূল স্তরকে দুর্নীতিমুক্ত করতে হবে। আর এই বার্তা দেওয়ার জন্য একুশে জুলাইয়ের থেকে ভালো মঞ্চ আর কী হতে পারে।

এর পাশাপাশি আর একটি নতুন প্রসঙ্গ এনেছেন তৃণমূল নেত্রী। বুঝিয়ে দিয়েছেন, ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের আগে কোন অস্ত্রে কোণঠাসা করতে চান বিজেপিকে। যে মোক্ষম অস্ত্রটিকে তিনি বেছেছেন সেটি বাংলা এবং বাঙালির অস্মিতা। বাংলা-বাঙালির অস্মিতাকে যে তিনি এবার অস্ত্র করতে চাইছেন, তা অবশ্য এবার লোকসভা নির্বাচনের সময় থেকেই, খুব ধীরে হলেও, বোঝাচ্ছিলেন তৃণমূল নেত্রী। বাংলা এবং বাঙালির সংস্কৃতির ওপর জোর দেওয়ার কথা বারবার বলছিলেন। লোকসভা নির্বাচনের পরে সেই কথাটি আরও জোর দিয়ে বলেছেন। রবিবার একুশে জুলাইয়ের মঞ্চ থেকে রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ বাঙালি মনীষীর উল্লেখ করে বাংলা-বাঙালির অস্মিতার প্রসঙ্গ টেনে এনেছেন। বুঝিয়ে দিয়েছেন, এই বাঙালি অস্মিতাকে সঙ্গী করেই তিনি এই রাজ্যে তাঁর প্রধান রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ বিজেপিকে ঘায়েল করতে চান।

বাঙালি অস্মিতাকে যদি সঙ্গী করে মমতা রাজনৈতিক ময়দানে নামেন, তাহলে বিজেপির পিছিয়ে পড়ার সম্ভাবনাটাই বেশি। বিজেপি এখনও এই রাজ্যে নিজেদের মাছ-ভাত খাওয়া বাঙালির পার্টি করে তুলতে পারেনি। তার বড় কারণ, রাজ্য বিজেপিতে উত্তরপ্রদেশ, গুজরাটের হিন্দিভাষী নেতাদের ছড়ি ঘোরানো। বিজেপির এই হিন্দিভাষী নেতারা বাংলা এবং বাঙালির সংস্কৃতিকে আত্মস্থ না করে এখানে গোবলয়ের কায়দায় যে রাজনীতি চালু করতে চাইছেন, তা বাংলাভাষী গরিষ্ঠাংশ মানুষ পছন্দ করেন না। নির্বাচনগুলিতে বিজেপির বিপর্যয়ের সেটাও একটা কারণ।

তৃণমূল নেত্রী বোঝেন, বাংলা এবং বাঙালির অস্মিতাকে সঙ্গী করে তিনি যদি ময়দানে নামেন তার মোকাবিলা করা ভিনরাজ্যের হিন্দিভাষী নেতাদের অঙ্গুলিহেলনে চলা এই রাজ্যের বিজেপি নেতাদের পক্ষে কঠিনই হবে। ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি-বধের নানা অস্ত্রের ভিতর বাংলা-বাঙালির অস্মিতাও একটি বড় অস্ত্র হতে চলেছে তৃণমূল নেত্রীর। রবিবারের একুশে জুলাইয়ের সমাবেশেই বোঝা গিয়েছে, আগামী দিনগুলিতে এই অস্ত্রে আরও ভালো করে শান দেবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

রবিবারের একুশে জুলাইয়ের সমাবেশে মমতা দুটি বিষয় স্পষ্ট করেছেন। একটি অবশ্যই ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচন থেকে শিক্ষা নিয়ে দলের সংগঠনে শুদ্ধকরণ করা। আগামী দু'বছর যদি নিরন্তর এই শুদ্ধকরণ প্রক্রিয়া দলের ভিতর চালিয়ে যেতে পারেন, তাহলে ২০২৬-এর ফসল ঘরে তোলা অনেকটা সহজ হবে, বোঝেন মমতা। একুশে জুলাইয়ের মঞ্চ থেকে এই ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছে, দলের ভিতর শুদ্ধকরণের প্রক্রিয়াটি আপাতত বন্ধ হচ্ছে না। বরং তা কঠোরতরই হবে।

আর এরই সঙ্গে বাংলা-বাঙালির অস্মিতাকে প্রতিষ্ঠা করার জোরদার স্লোগান এবার থেকে শোনা যাবে তৃণমূল নেত্রীর কণ্ঠে।

খেলায় আজ

২০১২ : দক্ষিণ আফ্রিকার প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে টেস্টে ত্রিশতরান করলেন হাসিম আমলা। ৩১১ রানের তাঁর অপরাজিত ইনিংসের সুবাদে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ওভাল টেস্টে দক্ষিণ আফ্রিকা ১২ রানে জয় পায়।

সেরা অফবিট খবর

নীরজদের জন্য সাড়ে ৮ কোটি বিসিসিআইয়ের

প্যারিস অলিম্পিকে অংশগ্রহণকারী ১১৭ জন অ্যাথলিটের জন্য ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড সাড়ে ৮ কোটি টাকা ঘোষণা করল। সচিব জয় শা সামাজিক মাধ্যমে লিখেছেন, 'সাড়ে ৮ কোটি টাকা আমরা ইন্ডিয়ান অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনকে দিচ্ছি। সকল প্রতিযোগীর জন্য শুভেচ্ছা থাকল। দেশকে গর্বিত করো তোমরা। জয় হিন্দ।'

ভাইরাল

হৃদয় জিতলেন স্মৃতি

পাকিস্তানের বিরুদ্ধে জয় দিয়ে এশিয়া কাপ ক্রিকেটে অভিযান শুরুর পর স্মৃতি মান্ধানাকে দেখা গিয়েছিল মাঠেই আদিশা হেরাথের সঙ্গে আড্ডা দিতে। বিশেষভাবে সক্ষম আদিশা শ্রীলঙ্কার সমর্থক। ভারতীয় মহিলা দলের অধিনায়কের সঙ্গে আড্ডা দিতে পেরে আদিশা প্রচণ্ড খুশি ছিল। তার আনন্দ বাড়িয়ে দিয়ে স্মৃতি তাকে মোবাইল ফোন উপহার দেন। বিপক্ষ দলের সমর্থকের সঙ্গে এই মানবিক ব্যবহারে স্মৃতি হৃদয় জিতে নিয়েছেন।

স্পোর্টস কুইজ

১. বলুন তো ইনি কে?

২. প্রশ্ন : টানা কয়টি অলিম্পিকে ভারতীয় দল পদক জিততে পারেনি?

■ উত্তর পাঠান এই হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে ৯৩৩৯৬৮৬৭৫৯। আজ বিকাল ৫টার মধ্যে। ফোন করার প্রয়োজন নেই। সঠিক উত্তরদাতার নাম ছাপা হবে উত্তরবঙ্গ সংবাদে।

গতকালের সঠিক উত্তর

১. জিনেদিন জিদান,
২. ১৯১১ সালে ইস্ট ইয়র্কশায়ার রেজিমেন্টকে হারিয়ে আইএফএ শিল্ড জয়ের স্মরণে।

সঠিক উত্তরদাতারা

নীলরতন হালদার, নিমাই সরকার, নিবেদিতা হালদার, বীণাপানি সরকার হালদার, নীলেশ হালদার, অমৃত হালদার, অসীম হালদার।

হল অফ ফেমে পেজ, অমৃতরাজ

লন্ডন, ২১ জুলাই : এশিয়ার প্রথম খেলোয়াড় হিসেবে আন্তর্জাতিক টেনিসের হল অফ ফেমে জায়গা পেলেন প্রাক্তন দুই তারকা লিয়েন্ডার পেজ ও বিজয় অমৃতরাজ। সম্মানিত হওয়ার পর ডাবলসে ১৮টি গ্র্যান্ড স্ল্যামের মালিক লিয়েন্ডার বলেছেন, 'এই সম্মান বিরাট। সবাইকে ধন্যবাদ যাঁরা একজন ভারতীয়কে স্বপ্ন দেখতে উৎসাহ জুগিয়েছিলেন।'

দুয়ারে কড়া নাড়ছে প্যারিস অলিম্পিক। শ্যেন নদীর তীরে গ্রেটেস্ট শো অন দ্য আর্থের শুরু হতে অপেক্ষা আর চারদিনের।

PARIS 2024

নিজের ভাগ্য গড়তে চান 'পরিণত' নিখাত

২০২২ ও ২০২৩ – পরপর দুই বছর বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন নিখাত জারিন। এবার কেরিয়ারের প্রথম অলিম্পিক থেকে তিনি পদক নিয়ে ফেরার লক্ষ্য স্থির করেছেন।

সারব্রুকেন (জার্মানি), ২১ জুলাই : 'নিজের ভাগ্য নিজেকেই লিখতে হয়।' ফোকাস ধরে রাখার জন্য এই কথাটি সারাদিন মন্ত্রের মতো জপছেন নিখাত জারিন।

গতবার অলিম্পিকের ছাড়পত্র পাননি। ২০২২ ও '২৩ সালে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয়ে নিজের যোগ্যতার প্রমাণ দিয়ে প্যারিসের ছাড়পত্র পেয়েছেন ভারতের এই তারকা মহিলা বক্সার। তেলেঙ্গানার নিজামাবাদ থেকে প্যারিসের যাত্রাপথ তাঁকে শিখিয়েছে, সাফল্য ভাগ্যের ওপর নয়, নিজের দক্ষতার ওপর নির্ভর করে। তাই জার্মানির সারব্রুকেনে গত এক মাস ধরে হওয়া জাতীয় শিবির থেকে সোমবার প্যারিসের উদ্দেশে রওনা হওয়ার আগে তিনি বলেছেন, 'কেরিয়ারে অনেক কোচের সঙ্গে কাজ করেছি। কিন্তু আমার প্রথম কোচের (মহম্মদ শামসুদ্দিন) সঙ্গে এখনও নিয়মিত কথা বলি। ওঁর বয়স হয়ে গিয়েছে। তাই একই কথা বারবার বলেন। তবে ওঁর একটা পাঠ আমি আজীবন মনে রাখব। উনি সবসময় বলেন, নিজের ভাগ্য নিজেকেই তৈরি করতে হয়। প্যারিসের মাটিতে পা রাখা পর্যন্ত এই কথাটাই বারবার নিজেকে বলে উজ্জীবিত করছি।'

ক্রীড়াজগতের কঠিনতম মঞ্চে সামান্যতম ভুলের অর্থ পদক হাতছাড়া হওয়া। তাই প্রতিদিন নিজেকে আরও নিখুঁত করে তুলতে কঠোর পরিশ্রম করেছেন নিখাত। তাই নিজের অধ্যবসায়ে আস্থা রেখে পদক জয়ের ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে নিখাত বলেছেন, 'নিজের সঙ্গে নিজে কথা বলছি। প্রতিযোগিতায় কী করব, তা নিজেকে বোঝাচ্ছি। বড় মঞ্চে ভালো পারফরমেন্স করতে হলে সঠিক মানসিকতা থাকাও জরুরি। আমি আগের থেকে অনেক শান্ত হয়েছি। আগের তুলনায় এখন আমি অনেক বেশি পরিণত। প্রস্তুতিতে নিজেকে যতটা সম্ভব নির্ভুল করে তোলার চেষ্টা করেছি।

প্রথম কোচ মহম্মদ শামসুদ্দিনের সঙ্গে নিখাত জারিন।

> কেরিয়ারে অনেক কোচের সঙ্গে কাজ করেছি। কিন্তু আমার প্রথম কোচের (মহম্মদ শামসুদ্দিন) সঙ্গে এখনও নিয়মিত কথা বলি। তাঁর বয়স হয়ে গিয়েছে। তাই একই কথা বারবার বলেন। তবে স্যরের একটা পাঠ আমি আজীবন মনে রাখব। তিনি সবসময় বলেন, নিজের ভাগ্য নিজেকেই তৈরি করতে হয়। প্যারিসের মাটিতে পা রাখা পর্যন্ত এই কথাটাই বারবার নিজেকে বলে উজ্জীবিত করছি।
>
> **নিখাত জারিন**

অলিম্পিকের জন্য আমি তৈরি।'

বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পাশাপাশি ২৭ বছরের নিখাতের ঝুলিতে কমনওয়েলথ গেমস ও এশিয়ান গেমসের সোনাও রয়েছে। অলিম্পিকে ৫০ কেজি বিভাগে তাঁর আগে ভারতের ক্রীড়াক্ষেত্রের আইকন এমসি মেরি কম দাপট দেখিয়েছেন। ২০১২ সালে লন্ডন অলিম্পিকে তিনি ব্রোঞ্জ জেতেন। তারপর এই বিভাগে কোনও পদক আসেনি। নিখাতের ধারাবাহিক সাফল্যই সেই অপেক্ষা মেটানোর আশা দেখাচ্ছে।

প্যারিসে পদক জয়ের স্বপ্ন নিয়ে পৌঁছে যাওয়ার পর ভারতীয় হকি দল। রবিবার।

ইতিহাসের সামনে দাঁড়িয়ে বলছেন শ্রীজেশ

'প্যারিসে খেলব বলে অবসরে না'

প্যারিস, ২১ জুলাই : অলিম্পিকে ৪১ বছরের পদক খরা কেটেছে। এবার কি দীর্ঘ ৪৪ বছরের সোনা জয়ের অপেক্ষা মিটবে?

এই উত্তরের খোঁজে শনিবার প্যারিসে পৌঁছেছে ভারতীয় হকি দল। ২৭ জুলাই গ্রুপ পর্বের প্রথম ম্যাচে তাদের প্রতিপক্ষ নিউজিল্যান্ড। সেদিন গোলরক্ষক পিআর শ্রীজেশের কাছে ইতিহাসের হাতছানি। কেরিয়ারের চতুর্থ অলিম্পিকে খেলতে চলেছেন তিনি। এর আগে ভারতীয় হিসাবে এই নজির স্পর্শ করা এলিট তালিকায় রয়েছেন মাত্র তিনজন- লেসলি ক্লডিয়াস, উধম সিং ও ধনরাজ পিল্লাই। এঁদের মধ্যে কেউই গোলরক্ষক ছিলেন না। অর্থাৎ প্রথম গোলরক্ষক হিসাবে এই নজির ছুঁতে চলেছেন ৩৬ বছরের শ্রীজেশ।

ইতিহাসের সামনে দাঁড়িয়ে শ্রীজেশের আবেগঘন বার্তা, 'খুব কম ভারতীয় খেলোয়াড় এই নজির ছুঁতে পেরেছেন। তাই অবশ্যই উত্তেজিত। চারটি অলিম্পিক খেলে ফেলার অর্থ বাড়তি দায়িত্ব নেওয়া। গতবার আমরা দারুণ খেলেছি। এবার তার থেকেও ভালো খেলতে হবে। সেই লক্ষ্যে দলের অন্যতম অভিজ্ঞ খেলোয়াড় হিসাবে আমায় বাড়তি দায়িত্ব নিতে হবে। দলকে সাহায্য করার জন্য আমায় সেরাটা দিতে হবে।'

প্রায় দুই দশকের সোনালি কেরিয়ার। অলিম্পিকে পদকজয়ের স্বপ্ন টোকিওতেই পূর্ণ করেছেন। তারপরও কীসের অনুপ্রেরণায়

> গতবারের পারফরমেন্সের পর আমাদের নিয়ে প্রত্যাশা বেড়েছে। অলিম্পিকে পদকজয়ের স্বাদ কেমন হয়, সেটা দলের প্রত্যেকেই জানে। তাই প্রত্যাশাকে চাপ নয়, শক্তি হিসাবে ব্যবহার করতে হবে।
>
> **পিআর শ্রীজেশ**

আবার সেই মঞ্চে ফেরা? শ্রীজেশের কথায়, 'যে কোনও কাজ করার আগে সবসময় নিজেকে প্রশ্ন করা উচিত। কাজটা আমরা আদৌ করতে চাই কি না, সেটা নিজেদের জানা উচিত। আমি প্যারিসে খেলতে চেয়েছিলাম। তাই এই মুহূর্তে প্যারিসের মাটিতে দাঁড়িয়ে আছি। নাহলে তিন বছর আগেই অবসর নিয়ে নিতাম।'

গতবারের ব্রোঞ্জ জয় এবার প্রত্যাশার চাপ বাড়াবে। তবে তাকে সদর্থকভাবে নিতে চেয়ে শ্রীজেশ বলেছেন, 'গতবারের পারফরমেন্সের পর আমাদের নিয়ে প্রত্যাশা বেড়েছে। অলিম্পিকে পদকজয়ের স্বাদ কেমন হয়, সেটা দলের প্রত্যেকেই জানে। তাই প্রত্যাশাকে চাপ নয়, শক্তি হিসাবে ব্যবহার করতে হবে।' টোকিওর পদকজয়ী দলের সঙ্গে এই দলের যে তুলনা চলে না, সেই কথাও জানান শ্রীজেশ, 'টোকিওর দলটা অন্যভাবে তৈরি হয়েছিল। সেসময় আমরা একে অপরের কাছে থেকে দূরত্ব বজায় রাখতাম। অনেক সময়ই জুম কলে আলোচনার মাধ্যমে প্রস্তুতি সারতাম। এতে ভিন্ন ধরনের টিম বন্ডিং তৈরি হয়েছিল। এবার সবকিছুই পালটে গিয়েছে। দলে বেশ কিছু নতুন ফুটবলার আসার পাশাপাশি কোচিং স্টাফরাও নতুন। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি, এটাই অলিম্পিকে অংশ নেওয়া ভারতের সেরা দল।' শ্রীজেশের কথায় 'সেরা দল' সেরা পারফরমেন্স উপহার দিতে পারে কি না, সেটাই দেখার।

বিতর্কের মাঝেও কুস্তিতে আলো দেখছেন যোগেশ্বর

নয়াদিল্লি, ২১ জুলাই : শেষ চারটি অলিম্পিকে কুস্তি থেকে পদক এসেছে। এবারও কি তার ধারা বজায় থাকবে? এই কুস্তি থেকেই অলিম্পিকে ব্যক্তিগত বিভাগে সবচেয়ে বেশি পদক পেয়েছে ভারত। অথচ সেই কুস্তির অবস্থা এবারে বেশ সঙ্গিন। গত একবছর ধরে সংস্থার প্রাক্তন সভাপতি ব্রিজভূষণ শরণ সিংয়ের বিরুদ্ধে কুস্তিগিরদের আন্দোলনের জেরে উত্তাল সারা দেশ। এই আন্দোলনে সাক্ষী মালিক, বজরং পুনিয়ার মতো অলিম্পিকে পদক জয়ী কুস্তিগিররা নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। যার ফলে বর্তমানে ভারতীয় কুস্তির অবস্থা বেশ করুণ। সাক্ষী মালিক, বজরং পুনিয়ার মতো তারকা কুস্তিগিররা প্যারিস অলিম্পিকে অংশগ্রহণ করছেন না। তবে ভিনেশ ফোগট প্যারিস যাচ্ছেন।

এবারে ছয়জন কুস্তিগির প্যারিস অলিম্পিকে যাচ্ছেন, যার মধ্যে পাঁচজন মহিলা। তবে এতকিছুর পরেও অলিম্পিকে ভারতের পদক জয়ের সম্ভাবনা রয়েছে বলে মনে করেন অলিম্পিকে পদকজয়ী কুস্তিগির যোগেশ্বর দত্ত। তিনি বলেছেন, 'প্রতিযোগিতার ড্রয়ের ওপর অনেক কিছু নির্ভর করছে। শুরুর দিকে সহজ প্রতিপক্ষ পেলে তিনটি পদকের আশা করাই যায়।' ২০১২ লন্ডন অলিম্পিকের ব্রোঞ্জজয়ী

> প্রতিযোগিতার ড্রয়ের ওপর অনেক কিছু নির্ভর করছে। শুরুর দিকে সহজ প্রতিপক্ষ পেলে তিনটি পদকের আশা করাই যায়।
>
> **যোগেশ্বর দত্ত**

এই কুস্তিগিরের মতে, 'আমরা গত চারটি অলিম্পিকে পদক জিতেছি। এবারও সেই ধারা বজায় থাকবে বলে আমি আশাবাদী। সবাই অলিম্পিকের জন্য ভালো প্রস্তুতি নিয়েছে।'

১৯৫২ সালে কেডি যাদবের হাত ধরে কুস্তিতে প্রথম অলিম্পিক পদক আসে। তারপর গঙ্গা দিয়ে অনেক জল বয়েছে। পদক তালিকায় নাম তুলেছেন সুশীল কুমার, যোগেশ্বর, বজরং পুনিয়ার মতো কুস্তিগির। এর মধ্যে সুশীল কুমারই একমাত্র কুস্তিগির যাঁর দুটি অলিম্পিক পদক রয়েছে। গত অলিম্পিকেও দুইটি পদক পেয়েছিল ভারত। যোগেশ্বরের

মতে কুস্তিই ভারতের সবচেয়ে বড় ব্যক্তিগত ইভেন্ট। তিনি বলেছেন, 'হকির পর কুস্তি থেকেই সবচেয়ে বেশি অলিম্পিক পদক জিতেছে ভারত। কোনও সন্দেহ নেই, কুস্তিই সবচেয়ে বড় ব্যক্তিগত ইভেন্ট।'

তুরুপের তাস মণিকা-সৃজা

পদক জিততে ভরসা এখন 'কৃত্রিম মেধা'

প্যারিস, ২১ জুলাই : অলিম্পিকের প্রস্তুতিতে অভিনবত্ব আনছে ভারতীয় টেবিল টেনিস দল। নিজেদের পারফরমেন্স আরও ক্ষুরধার করতে 'কৃত্রিম মেধা'-র সাহায্য নিচ্ছে তারা। ভারতের ইতালিয়ান কোচ ম্যাসিমো কসট্যানটিনি বলেছেন, 'কৃত্রিম মেধা ও প্রযুক্তি আমাদের পারফরমেন্সকে আরও ভালো করতে সাহায্য করবে। অনেক সময় আমাদের মনে হবে, ভালো খেলেছি। কিন্তু প্রযুক্তি দিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে, আমরা মোটামুটি পারফরমেন্স করেছি। আবার অনেক সময় মনে হয় খারাপ খেলেছি, কিন্তু প্রযুক্তি দিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে, আমরা ভালো খেলেছি।'

তৃতীয় মেয়াদে এবছর ভারতীয় দলের দায়িত্ব নেওয়ার পর কসট্যানটিনি খেলোয়াড়দের পারফরমেন্সের উন্নতির জন্য 'কৃত্রিম মেধা' ব্যবহার করছেন। এজন্য একটি ভারতীয় ডেটা বিশ্লেষক সংস্থার সাহায্য নিচ্ছেন তাঁরা। অলিম্পিকের ইতিহাসে এই প্রথমবার ভারতীয় দল টেবিল টেনিসে টিম ইভেন্টে অংশগ্রহণ করবে। তাদের সামনে বড় সুযোগ রয়েছে র‍্যাংকিংয়ে প্রথম ষোলোয় ঢুকে পড়ার। তবে ভারতের কোচ কসট্যানটিনি এতে সন্তুষ্ট নন। তিনি বলেছেন, 'আমার মনে হয়, প্রথম ষোলোতে অবস্থান করাটা একটা কৃতিত্বের। কারণ, র‍্যাংকিংয়ে প্রথম ষোলোতে থাকাটা মোটেও সহজ নয়।' পাশাপাশি তিনি আরও যোগ করেছেন, 'তবে আমার লক্ষ্য লড়াই করে প্রথম ষোলোটি দলের মধ্যে থাকা নয়। আরও উন্নতি করে প্রথম দশে উঠে আসাটাই লক্ষ্য।'

আসন্ন অলিম্পিকে ভারতের অন্যতম ভরসা হয়ে উঠতে চলেছেন তারকা মণিকা বাত্রা ও সৃজা আকুলা। মণিকা গত মে মাসে সৌদি স্ম্যাশে চ্যাম্পিয়ন হয়ে শীর্ষ ২৫ জনের মধ্যে জায়গা করে নিয়েছিলেন। এই দুই টিটি তারকার ওপর ভারতীয় দল অনেকাংশে নির্ভরশীল। কোচ কসট্যানটিনি বলেছেন, 'মণিকা একবছর ধরে ৩৫-৩৮ র‍্যাংকিংয়ের মধ্যে ঘোরাফেরা করেছিলেন। যা বজায় রেখে একটা প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়ে র‍্যাংকিংয়ে উন্নতি করেছেন তিনি।' তিনি আরও যোগ করেছেন, 'আমাদের মহিলা দল ভালো পারফরমেন্স করছে। কিন্তু এর থেকেও ভালো পারফরমেন্স করার ক্ষমতা আমাদের আছে।'

নীরজ সম্পূর্ণ ফিট : ক্লস

আন্তালিয়া (তুরস্ক), ২১ জুলাই : চোটের কারণে গত ডায়মন্ড লিগ থেকে নাম প্রত্যাহার করে নেন নীরজ চোপড়া। মে মাসে ভুবনেশ্বরে হওয়া ফেডারেশন কাপে প্রত্যাবর্তনে সোনা জেতেন। তবে তাঁর সেরা প্রয়াসটি ছিল ৮২.২৭ মিটার, যা সুস্থ অবস্থায় তিনি অনায়াসেই অতিক্রম করার ক্ষমতা রাখেন। ১৮ জুন ফিনল্যান্ডে হওয়া পাভো নুরমি গেমসে আন্তর্জাতিক মঞ্চে প্রত্যাবর্তনে ৮৫.৯৭ মিটার ছুড়ে সোনা জেতেন, যা তাঁর সেরা পারফরমেন্সের থেকে অনেকটাই কম। তাই প্রশ্ন জাগছে, অলিম্পিকে তিনি কি পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করতে পারবেন?

নীরজ-ভক্তদের নিশ্চিন্ত করে তাঁর কোচ ক্লস বার্তোনিজ বলেছেন, 'সবকিছু পরিকল্পনামাফিক এগোচ্ছে। এইমুহূর্তে চোটের জায়গায় কোনওরকম অস্বস্তি নীরজের হচ্ছে না। আশা করা যায় অলিম্পিক পর্যন্ত ওর শারীরিক অবস্থা এমনই থাকবে। ইভেন্ট শুরুর আগে মাত্র দুই সপ্তাহ বাকি। অনুশীলনে নীরজ পূর্ণ শক্তি দিয়েই জ্যাভলিন ছুড়ছে। চোটের জন্য যে প্রস্তুতিতে বাড়তি সতর্কতা পালন করছে, এমনটা নয়।' অলিম্পিকের মঞ্চে ফের নীরজ শো দেখার অপেক্ষায় গোটা দেশ।

কলকাতায় পৌঁছোলেন দিমিত্রিয়স

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২১ জুলাই : কলকাতায় পৌঁছে গেলেন দিমিত্রিয়স দিয়ামান্তাকোস।

দিমিত্রিয়স আসার সঙ্গে সঙ্গেই ইস্টবেঙ্গলের পাঁচ বিদেশি যোগ দিয়ে দিলেন অনুশীলনে। এবার দলগঠন নিয়ে শুরু থেকেই খুশি সমর্থকরা। তাই ফুটবলারদের জন্য আবেগতাড়িত হয়েই তাঁরা বারবার পৌঁছে যাচ্ছেন বিমানবন্দরে। দিমিত্রিয়স এলেন কাতার এয়ারওয়েজে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই তিনি কলকাতার মাটিতে পা রাখেন মাঝরাতে। কিন্তু সেই রাতেও কলকাতা বিমানবন্দর যেন জনসমুদ্র। প্রায় সাত-আটশো সমর্থককে সামলাতে হিমসিম খেলেন বিমানবন্দরের দায়িত্বে থাকা

ইস্টবেঙ্গলের নতুন বিদেশি ফুটবলার দিমিত্রিয়স দিয়ামান্তাকোস। রবিবার।

নিরাপত্তকর্মীরা। এমনিতেই দিমি দিমি চিৎকারে কান পাতা দায়। তার সঙ্গে, সকলেই এনেছিলেন ক্লাবের উত্তরীয়, ফুল, পতাকা। তাঁরা চাইছিলেন, গোল্ডেন বুটজয়ী স্ট্রাইকারকে বরণ করে নিতে। যা শেষপর্যন্ত আর সম্ভব হয়নি। এমনকি অপেক্ষারত সংবাদমাধ্যমও তাঁর সঙ্গে কথা বলার কোনও সুযোগ পায়নি। দিমিত্রিয়সকে কোনওক্রমে গাড়িতে তোলেন পুলিশ ও ক্লাবের লোকজন। এদিন সারা দিনটাই ঘুমিয়ে কাটালেন তিনি। কোচ কার্লোস কোয়াদ্রাত এদিন এমনিই ছুটি দেন। সোমবার গোটা দল ও কোচ নিজে সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে পরিচিত হবেন ও কথা বলবেন বলে ম্যানেজমেন্টের তরফে জানানো হয়েছে।

এদিকে, আনোয়ার আলি ইস্যুতে পিছু হটার ইঙ্গিত মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের। ইতিমধ্যে হঠাৎই যোগাযোগ করা হয়েছে প্রাক্তন অধিনায়ক প্রীতম কোটালের সঙ্গে। তাঁকে কেরালা ব্লাস্টার্স থেকে ট্রান্সফার ফি দিয়ে আবার ফিরিয়ে আনার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। রয়েছে দীপক টাংরির সঙ্গে সোয়াপ ডিলের সম্ভাবনাও। প্লেয়ার্স স্ট্যাটাস কমিটির কাছে এখন গোটা বিষয়টি। আনোয়ার নিজে চুক্তি ভাঙতে আগ্রহী। তাঁকে না পাওয়া গেলে পরিবর্ত তৈরি রাখা হচ্ছে বলে অভিজ্ঞমহল মনে করছেন। তবে এখনও প্রীতম নিজে বা তাঁর বর্তমান ক্লাব কেরালা ব্লাস্টার্সের তরফে সরকারিভাবে কিছুই জানানো হয়নি।

ক্ষোভের মুখে জাতীয় সংস্থা

ছাড়পত্রই পেলেন না তিরন্দাজি কোচ

প্যারিস, ২১ জুলাই : অলিম্পিকের আগেই বিতর্কে ভারতের তিরন্দাজি সংস্থা। তিরন্দাজি দল ইতিমধ্যে ফ্রান্সে পৌঁছে গিয়েছে। দলের সঙ্গে গিয়েছেন কোচ বেক উং কি। কিন্তু দলের সঙ্গে গেলেও ম্যাচ চলাকালীন টেকনিকাল এরিয়ায় থাকার ছাড়পত্র তিনি পাননি। ছাড়পত্র পাওয়ার জন্য প্যারিসের একটি হোটেলে তিনি অপেক্ষা করছিলেন। তিনি শেষপর্যন্ত ছাড়পত্র পাননি। তাই তাঁকে ভারতে ফেরার কথা বলা হয়েছে। এমনকি তাঁকে দেশে ফেরার জন্য টিকিটও দিয়ে দেওয়া হয়েছে। পুরো বিষয়টিতে প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ এই দক্ষিণ কোরিয়ান কোচ। তিনি বলেছেন, 'আমি গত দুই বছর ধরে ভারতীয় দলকে অলিম্পিকের জন্য প্রস্তুত করছিলাম। কিন্তু শেষমুহূর্তে আমাকে অলিম্পিকে কোচের পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয় এবং ঘরে ফেরার টিকিট ধরিয়ে দেওয়া হয়। যদি অলিম্পিকের সময় দলের সঙ্গে থাকতে নাই পারলাম, তাহলে আমাকে কেন দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। আমি প্র্যাকটিস বা ম্যাচ চলাকালীন দলের সঙ্গে থাকতে পারব না।' উং কি আরও যোগ করেছেন, 'আমার সঙ্গে ৩০ অগাস্ট পর্যন্ত চুক্তি রয়েছে। আমি ভারতে ফেরার পর দেশে যাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নেব।'

PARIS 2024

তিনি চুক্তি পুনর্নবীকরণ না করার ইঙ্গিত দিয়েছেন। তবে দলের সঙ্গে না থাকলেও পদক জয়ের ব্যাপারে বেশ আশাবাদী এই কোরিয়ান। তিনি বলেছেন, 'এই বছর ভারতের পদক জয়ের বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে। আমি ভারতীয়দের জন্য প্রার্থনা করব।'

চারদিনে হার ওয়েস্ট ইন্ডিজের

ট্রেন্টব্রিজ, ২১ জুলাই : জো রুট (১২২) ও হ্যারি ব্রুকের (১০৯) শতরানে দ্বিতীয় টেস্ট জয়ের জন্য ৩৮৫ রানের টার্গেট রেখেছিল ইংল্যান্ড। কিন্তু লক্ষ্যের ধারেকাছে পৌঁছানো দূরের কথা ক্যারিবিয়ানরা দ্বিতীয় ইনিংসে ৩৬.১ ওভারে ১৪৩ রানে অল আউট হয়ে চতুর্থ দিনেই টেস্ট হেরে যায়। একইসঙ্গে ৩ টেস্টের সিরিজ ২-০ এগিয়ে ইংল্যান্ড সিরিজ জয়ও নিশ্চিত করল। ক্রেগ ব্রেথওয়েট (৪৭) ও জেসন হোল্ডার (৩৭) ছাড়া কেউ প্রতিরোধ গড়তে পারেননি। শোয়েব বশির ৪১ রানে তুলে নেন ৫ উইকেট। এর আগে ইংল্যান্ড ৪২৫ রানে দ্বিতীয় ইনিংস শেষ করে। ৪ উইকেট নেন জেডেন সিলস।

শিলিগুড়ির মেয়ের তাণ্ডবে ইতিহাস ভারতের

টানা দ্বিতীয় জয়ে সেমিতে এক পা হরমনপ্রীতদের

ডাম্বুলা, ২১ জুলাই : চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তানকে হারিয়ে এবারের এশিয়া কাপের অভিযান শুরু করেছিল তারা। রবিবার ডাম্বুলায় ইতিহাসের পাতায় নাম লেখাল ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দল। যার নেপথ্যে শিলিগুড়ির উইকেটকিপার-ব্যাটার রিচা ঘোষের তাণ্ডব। যার ফলে সংযুক্ত আরব আমিরশাহিকে ৭৮ রানে হারিয়ে চলতি টুর্নামেন্টে টানা দ্বিতীয় জয় পেল ভারত। একইসঙ্গে সেমিফাইনালের পথে এক পা বাড়িয়ে রাখল হরমনপ্রীত কাউর ব্রিগেড।

গত ম্যাচে ব্যাট হাতে নামার দরকার পড়েনি রিচার। এদিন টি২০ আন্তর্জাতিকে কেরিয়ারের প্রথম অর্ধশতরানে দুর্বল আমিরশাহির বোলারদের নিয়ে কার্যত ছেলেখেলা করলেন শিলিগুড়ির এই উইকেটকিপার-ব্যাটার। অধিনায়ক হরমনপ্রীতের (৪৭ বলে ৬৬) সঙ্গে ৭৫ রানের পার্টনারশিপে ভারতকে প্রথমবার টি২০ আন্তর্জাতিকে দুইশোর গণ্ডি পার করিয়ে দেওয়ার মূল কারিগর রিচাই (২৯ বলে অপরাজিত ৬৪)। সঙ্গে নিজেও গড়লেন একাধিক রেকর্ড।

এদিন জেমিমা রডরিগেজের আউটের পর ক্রিজে আসেন রিচা। প্রথম গোটা চারেক বল দেখে নেওয়ার পর হাত খোলেন তিনি। এরপর আর রিচাকে আটকানো যায়নি। গোটা ইনিংসে ছয় একটি মারলেও রিচার ব্যাট থেকে এসেছে ১২টি চার। যার মধ্যে ১৫তম ওভারে এষা ওজার থেকে চারটি চার সহ নেন ১৭ রান। ইনিংস শেষ করেন টানা পাঁচটি চারে। ২২০.৬৮ স্ট্রাইক রেটে এদিন ব্যাটিং করেছেন রিচা। যা মহিলাদের টি২০ আন্তর্জাতিকে ৫০ প্লাস স্কোরে ভারতীয়দের মধ্যে সর্বাধিক। মহিলাদের টি২০ এশিয়া কাপে দ্বিতীয় দ্রুততম অর্ধশতরানের পথে টি২০ আন্তর্জাতিকে ভারতীয় উইকেটকিপার-ব্যাটারদের মধ্যে সর্বাধিক রান করেন রিচা। ভারত পৌঁছে যায় ২০১/৫ স্কোরে।

আমিরশাহির পক্ষে এই রান তোলা সম্ভব ছিল না। দীপ্তি শর্মা (২৩/২), পূজা বস্ত্রকাররা (২৭/১) কোনও অঘটন ঘটতেও দেননি। আমিরশাহি আটকায় ১২৩/৭ স্কোরে। আঙুলে চিড় ধরায় এবারের এশিয়া কাপ থেকে ছিটকে যাওয়া স্পিনার শ্রেয়াঙ্কা পাতিলের বদলে অভিষেক হওয়া তনুজা কানোয়ারও (১৪/১) কৃপণ বোলিং করেন।

নজরে পরিসংখ্যান

৬৪ সংযুক্ত আরব আমিরশাহির বিরুদ্ধে রিচা ঘোষের স্কোর। যা টি২০ আন্তর্জাতিকে ভারতীয় উইকেটকিপার-ব্যাটারদের মধ্যে সর্বাধিক। আগের রেকর্ডটি ছিল সুলক্ষণা নায়েকের (৫৯, ২০১০ সালে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে)। রিচার এদিনের স্কোর এশিয়া কাপ টি২০-তে যে কোনও দেশের উইকেটকিপারদের মধ্যেও সর্বাধিক।

২৬ অর্ধশতরান করতে ২৬ বল নিয়েছেন রিচা। মহিলাদের টি২০ এশিয়া কাপে যা দ্বিতীয় দ্রুততম। রিচার আগে রয়েছেন স্মৃতি মান্ধানা (২৫ বল, শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ২০২২ সালে)।

২২০.৬৮ অর্ধশতরানের ইনিংসে রিচার স্ট্রাইক রেট। মহিলাদের টি২০ আন্তর্জাতিকে ৫০ প্লাস স্কোরে ভারতীয়দের মধ্যে যা সর্বাধিক। আগের সেরা ছিল মান্ধানার (২২০)।

৭৫ রিচা ও হরমনপ্রীত কাউরের পঞ্চম উইকেটের পার্টনারশিপে রান। যা মহিলাদের এশিয়া কাপ টি২০-তে পঞ্চম বা নীচের উইকেটের জুটিতে সর্বাধিক স্কোর।

২০১/৫ মহিলাদের এশিয়া কাপ টি২০-তে কোনও দলের সর্বাধিক স্কোর। এদিন ভারত নিজেদের রেকর্ডই (১৮১/৪, ২০২২ সালে মালয়েশিয়ার বিরুদ্ধে) টপকে যায়।

১ মহিলাদের টি২০ আন্তর্জাতিকে ভারত প্রথমবার দুইশোর গণ্ডি পেরোল। ভারতের আগের সর্বাধিক স্কোর ছিল ১৯৮/৪। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ২০১৮ সালে।

বিস্ফোরক অর্ধশতরানের পথে রিচা ঘোষ। ডাম্বুলায় রবিবার।

হ্যারিদির পরামর্শেই এই ইনিংস, বলছেন রিচা

ব্যাটিং অর্ডার নিয়ে ভাবছেন না বাবা

ডাম্বুলা ও শিলিগুড়ি, ২১ জুলাই : বড় রানের মঞ্চ তৈরিই ছিল। যার উপর দাঁড়িয়ে ফিনিশিং টাচ দিয়ে আসেন শিলিগুড়ির রিচা ঘোষ। নিটফল, রিচার দাপটে টি২০ আন্তর্জাতিকে ভারতের প্রথমবার দুইশোর গণ্ডি পেরিয়ে যাওয়া। সঙ্গে সংযুক্ত আরব আমিরশাহিকে ৭৮ রানে হারিয়ে মহিলাদের চলতি এশিয়া কাপে টানা দ্বিতীয় জয়ে সেমিফাইনালের কক্ষপথে ঢুকে পড়া। ছয় নম্বরে নেমে ২৯ বলে অপরাজিত ৬৪, দেশের জার্সিতে টি২০ কেরিয়ারের প্রথম অর্ধশতরান, হরমনপ্রীতের সঙ্গে ৭৫ রানের জুটি- ম্যাচের সেরার জন্য ২০ বছরের রিচা ছাড়া দ্বিতীয় কারোর নাম ভাবার দরকার পড়েনি।

অধিনায়ক হরমনপ্রীত কাউরের সঙ্গে রানের দৌড়ে রিচা ঘোষ। ডাম্বুলায়।

শিলিগুড়ির উইকেটকিপার-ব্যাটার যদিও কৃতিত্ব দিচ্ছেন অধিনায়ক হরমনপ্রীতকে। ম্যাচের সেরার পুরস্কার হাতে রিচা বলেছেন, 'হ্যারিদির (হরমনপ্রীত) সঙ্গে ব্যাটিং উপভোগ করি। ক্রিজে যখনই ও উলটো পাশে থাকে, পরামর্শ দেয় বলের মেরিট বুঝে নিজের সহজাত শট খেলতে। আজকেও ইনিংসের সময় বারবার হ্যারিদি একই কথা বলছিল। ওর পরামর্শেই আমার এই ইনিংস। অনুশীলনে যা করি আজও সেটাই করার চেষ্টা করেছি। কভার ড্রাইভে প্রথম চার মেরে সবচেয়ে বেশি আনন্দ পেয়েছি।'

রিচার বাবা মানবেন্দ্র ঘোষ শিলিগুড়ির সুভাষপল্লির বাড়িতে বসে টিভিতে মেয়ের প্রথম টি২০ আন্তর্জাতিক অর্ধশতরানের সাক্ষী থেকেছেন। স্ত্রী, বড় মেয়ে, আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে বসে খেলা দেখার পর তিনি বলেছেন, 'কোনও নির্দিষ্ট একটি শট নয়, আমার সবচেয়ে ভালো লেগেছে যেভাবে ক্রিকেটীয় শটে ইনিংসটা সাজাল তা দেখে। শুরুর দিকে ভি-তে খেলার পর রিভার্স সুইপ মারতেও ইতস্তত করেনি। আমাদের বরাবরই বিশ্বাস ছিল কুড়ির ক্রিকেটে ওর অর্ধশতরান আসা সময়ের অপেক্ষা। সেই বিশ্বাস নিয়েই আজ টিভি খুলেছিলাম আমরা।'

ছয় নম্বরে নেমে এদিন বিস্ফোরক ইনিংস খেলেছেন রিচা। অথচ একটা সময়ে তাঁকে তিন নম্বরে ব্যবহার করছিল টিম ম্যানেজমেন্ট। এই ইনিংসের পর পুরোনো ব্যাটিং পজিশন কি ফিরবে? রিচার বাবা অবশ্য এই নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন না। জোরালো গলায় তাঁর মন্তব্য, 'টিম ম্যানেজমেন্ট ভালোই জানে কোথায় ওর সেরাটা পাওয়া যাবে। তাই রিচার ব্যাটিং অর্ডার নিয়ে আমরা চিন্তায় নেই। একইভাবে চিন্তায় ছিলাম না দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজে ক্যাচ ধরতে গিয়ে মাথায় লাগার পর ওকে একাদশের বাইরে রাখা নিয়ে। বিশ্বাস ছিল, এশিয়া কাপের জন্য দলের অন্যতম সেরা অস্ত্রকে নিয়ে ওরা সঠিক পরিকল্পনাই করবে।'

রিচার এই ইনিংসের ভিডিও তাঁর বাবার কাছ থেকে চাইবেন শিলিগুড়ি মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের ক্রিকেট সচিব মনোজ ভার্মা। বলেছেন, 'ওর এই ইনিংসটার ভিডিও আমাদের কোচিং ক্যাম্পের মেয়েদের দেখাতে চাই। নিজের শহরের মেয়ের ক্রিকেটের অন্যতম সর্বোচ্চ আসরে এমন একটি ইনিংস খুদে শিক্ষার্থীদেরও প্রভাবিত করবে। এবার শিলিগুড়ির যে সমস্ত মেয়ে বেঙ্গল প্রো টি২০ লিগে খেলেছে তাদের রিচার সঙ্গে কথা বলার সুযোগ করে দিতে চাই।'

মরশুম শেষে অবসর, শিলিগুড়িতে ঘোষণা ঋদ্ধির

বিশ্বকাপ জয়ের পরও রোহিতদের থেকে এগিয়ে রাখছেন শচীনদের দলকে

শুভময় সান্যাল

শিলিগুড়ি, ২১ জুলাই : দেশের হয়ে তিনটি শতরান ও হাফ ডজন অর্ধশতরান ছাড়াও ঋদ্ধিমান সাহার ১৭ বছরের বর্ণময় কেরিয়ারে একাধিক স্মরণীয় ইনিংস রয়েছে। মাসদেড়েক আগেই ত্রিপুরার পাট চুকিয়ে শিলিগুড়ির পাপালি আবার বঙ্গ ক্রিকেটে প্রত্যাবর্তন করেছেন। কিন্তু সব ভালো কিছুরই যে একটা শেষ থাকে। চল্লিশ ছুঁইছুঁই ঋদ্ধিও বাস্তবটা বুঝতে পেরে রবিবার দুপুরে নিজের ছোটবেলার ক্লাব অগ্রগামী সংঘে দাঁড়িয়ে বলে দিলেন, 'ক্রিকেটার হিসেবে এটাই শেষ মরশুম হতে চলেছে আমার। মাঝে একবার ভেবেই ফেলেছিলাম ব্যাট-প্যাড তুলে রাখব। কিন্তু এরপর সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় বাড়িতে লোক পাঠিয়ে, ফোন করে আমাকে বারবার অনুরোধ করতে থাকেন বাংলায় ফিরে আসার। তাঁর মর্যাদা রাখতেই ফিরে এসেছি। কিন্তু আর নয়, মরশুম শেষ হলেই ক্রিকেট থেকে সরে দাঁড়াব।'

বছর দুয়েক আগে এক সিএবি কর্তার কথায় অসন্তুষ্ট হয়ে ঋদ্ধিমান ত্রিপুরায় চলে গিয়েছিলেন। সেই সিদ্ধান্তের জন্য কোনও আফসোস আছে কি না জানতে চাইলে তাঁর মন্তব্য, 'একেবারেই না। ওখানে সবাই আমাকে খুব ভালোভাবে স্বাগত জানিয়েছিলেন। ত্রিপুরার ক্রিকেট কর্তাদের সঙ্গে এখনও আমার সম্পর্ক রয়েছে। ওঁরা ভবিষ্যতে ক্রিকেটের উন্নতিতে আমাকে কাজে লাগাতে চান।'

অবসর পরবর্তী জীবনে তাঁর পরিকল্পনায় শিলিগুড়ির ক্রিকেট খুব বেশি আছে বলে মনে হল না। অগ্রগামীতে ছোটবেলার কোচ জয়ন্ত ভৌমিকের সঙ্গে খুদে উইকেটকিপারদের বেসিক শিক্ষা দেওয়ার ফাঁকে পাপালি বলেছেন, 'এখানে বাড়ি যখন তখন অবশ্যই ফিরব। কিন্তু শিলিগুড়ির ক্রিকেট কি আমাকে চায়? কখনও কোনও প্রস্তাব তো পাইনি। তাছাড়া ক্রিকেট স্টেডিয়াম দূরের কথা নিয়মিত ৪০-৪৫ ওভারের ম্যাচ করা যায় এমন মাঠও তো নেই। ৪০-৪৫ ওভারের ম্যাচ বছরে অন্তত ১৫টি না খেলার সুযোগ পেলে ক্রিকেটাররা নিজেদের স্কিলের পরিচয় কীভাবে দেবে? আর আমিই বা কোথায় আমার অভিজ্ঞতার প্রতিফলন ঘটাতে পারব?'

> শিলিগুড়ির ক্রিকেট কি আমাকে চায়? কখনও কোনও প্রস্তাব তো পাইনি। তাছাড়া ক্রিকেট স্টেডিয়াম দূরের কথা নিয়মিত ৪০-৪৫ ওভারের ম্যাচ করা যায় এমন মাঠও তো নেই এখানে। ৪০-৪৫ ওভারের ম্যাচ বছরে অন্তত ১৫টি না খেলার সুযোগ পেলে ক্রিকেটাররা নিজেদের স্কিলের পরিচয় কীভাবে দেবে? আর আমিই বা কোথায় আমার অভিজ্ঞতার প্রতিফলন ঘটাতে পারব?
>
> **ঋদ্ধিমান সাহা**

শুধু শিলিগুড়ির ক্রিকেট নয়, অবসরের সিদ্ধান্ত ঘোষণার দিনও ঋদ্ধিমানের মাথায় ভারতীয় দল। ১৪ বছর আগে জাতীয় দলে অভিষেক হওয়ার সময় তিনি সতীর্থ হিসেবে পেয়েছিলেন শচীন তেন্ডুলকার, রাহুল দ্রাবিড়, ভিভিএস লক্ষ্মণ, মহেন্দ্র সিং ধোনি, বীরেন্দ্র শেহবাগ, গৌতম গম্ভীর, হরভজন সিংদের। রোহিত শর্মার নেতৃত্বে বিরাট কোহলিদের টি২০ বিশ্বকাপ জয় দেখার পরও তিনি জানিয়ে দিয়েছেন, তাঁর দেখা সেরা ভারতীয় টিম শচীন-দ্রাবিড়-ধোনি সমৃদ্ধ ভারতীয় দলটাই। বলেছেন, 'টি২০ বিশ্বকাপ জয়ের আগে এই ভারতীয় দলটা ওয়ানডে বিশ্বকাপের ফাইনাল খেলেছে। দুইবার টেস্ট বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে পৌঁছেছে। আইসিসি ট্রফিতে সাফল্যের নিরিখে রোহিত-বিরাটরা এগিয়ে থাকলেও আমার দেখা সেরা ভারতীয় টিম শচীন-দ্রাবিড়-ধোনি সমৃদ্ধ ভারতীয় দলটাই। ব্যক্তিগত পারফরমেন্সের নিরিখে ওই দলে কিংবদন্তির ছড়াছড়ি ছিল। ওই দলেই কিছু আগে খেলে গিয়েছে সৌরভ-অনিল কুম্বলেরা। সঙ্গে মনে রাখবেন তখন (টেস্টে) সুযোগের অপেক্ষায় থাকতে হত যুবরাজ সিংকেও।'

একটা সময় গম্ভীরের নেতৃত্বে তিনি ওডিআই খেলেছেন। এইবার কাছ থেকে দেখেন মেন্টর গোতির ছোঁয়ায় বদলে যাওয়া কলকাতা নাইট রাইডার্সের আইপিএল জয়। গম্ভীরের জাতীয় দলে কোচ হিসেবে সাফল্য নিয়েও তিনি সমান আশাবাদী। শুনিয়েছেন, 'নাইটদের মেন্টর হয়ে গম্ভীর বেশকিছু সাহসী পদক্ষেপ করেছিলেন। যা ওদের ট্রফি জয়ে সহায়ক হয়েছিল। তাছাড়া গৌতমভাই বরাবরই স্পষ্টবক্তা। যা খেলোয়াড়দের বাস্তবটা বুঝতে সাহায্য করবে। তাই ভারতীয় দল ওর কোচিংয়ে সাফল্য পেলে অবাক হব না আমি।'

গুরু পূর্ণিমায় কল্যাণ বিশ্বাসের (পুলক) মূর্তিতে মালা দিচ্ছেন ঋদ্ধিমান সাহা ও তাঁর কোচ জয়ন্ত ভৌমিক। অগ্রগামী সংঘে রবিবার দুপুরে।

শুভমানের মধ্যে রোহিতের ছায়া দেখছেন রাঠোর

নয়াদিল্লি, ২১ জুলাই : স্টপগ্যাপ দায়িত্বে সফল। বিশ্বকাপের পর সিনিয়ারদের ছাড়াই জিম্বাবোয়ে সিরিজে বড় জয়। ভবিষ্যৎ অধিনায়ক হিসেবে নিজের দাবিটা জোরদার করে নিয়েছেন। পুরস্কারস্বরূপ ভারতীয় ওডিআই দলে রোহিত শর্মার ডেপুটির গুরুভার। আগামীতে শুভমান আরও বড় দায়িত্ব পেতে চলেছেন, ইঙ্গিত পরিষ্কার।

ভারতীয় প্রাক্তন ব্যাটিং কোচ বিক্রম রাঠোরও আস্থা রাখছেন। শুধু রঙিন ফরম্যাট নয়, তাঁর বিশ্বাস, তিন ফর্ম্যাটেই নেতৃত্বের দায়িত্ব পাবেন শুভমান। বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মার ছায়াও দেখছেন শুভমানের মধ্যে। দাবি, নেতৃত্বের দায়িত্বে চুপসে যাওয়ার বদলে রোহিতদের মতো নিজের সেরা খেলাটা বের করে আনবেন।

আজ এক সাক্ষাৎকারে রাঠোর বলেছেন, 'অধিনায়ক হওয়ার পর রোহিত, বিরাটদের থেকে যেভাবে সেরা খেলা দেখা গিয়েছে, শুভমানের ক্ষেত্রেও তাই হবে। এখনও দায়িত্ব পায়নি। তবে লিডারশিপ গ্রুপে থাকার ফলে ওর থেকে সেরাটা বেরিয়ে আসবে। শুভমানের মতো তরুণের কাছে যা খুব ইতিবাচক। আশাবাদী, একদিন ও তিন ফরম্যাটেই নেতৃত্ব দেবে।'

শুভমানের নেতৃত্বের হাতেখড়ি গুজরাট টাইটান্সের হয়ে। হার্দিক পান্ডিয়ার অবর্তমানে দায়িত্ব। দল সেভাবে সাফল্য না পেলেও ছোট্ট কাঁধে যেভাবে দলকে সামলেছেন, তার ভূয়সী প্রশংসা প্রাক্তনদের মুখে। জিম্বাবোয়ে সফরে ০-১ থেকে ভারত ঘুরে দাঁড়িয়ে ৪-১ ব্যবধানে সিরিজ জেতে। বিক্রমের মতে, 'গুজরাট হোক বা জিম্বাবোয়ে সফর, যতটুকু দেখেছি, ভালো কাজ করেছে। শরীরী ভাষাও বেশ ভালো। অধিনায়কদের যেমন হওয়া উচিত। আশাবাদী, শ্রীলঙ্কা সফরে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড যে বাড়তি দায়িত্ব দিয়েছে, তা সফলভাবেই পালন করবে শুভমান।'

ইংল্যান্ড সিরিজে নিজেই রাহুল দ্রাবিড়, রোহিতের কাছে গিয়ে বলেছিলেন তিন নম্বরে ব্যাটিং করতে চান। অথচ, শুভমানের প্রিয় জায়গা ওপেনিং। আর তখন ব্যাডপ্যাচের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলেন। রাঠোরের দাবি, 'শুভমানের যে মনোভাব বুঝিয়ে দেয়, মানসিকভাবে ও কতটা শক্তিশালী। বিশ্বাস, এই চারিত্রিক দৃঢ়তা অধিনায়ক শুভমানকে বাকিদের থেকে এগিয়ে রাখবে।' ব্যাটার শুভমানকে নিয়ে বিক্রম বলেছেন, 'প্রথম যখন নেটে দেখি, বাকিদের মতো আমারও নজর ছিল ওর দিকে। শুভমানের প্রতিভা নিয়ে প্রচুর কথা শুনেছিলাম। প্রথম দর্শনেই ওর ব্যাটিং বেশ ভালো লেগে যায়। ও জানে কোন পরিস্থিতিতে কোন শট খেলতে হয়।'

মেন্টর ধোনিকে 'গুরুপ্রণাম' ঋষভের

নয়াদিল্লি, ২১ জুলাই : গুরুপূর্ণিমা। গুরুপ্রণামের মেজাজে ভারতীয় ক্রিকেটাররাও। স্পেশাল দিনে ঋষভ পন্থের মুখে 'মেন্টর' মহেন্দ্র সিং ধোনির কথা। রোহিত শর্মা অপরদিকে এখনও রাহুল দ্রাবিড়ে মজে। সদ্য প্রাক্তন বিশ্বজয়ী কোচের প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

গুরুপূর্ণিমার দিনে রোহিত বলেছেন, 'দ্রাবিড়ভাইয়ের সঙ্গে আমার সম্পর্ক দীর্ঘদিনের। ওর নেতৃত্বেই আয়ারল্যান্ডে আমার আন্তর্জাতিক ক্রিকেট অভিষেক ঘটেছিল। দ্রাবিড়ভাই আমার আদর্শও। ওকে দেখে শিখতাম। কঠিন পরিস্থিতিতে যেভাবে দলকে বারবার উদ্ধার করেছে, তা অসাধারণ।' কোচ দ্রাবিড়ের থেকে অনেক কিছু শিখেছেন।

রোহিতের মুখে দ্রাবিড়-বন্দনা

রোহিত বলেছেন, 'দ্রাবিড়ভাই কোচ হওয়ার পর ওর সঙ্গে আরও সময় কাটানোর সুযোগ মিলেছিল। প্রচুর শিখেওছি। আমার যা কাজে লেগেছে। মানসিকভাবে আরও শক্তিশালী হয়েছি। ওর নেতৃত্বে অনেক ট্রফি জিতেছে ভারত। শেষটা বিশ্বকাপ দিয়ে।'

ঋষভ পন্থ আবার মাহিতে মজে। বরাবর এমএস-কে নিজের 'মেন্টর' আখ্যা দিয়েছেন। সেই শ্রদ্ধা নিয়েই ঋষভ জানান, ক্রিকেট হোক বা জীবন, যখনই বিপদে পড়েছেন ধোনির দ্বারস্থ হয়েছেন। রাস্তাও দেখিয়েছেন 'ক্যাপ্টেন কুল'। ঋষভ বলেছেন, 'শুধু মাঠেই নয়, মাঠের বাইরেও মাহিভাই আমাকে সবসময় সাহায্য করে। যখনই সমস্যায় পড়ি ছুটে যাই। বিপদে পড়লে আমার ভরসা ধোনিভাই।'

মহম্মদ সামির মুখে আবার মাথা উঁচু করে অবসর নেওয়ার ধোনি-মন্ত্রের কথা। পডকাস্টে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বলেছেন, 'মাহিভাইকে একবার জিজ্ঞাসা করেছিলাম, একজন ক্রিকেটারের কখন অবসর নেওয়া উচিত। বলেছিল, যখন তুমি বুঝবে খেলা নিয়ে বিরক্ত হচ্ছো, যখন মনে হবে তোমাকে দল থেকে সরিয়ে দেওয়া হতে পারে। ওর কথা শুনে বুঝেছিলাম, নিজের অবসর সময় নিজেই ঠিক করা উচিত।'

ডালাসে স্ত্রী রীতিকা ও মেয়ে সামাইরার সঙ্গে রোহিত।

শারীরিক নয় মানসিকভাবে 'ক্লান্ত' হার্দিক

ফিটনেস নিয়ে কড়া বার্তা গম্ভীরের

মুম্বই, ২১ জুলাই : ব্যক্তিগত জীবন ও ক্রিকেট কেরিয়ার।

জোড়া ধাক্কায় টলমল হার্দিক পান্ডিয়া। একদিকে বিবাহবিচ্ছেদ, অপরদিকে ভারতীয় দলের লিডারশিপ গ্রুপ থেকে 'ছাঁটাই'। শ্রীলঙ্কায় টি২০ সিরিজে সূর্যকুমার যাদবের নেতৃত্বে খেলতে হবে। ঘুরছে ফিটনেস নিয়ে নানান জল্পনা।

সাঁড়াশি চাপে হাঁসফাঁস হাল। এহেন পরিস্থিতিতে প্রথমবার প্রকাশ্যে মুখ খুললেন হার্দিক। জানালেন, মানসিকভাবে তিনি 'ক্লান্ত'। এক বিজ্ঞাপনি প্রচারে অংশ নিয়ে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স অধিনায়ক বলেছেন, 'শরীর ক্লান্ত না থাকলেও অনেক ক্ষেত্রে মানসিকভাবে ক্লান্তি থাকি। বারবার এমন হয়েছে আমার। তার মাঝেই নিজের সীমাবদ্ধতা সরিয়ে এগোনোর চেষ্টা করেছি। এরকম পরিস্থিতিতে বাড়তি পরিশ্রম দরকার। মনকে কাজের মধ্যে ডুবিয়ে রাখতে হয়।'

ফিটনেস নিয়ে তরুণদের গুরুমন্ত্রও শুনিয়েছেন। নিজের উদাহরণ টেনে বলেছেন, 'পরিশ্রম যদি একই করি, তাহলে আপনি, আমি এক জায়গায় থাকব। কিন্তু এগিয়ে যেতে হলে নিজেকে চ্যালেঞ্জ করে বেশি ঘাম ঝরাতে হবে। ধরুন, দুইজনেই ২০টি করে পুশআপ দিই। তাহলে পার্থক্য কী থাকল? এগিয়ে যেতে হলে আমাকে সংখ্যাটা ২৫-৩০ করতে হবে। আমি সবসময় সেই চেষ্টা করি।' হার্দিকের মতে, লড়াই জীবনের অঙ্গ। প্রতিদিন সেই চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হবে। বলেছেন, 'নিজের সঙ্গে লড়াই করো। নিজেকে চ্যালেঞ্জের মুখে ফেল। আগে আমার বলের গতি ১৩০ কিলোমিটার ছিল। এখন তা ১৪০-১৪২। অক্লান্ত পরিশ্রম করতে হয়েছে এরজন্য। পরিশ্রম করলে উন্নতি ঠিক হবে।'

হার্দিকের ফিটনেস নিয়ে জল্পনা চলছেই। চোটআঘাতের ফলে গত ২ বছর যত খেলার থেকে বেশি সময় মাঠের বাইরে ছিলেন। আইপিএলে প্রত্যাবর্তনের পর টি২০ বিশ্বকাপজয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিলেও, হার্দিকের ফিটনেস নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে হেডকোচ গৌতম গম্ভীরের।

শ্রীলঙ্কার দল নির্বাচনি বৈঠকের আগে নাকি যা নিয়ে কথাও হয়েছে দুইজনের। সূত্রের খবর, বিজয় হাজারে ট্রফিতে খেলার পরামর্শ দিয়েছেন গম্ভীর। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের এক কর্তার দাবি, ওডিআই ক্রিকেটে হার্দিককে চান গম্ভীর। তবে অলরাউন্ডার হিসেবেই। শর্ত, ব্যাটিংয়ের পাশাপাশি দশ ওভার বোলিংয়ের ধকলও সামলাতে হবে।

নির্বাচক কমিটির প্রধান অজিত আগরকার আবার অধিনায়ক হিসেবে হার্দিককে 'নম্বর' দিতে নারাজ। আগরকারের যুক্তি, গুজরাট টাইটান্সের সাফল্যে হার্দিক নয়, মূল কৃতিত্ব হেডকোচ আশিস নেহেরার। মুম্বই ইন্ডিয়ান্সে মার্ক বাউচারের থেকে সেই সাহায্য না পাওয়ায় অসহায় দেখিয়েছে। হার্দিক যে নেতা হিসেবে এখনও পরিণত নয়, তা পরিষ্কার। এদিকে, শোনা যাচ্ছে শ্রীলঙ্কা সফরে ভারতীয় বোলিং দলের কোচের দায়িত্ব পাচ্ছেন সাইরাজ বাহুতুলে।

> নিজের সঙ্গে লড়াই করো। নিজেকে চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলো। আগে আমার বলের গতি ১৩০ কিলোমিটার ছিল। এখন তা ১৪০-১৪২। অক্লান্ত পরিশ্রম করতে হয়েছে এরজন্য। পরিশ্রম করলে উন্নতি ঠিক হবে।
>
> **হার্দিক পান্ডিয়া**